আভাষ।

নব বস্তু সহজেই নেত্রানন্দ বর্দ্ধন করে এবং মনুষ্য নবপ্রিয়। নবীন যৌবন পরম প্রেমাস্পদ, বৃদ্ধাবস্থা এক প্রকার বিড়ম্বনা। কোমলাঙ্গ শীশু কি পর্য্যন্ত হৃদয়-স্বাস্থদায়ক! প্রাতঃকালীন সদ্য প্রস্ফুটিতা কমলিনী কি মনোরম্যা! কিন্তু মলিনা হইলে তাহাই আবার সুখানুভব দূর করে। অতি অপূর্ব্বতন্ জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত পদার্থ কালে কালে ক্রমশঃ অনাদরনীয় হয়। বসন্ত কালে যখন তরুগণ নবীন, কোমল, পল্লবে বিভূষিত হইয়া নবীন যৌবনে উত্তীর্ণ হয় তখন অন্তর কেমন পুলক-বিপুলে মগ্ন হয়। ভাষার পক্ষে নবীন অথচ স্বভাবতঃ হৃদয়গ্রাহিণী গ্রন্থও তদ্রূপ। কাল বিশেষে রাজ্যে কোন বিখ্যাত ঘটনা না থাকিলে এক খানা নবীন গ্রন্থ তৎ কালে সকলের মনোনিবেশাধীন হয়।

আমি নলিনীকান্ত নামে গ্রন্থ প্রকটন করিলাম, এই গ্রন্থ যে সাধারণ পাঠক সমাজের মধ্যে

প্রিয়ভাজন হইবে, আমি এরূপ অকর্ম্মণ্য গর্ব্ব করিতে পারি না, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, মুদ্রাঙ্কণাগ্রে ইহা পাঠক শ্রেণী বিশেষের আদর প্রাপ্ত হইয়াছে, মুদ্রাঙ্কণ করণাগ্রে অনেক মহাশয় ইহা ক্রয় করণার্থ লোক পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহাদিগের উৎসাহে আমি ইহা জগৎ বিদিত করিলাম। বহুল কার্য্যে ভারাক্রান্ত হইয়া—সাংসারিক নানা দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া, তথা অসীম কায়িক ও মানসিক শ্রমে পরতন্ত্র হইয়া, আমি গ্রন্থ খানি ত্বরায় প্রকাশ করিতে পারি নাই—ত্বরায় রচনা শেষ করিতে পারি নাই। আমি প্রত্যেক গ্রন্থ রচনা কালীন পদে পদে যে কত ভীষণ বিপদাক্রান্ত হইয়াছিলাম তাহা উল্লেখ—তাহা হৃদয়ে সঙ্কল্প করিলে, আমি এক ছত্রও লিখিতে পারিতাম না।

নলিনীকান্তের প্রথম ছন্দ রচনার এক ঘটিকা পূর্ব্বে আমার কোন কল্পনা ছিল না আমি তৎ কালে এ উপাখ্যান প্রণয়ন করি। এই পুস্তকের উৎপত্তির কারণ বড় চমৎকার। ১২৬৩ সালে আমি ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ ইতিহাস রচনারম্ভ করি এবং ঐ মহৎ দুষ্কর ব্যাপারে কিয়ৎকাল নিযুক্ত থাকি, ইতিমধ্যে আমি একদা ফরাসীস হইতে ইংরাজীতে অনুবাদিত ৺ ফিলাজাফর ও

আক্‌ত্রেশেশ” (Philosopher and Actresses) নামক বিবিধ উপাখ্যান সঙ্ঘোটিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগস্থ প্রসিদ্ধ চিত্রকর করনিলিয়স স্কটের (Cornelius Schut) মনোরম্য উপাখ্যান পড়িতে ছিলাম, পড়িতে পড়িতে আমার মন এরূপ অলৌকিকরূপে উৎসাহিত হইল, যে আমি তৎক্ষণে এই উপাখ্যান রচনারম্ভ করিলাম। ইহা রচনা কালীন এই ঘটনার বিষয় অনেকে জ্ঞাত আছেন, এই উক্তি নিষ্‌কলঙ্ক সত্য, গর্বমূলক নয়। “ফিলাজাফর ও আক্‌ত্রেশেশ” চিত্ত বিনোদি ও রসাল, ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানগুলি প্রীতিকর বটে।

পূর্ব্বে অভিপ্রায় ছিল, নলিনীকান্ত ফিলাজাফর আক্‌ত্রেশেশের ন্যায় সংক্ষিপ্ত গল্পে শেষ করিব, কিন্তু লিখিতে লিখিতে নবীন নবীন ভাবে উৎসাহিত হইবায় আশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সুতরাং দৈর্ঘ রচনা করণে বাধ্য হইলাম।

আমি এই উপাখ্যান প্রণয়ন করিলাম, কিন্তু উপাখ্যানের প্রকৃত অর্থ, উপাখ্যানের কি গুণ, অনেকে জানেন না, বিশেষতঃ এরূপ উপাখ্যান অস্মদ্দেশে বিরল, এজন্য ইহার মর্ম্ম সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। •১৮৫৮ সালে সেপ্টেম্বর

মাসে বিশেষ দিবসীয় মেন্‌চেষ্টার গার্জ্জেন নামক বিলাতীয় পত্রে উপাখ্যানের মর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ হয়, তাহা এই ;—

"উপাখ্যান গদ্য বীর রসাশ্রিত কাব্য; ফিল্‌ডিং* ও তস্য ছাত্রেরা এরূপ বলাতে যথোপযুক্ত সম্ভ্রম বিনা সম্ভ্রমাধিক্য লব্ধ করেন না; কারণ সৃজনোৎপাদিকা শক্তি এবং বহুদর্শিত্ব মহৎ কবির পক্ষে যেমন নিশ্চয় প্রয়োজনীয়, সাফল্য উপাখ্যানবেত্তার পক্ষেও তাহা সমরূপ। এই অভিপ্রায় দৃঢ় প্রতিপন্ন করণ হেতু উপাখ্যান নিগুড় অন্বেষণের প্রয়োজন নাই, কারণ সাধারণ পাঠকেরা এই লেখকদিগের স্বপক্ষে বহু কাল পূর্ব্বে মত দিয়াছেন, যাঁহারা এতদ্ভিন্ন জীবনের প্রতিমূর্ত্তি, ইতিহাসবেত্তা, গভীর বিশ্বজ্ঞান শাস্ত্র এবং মনস্তত্ত্ববেত্তার অপেক্ষা প্রকৃত ও সতেজরূপে চিত্র করেন, তাহা এক জনের (ইতিহাসবেত্তার) ন্যায় তিমিরাকীর্ণ এবং অন্য জনের ন্যায় শ্লথ হয় না।"

উপাখ্যান শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী; অন্য শাস্ত্র আলোচনা করিলে শরীর দুর্ব্বল হয়, উপাখ্যান পাঠে শরীর পুষ্ট হয়। উপাখ্যান,

---

* ইংলণ্ডীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাখ্যান রচক।

চিন্তা দূর করে, শোক নাশ করে, পুলকে মগ্ন করে।

নলিনীকান্ত হাস্য, অদ্ভুত, শৃঙ্গার ও করুণ রসাশ্রিত গ্রন্থ, কিন্তু করুণ রস ইহার প্রধান আধার। ইহা নাটক ভাবে রচিত, কাব্য ভাবে বর্ণিত এবং উপাখ্যানাশ্রিত। ইহার ভাব সংস্কৃত কাব্যোপাখ্যান সদৃশী, কিন্তু স্থানে স্থানে আধুনিক লোকপ্রিয় ইংরাজী উপাখ্যানের পরিশুদ্ধ ভাব ও সুপ্রণালী সমন্বিত।

আমি এই উপাখ্যানে এক সুধারা অবলম্বন করিয়াছি, এই সুধারা নাটকমূলক; অর্থাৎ কোন চরিত্রের অগ্রিম পরিচয় না দিয়া তাহার উপস্থিত কার্য্য বর্ণন করা গিয়াছে। সময়ে সময়ে এক এক চরিত্র অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতেছে, পাঠকেরা এমত স্থলে তাহাদিগের পরিচয় প্রাপ্তেচ্ছুক জন্য সহজেই তাহাদিগের ক্রিয়ার শেষ বর্ণন পর্য্যন্ত পাঠ করেন, তৎ পরে তাঁহারা পরিচয় পান। অতএব কত চরিত্রের কত শত আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া তজ্জন্য তাহাদিগের পরিচয় গ্রহণেচ্ছুক হইয়াও শেষ ব্যতীত পরিচয় না পাইলে সংশয় ছেদনাশয়ে তাহাদিগকে ঘটনার শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে হয়, আবার এক ঘটনা শেষ না হইতেই অপর ঘটনা

উপস্থিত হয়। অতএব পাঠকেরা উত্তরোত্তর সন্দিহান্ হইয়া গ্রন্থ সমাপ্ত না করিয়া স্পৃহা শান্তি করিতে পারেন না।

আমি "নলিনীকান্ত" নামে এই যে অপূর্ব্ব, মনোহর, উপাখ্যান রচনা করিয়াছি, ইহার তারল্য, ছন্দের সারল্য ও শব্দ বিন্যাসের লালিত্য, কিরূপ, প্রিয় পাঠকবর্গ, অনুভব করিবেন। এই উপাখ্যান সর্ব্ব প্রকারে চিত্তবিনোদী ও রসময়, রসেতেই ইহা মহোন্মত্ত, অতএব নবীন ও নবীনাগণের ইহা অধিক প্রেমাস্পদ ও ধেয় হইবে সম্ভব হয়, কিন্তু হই। স্বভাবতঃ নবীন ও নবীনাগণের দমনকারক, ইহার ভাব পরিণামে পরিদৃষ্টমান্ হইবে। ইহার শব্দ বিন্যাস, বিশেষতঃ ছন্দ বিন্যাস, অধিকাংশ অভিনব, অতএব কাহার পক্ষে কাঠিন্য হৃদয়ঙ্গম হইবে, কিন্তু চিত্ত স্থির করিয়া তাৎপর্য্যাকর্ষণ করিলে আমি পাঠকব্যূহের নিকটে বর্ণনাতিরেক বাধ্য হইব। আমাদিগের দেশবাসীদিগের কথোপকথন অতি ইতর—ভদ্র সমাজে সাতিশয় নিন্দনীয়; আমরা ফরাসীস, বা ইংরাজদিগের কোন মনোরম্য উপাখ্যান পাঠ করিলে ঐ উপাখ্যানস্থ চরিত্রদিগের কথোপকথনের সুন্দর প্রণালী সন্দর্শনে কি পর্য্যন্ত বিনোদিত হই বলিতে পারি না,

অধিক কি বলিব উপাখ্যানের অপেক্ষা কথোপ-কথন প্রিয়জনক বোধ হয়। পরন্তু অস্মদ্দেশী-দিগের কথোপকথন কেবল জঘন্য নয়, প্রত্যুত সম্পূর্ণ অশুদ্ধ ও ব্যাকরণ বিরুদ্ধ, বঙ্গদেশীয় বৃদ্ধ-সমাজ ইংরাজী কহিলে যেরূপ উপহাসজনক অনুভূত হয়, আমাদিগের জাতীয় কথোপকথন তদ্রূপ-প্রায়। এ জন্য আমি এ উপাখ্যানে কথোপকথন বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়াছি —সাহসে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারি নাই, সকলে আমাদিগের বর্ত্মবর্ত্তী হইলে অনুরূপ আচরণে বিলম্ব করিব না। "বলিতেছি" এই শব্দটী বাদানুবাদে ব্যবহৃত হইলে কি রূপ অশুদ্ধ হইয়া থাকে সকলে অনুমান করুণ, যথা—"বলচি।" কথোপকথনে শব্দের মধ্যে কোন অক্ষর লোপ করা বিধেয়, কিন্তু যে স্থলে লোপ হইবে তৎ স্থলে লোপের একটী চিহ্ন স্থাপনাবশ্যক—তাহা বলিয়া ছকার স্থানে চকার ব্যবহার করা উচিত নয়, যেমন "বলিতেছি" স্থানে "বলিতেচি" অথবা কথোপকথনে "বল্-চি" অন্যায্য। পরন্তু ঐ শব্দ শুদ্ধ করিয়া লোপ স্থলে চিহ্ন দিয়া লিখিতে হইলে ব'ল্'ছি এইরূপ লেখা কর্ত্তব্য।

ব্যক্তি বিশেষে কতকগুলি ইংরাজী সংক্ষিপ্ত

শব্দ অন্যায় উচ্চারণ দ্বারায় বিকৃত করেন, যেমন, dont. কেহ ইহার উচ্চারণ ডোঞ্চ (donch) করিয়া থাকেন। তথাপি ইহা বাঙ্গালা "বলচির" ন্যায় প্রচলিত নয় এবং লিখন কালে বর্ণমালা বহির্গত হয় না। উচ্চারণ যদিও ধৃতব্য বটে, তথাপি বর্ণমালচ্যুত, বা ব্যাকরণচ্যুত বড় দোষ। সংক্ষিপ্ত শব্দে উচ্চারণে সম্পূর্ণ মনোযোগ না দিলে বড় ক্ষতি নাই, কিন্তু রচনা কালে সংক্ষিপ্ত শব্দ বর্ণমালাচ্যুত, ব্যাকরণচ্যুত, করিলে মহতী দোষ জন্মায়।

এই প্রণালী আমি সর্ব্বত্রে অবলম্বন করি নাই, করিলে কর্ম্মণ্য হইত না।

পাঠকবৃন্দ! নলিনীকান্ত সযত্নে পাঠ করিলে আমি আপনাকে চরিতার্থ মানিব, গণতাহীনে দেশীয় ভাষার প্রথম ও প্রকৃত উপাখ্যানটী পাঠ করিয়া বাধিত করুণ।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত।

কলিকাতাঃ
৩০ সে জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৬

নলিনীকান্ত।

প্রথম অধ্যায়।

নলিনীকান্ত, উপবনে উপনীত হয়েন—
মনুষ্যের হতবুদ্ধি।

ভারতবর্ষের অতি উত্তরে হিমালয় নামক শৈল্যশৃঙ্গের সন্নিকটে কাশ্মীর নাম্নী এক কমনীয়,মনোহারিণী, নগরী আছে। ঐ নগরী নানা সুরম্য উবপবনে শোভান্বিতা এবং গিরীতে বেষ্টিতা। সে স্থলের বায়ু, মানবনিকরের সাতিশয় শারীরিক সুখদায়ক ও স্বাস্থপ্রদ। তথাকার কামিনীগণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, এবং কাশ্মীর, কন্যাগণের রূপমাধুরীতেই অধিক যশস্বিনী হইয়াছে। সেই সুখ ধাম সন্দর্শনে অনুভব হয়, যেন স্বর্গধাম বিরাজমানা। কাশ্মীর নগরীতে চন্দ্রভীম নামে এক লোকহিতৈষী নরপাল ছিলেন, তাঁহার নলিনীকান্ত নামে এক তনয় ছিল। নৃপতি, পুত্রকে বহু যত্নে বিদ্যোপার্জ্জন করাইয়া

ছিলেন এবং যৌবন কালে ভূপাল-রাজ তনয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকুমার যৌবন কালে প্রমোন্মত্ত হইলেন এবং অসহ্য মদন বাণ সহ্য করণে নিতান্ত পরাং-মুখ হইয়া দিন, দিন, আকুলে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। গৃহাশ্রমে, কালক্রমে তাঁহার বিরক্তি জন্মিল এবং তিনি প্রেম সুধা পানে মদন বাণের যাতনা নিবারণে সমুৎসুক হইলেন।

কাশ্মীর নগরীর কোন স্থলে একটী রমণীয় উপবন ছিল এবং কুরঙ্গিনী তথায় যৌবন ভারে অবনতা হইতে ছিলেন। কস্মিন কালে নলিনী-কান্ত বায়ু সেবনচ্ছলে তথায় উপনীত হইলেন। ঐ উপবন চতুর্দিকে শৈল্যশৃঙ্গে বেষ্টিত হইবাতে গম্ভীর, অথচ মনোহর, শোভা প্রকাশ করিতে-ছিল এবং বসন্তের আগমনে চতুর্দিক্ রমণীয় কান্তি ধারণ করিয়াছিল। সুশীতল সমীরণ বহি-তেছিল—পক্ষবিশিষ্ট গায়ক, গায়িকাগণ, তরুণ বৃক্ষোপরি ললিত গান করিতেছিল—সুচারু গন্ধ-পুষ্প সৌরভ বিস্তীর্ণ করিয়া নব রসিক, রসিকা-গণের নব প্রেমানুরাগ বৃদ্ধি করিতেছিল। সন্ধ্যা হইল—রজনী প্রকাশিল—সুধাংশু উঠিল—কুমুদ ফুটিল—নিশাচর ডাকিল। এমত সময়ে নলিনীকান্ত উপবন বিহার করিতে ছিলেন।

এমত অবস্থায় প্রেমসুধা পানে কোন্ মনুষ্যের না লালসা হয়? কোন্ মনুষ্য না সেই কমনীয়, অথচ সাংঘাতিক, সুধা পাত্রে হস্তার্পণ করেন? নলিনীকান্ত, সুধা-সিন্ধুতে মগ্ন হইলেন, কিন্তু পার হইবার কোন উপায় দেখেন না এবং কাহার নিকটে আশ্রয় লয়েন কিছুই স্থির করিতে পারেন না। নলিনীকান্ত, ভীষণ তরঙ্গে সাতিশয় পরিত্যক্ত হইলেন—বিষণ্ণ ও জ্ঞানশূন্য হইলেন—নিরাশ্রয়ী হইলেন। তিনি চিন্তাকে আশ্রয় করিলেন, কিন্তু চিন্তাশ্রয় করিয়াও কিছু উপায় পাইলেন না। চিন্তা বরঞ্চ তাঁহাকে উত্তরোত্তর বিকল করিল। প্রেমের কি অলৌকিক ক্ষমতা! মদনের কি তীক্ষ্ণ বাণ! নলিনীকান্ত উন্মত্ত-প্রায় হইয়া অবশেষে উপবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় একটী মনোলোভা অট্টালিকা দেখিলেন—তথায় প্রবেশেচ্ছু হইলেন—অকস্মাৎ এই ধ্বনী শুনিতে পাইলেন;—

অবনীতে আছে এক রম্য উপবন,
শৈলশৃঙ্গ, মহীরুহে অতি সুশোভন।
কিবা শোভা, মনোলোভা, সুঠাম গঠন,
অবহেলে হরে তাহা, যুবকের মন।
অনেকে তথায় যায় জুড়াতে হৃদয়,
হৃদয় অনল তবু শীতল না হয়।

প্রলয়ের ঝড় তাহা করে অধিকার,
চারি দিক্ আচ্ছাদয়ে মোহ-অন্ধকার।
স্থির নীরে উঠে তবে তরঙ্গ ভীষণ,
উপায় না পেয়ে, মরে তাহে জীবগণ।
শুনহে পথিক জন হিতকর কথা,
না কর, না কর কভু পদার্পণ তথা।
সুপথেতে চলে যাও সেদিকে যেও না,
পাইবে যাতনা পান্থ, পাইবে যাতনা।

কোন্ ভাষা নলিনীকান্তের এতদ্বিষয়ে হত-জ্ঞান বর্ণনা করিতে পারে? নলিনীকান্ত চমৎকৃত হইয়া অবিবেকতায় জড়ীভূত হইলেন—চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন—কাহাকেও দেখেন না—"কে তুমি, কি বলিতেছ?" তিনি উচ্চৈঃস্বরে এবম্প্রকার চিৎকার আরম্ভ করিলেন—কেহই নাই!—কে উত্তর করিবে? অনন্তর তিনি ঐ ধ্বনী অন্বেষণার্থ অনতি অন্তরে গেলেন;—কিছুই দেখিতে পাইলেন না। নলিনীকান্ত অতঃপর অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে যাইতেছেন—পুনশ্চ দৈব ধ্বনী হইল;—

বিপদ সময়ে লোক জ্ঞানহারা হয়,
সুপথ দেখিলে তবু কুপথেতে যায়,
সোজা পথ দেখাইলে বক্রে যায় চলি,
হিত বাক্য বুঝাইলে সব যায় ভুলি।
অনর্থ কেন পথিক হও মতিহীন?
সুধাপাত্র হাতে পেয়ে হলে না প্রবীণ।

নলিনীকান্তের সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হইল; পূর্ণ আলোকময় সৌদামিনীর অনুগামী কুলিশ, ঘোর নিনাদে তাহাকে অনুগমন করিলে জীব-সমূহ যেরূপ স্তম্ভিত হয়—অচৈতন্য হয়, তিনি অনুরূপ হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; "আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম ! জাগ্রতাবস্থায় বা কিরূপে স্বপ্ন দেখিব !"

নলিনীকান্ত তৎ পরে এক উন্নত তরুতে উঠিয়া চতুষ্পার্শ্বে অন্বেষণার্থ অবলোকন করিতে লাগি-লেন—"অবশ্য বাটী হইতে ধ্বনী নির্গত হই-তেছে" স্থির করেন—বাটীতে প্রবেশ করিতে যান—দৈব ধ্বনী শুনেন;—

নির্ব্বোধ পথিক তুমি হারাইলে জ্ঞান,
জানিয়া, কণ্টকে কেন কর পদ দান,
যাও যাও চলে, যাও প্রাণ হাতে লয়ে,
জনক জননী তব আছে শোকালয়ে।
তব জননীর দশা কে বর্ণন করে?
রমণী তোমার পান্থ বাঁচে কি বা মরে ;
রাজ্য হাহাকার ময় লোক তাহে ভাসে।
ত্বরা করি, লয়ে তরী, যাহ তার পাশে !

এই ধ্বনী শ্রবণে রাজকুমার সচেতন হইলেন এবং ত্বরায় তরী লইয়া গমন করিলেন। কিয়-দ্দূর যান—সুলোচনা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা

হইল—“আহা বদন সুখাইয়া গিয়াছে! নিরা-শ্রয়ী! প্রখর দিবাকর কর দ্বারা ত্যক্ত করিতেছে! স্থির হও! আমার অনুগমন কর! বিশ্রাম করিতে চল।”

কুমার স্তম্ভিত হইলেন, তাহার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইলেন, “হস্তে সুধাকর পাইলাম” জ্ঞান করিলেন এবং কুরঙ্গিনীর সঙ্গিনীর অনু-গমন করিলেন—অট্টালিকায় প্রবেশ করেন এমত সময়ে পুনশ্চ দৈবধ্বনী শুনিতে পাইলেন—

চক্ষু আছে, কিন্তু কানা, কিবা অপরূপ,
দেখিয়াও নাহি দেখে না দেখি স্বরূপ ;
দেখে ফাঁদ, তবু ফাঁদে প্রবেশিতে যায়,
আহা মরি, দুখেঃ মরি, মরি হায়! হায়!,,

রাজপুত্র বারম্বার আকস্মিক্‌, ধ্বনী শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন, ভাবিলেন—“কি আশ্চর্য্য অকস্মাৎ এ সকল কি শুনিতেছি, কেই বা বলি-তেছে, এ অঙ্গনাই বা কে, এ কি মায়াকারের বাটী, না আমি মায়া পাশে বদ্ধ হইলাম! হায়! এখানে আসিয়া কি শঙ্কটে পড়িলাম!—

আছে কি উপায়,
যাইবা কোথায়!”

নলিনীকান্ত বিষণ্ন মনে স্ব বাটীতে আসিবার উপক্রম করেন—সুলোচনা তাঁহার হস্তে ধরে এবং কবিতা প্রকাশ করে ;—

কেন মন উচাটন পুরুষ রতন?
কি চিন্তায় ঠেকিয়াছ অহে প্রাণধন?
যে চিন্তায় চিন্তিতেছ চিন্তা কিবা তার,
কুরঙ্গিনী পাশে গেলে না রহিবে আর।
অকারণ কি কারণ দেহ-নিপীড়ন?
সুখে বঞ্চি, সুখ-সুধা কর হে ভক্ষণ।
মায়াময় সংসারেতে সুখ মাত্র নাই,
দারা, সুত, পরিজন, কেবল বালাই।
সত্য তত্ত্ব সত্য জানি' এই কর সার,
আমোদ প্রমোদে বঞ্চা সেই সুখ সার।

এই বাক্য মুখে হইতে বিনির্গত না হইতে হইতে নলিনীকান্ত সার ভাবিলেন এবং সুলোচনার অনুবর্ত্তী হইয়া অট্টালিকার অভ্যন্তরে গমন করিলেন। কিন্তু নলিনীকান্ত পশ্চাৎ ভাগের এক গুপ্ত দ্বার দিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

এই অট্টালিকা উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী ছিল এবং উদ্যান দুই পার্শ্বে পর্ব্বতে বেষ্টিত ছিল। নানা জাতি তরুণ তরুতে শোভিত ছিল—মধ্যে মধ্যে "কুহু, কুহু" রবও হইতে ছিল—সুশীতল সমীরণ হৃদয় শীতল করিতে ছিল—গন্ধপুষ্পের সৌগন্ধে উপবন আমোদময় করিয়াছিল এবং কুরঙ্গিনীর সহচরীরা সুবেশা হইয়া, পুষ্পপাত্র লইয়া, পুষ্প চয়ন করিতে ছিল। কেহ বা

গতক্লম তরুমূলে বারি সেচন করিতে ছিল—কেহ বা উপবন পরিচ্ছন্ন করিতে ছিল—কেহ বায়ু সেবনাকাঙ্খায় তরু তলে বসিয়া ছিল। নলিনীকান্ত এমত কালে বাটীতে প্রবেশ করিলেন——

"এমত আলোকময়, জ্ঞান হয় যেন ক্ষণপ্রভালয়"—কুরঙ্গিনী তাঁহার সম্মুখে পড়িলেন, নলিনীকান্ত তাঁহাকে দেখিবা মাত্র মূর্চ্ছিত হইলেন। ঐ কামিনী বিংশ বর্ষ বয়োধিকা আকার সন্দর্শনে প্রতীয়মান হয়। তাঁহার অঙ্গের লালিত্য ও সুগঠন অতি বিচিত্র—লেশ মাত্র খুঁত নাই। বদন কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এবং গণ্ড দ্বয় ঈষৎ পুষ্ট হইবাতে পরম শোভনীয় হইয়াছে, ভ্রূ যুগল অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় গোলাকার, কোন স্থলে বক্র নাই—নেত্র ক্ষুদ্র নয় এবং নেত্রাপাঙ্গ দীর্ঘাকার—বর্ণ ঈষৎ গোলাব কুসুম বর্ণের ন্যায়, ওষ্ঠাগ্রে রক্ত কমলের রক্তিম বর্ণ প্রকাশ করিতেছে—নিতম্বের ভারিত্ব দেখিয়া মনোমধ্যে আনন্দ জন্মায় এবং পয়োধরের সমান গোলাকৃতি রসিক জনকে উন্মত্ত করে। নলিনীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলে তিনি মধুময় বাক্য প্রকাশ করিলেন ;—

"উঠ উঠ প্রাণনাথ!—দেহ প্রাণে জল!
চমকে অমনি উঠে হইয়া শীতল।

"আহা মরি মরি প্রাণে দহে যে অন্তর ,
নিবারহ দিয়া বারী নহে মনান্তর।"

রাজপুত্র প্রেম সুধা ভক্ষণ করিলেন—তিনি প্রেমার্ণবে ভাসমান্ হইলেন। কোথায় বা বসন, কোথায় বা ভুষণ, সকল বিসর্জ্জন দিয়া কুরঙ্গিনীকে ধরিতে গেলেন। তান সমন্বিত গান, বাদ্য, হইতে লাগিল, কুরঙ্গিনীর সযোনীরা নৃত্য করিতে লাগিল। নলিনীকান্ত তাহা দেখিয়া বিহ্বল হইয়া তাহাদিগের সহিত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পথ শ্রান্তি দূরীকরণ জন্য সরোবরে স্নান করিতে গেলেন;—

রাহু গ্রাশ করে শশী,
না শশী হয় রাহুগ্রাশী।

কুমার ডুবিল দেখ প্রেম-সিন্ধু নীরে,
পরিত্যক্ত হয় তায় উঠিতে না পারে।
সন্তরণ দিতে চাহে প্রাণ বাঁচা'বারে,
তরঙ্গ শাধয়ে বাধ বাঁচে কি প্রকারে?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রেমালাপ;—নিকুঞ্জ-বিহার।

নলিনীকান্ত এখন দ্বাবিংশ বর্ষ বয়োধিক হইয়া পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব এই সময়

কামকেলির উপযুক্ত সময়, এজন্য তিনি সহজেই কুরঙ্গিনীতে নিতান্ত মগ্ন হইলেন, কিন্তু কুরঙ্গিনী যে কিরূপ কাল সর্পিনী তাহা জানেন না। তিনি ব্যভিচারিণী কামিনীকে মুক্তিপ্রদায়িণী জ্ঞান করিলেন। আহার, নিদ্রা, প্রায় পরিত্যাগ করিলেন। সোদর পূর্ণ না করিলে নয় এজন্য যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন। স্বল্প নিদ্রা যাইতেন। নিদ্রাবস্থায় চমকিত হইতেন এবং নিদ্রাবস্থায়ই কুরঙ্গিনীর মুখসৌদামিনী নিরীক্ষণ করিতেন—কপোল চুম্বন করিতে যাইতেন এবং সহসা উঠিয়া আলিঙ্গণ করণে উদ্যত হইতেন। অমনি ভূতলে পড়িতেন। নব রসিক রসিকার মধ্যে উত্তরোত্তর প্রেম-বারি বাড়িতে লাগিল এবং প্রেম-সিন্ধু উথলিল। এই রূপে কিয়ৎ কাল গত হইল, ইতিমধ্যে একদা কুরঙ্গিনী প্রিয় কান্ত নলিনীকান্ত ও সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে বায়ু সেবনার্থ উপবনে গমন করিলেন। এই সময়ে ঋতুরাজ বসন্ত, পারিষদগণ সঙ্গে করিয়া উপবনে আসিয়াছিলেন তাহাতে প্রজাসমূহ রাজ সন্দর্শনে পুলোকে পূর্ণিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক আনন্দময় হইয়াছিল—সুশীতল অনিল বহিতে ছিল—তরুসমূহ পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তানন্তর অনিল সেবনে প্রফুল্লিত অন্তরে হেলায়মান হইয়া

কৌতুকে তরুণীগণকে আলিঙ্গণ করিতে ছিল, সেই আলিঙ্গণে তরুণীগণ গর্ব্ভধারিণী হইল এবং সময়ে সময়ে কোমল, বিমল ও মাধুরিযুক্ত তনয় তনয়া প্রসব করিল। তনয়াগণ এরূপ লাবণ্যবতী হইল যে নায়ক নায়িকাগণ তাহাদি-গকে বিলোকনে চিত্তবৃত্তি পরিতোষ করিতে লাগিলেন। অন্য স্থলে সরোবরে কমলিনী নাম্নী এক তরুণী রসরঙ্গে নৃত্য করিতেছিল এবং মক-রন্দ আনন্দ-রস পানে আপ্যায়িত হইয়া তাহার কপোলদেশের মধু পান করিতে লাগিল— মদিরা পানে মনুষ্য যেরূপ অচেতন হয়, প্রমত্ত হয়, মধু পানে ভ্রমর অবিকল হইল, এবং বিহ্বলে গুণ গুণ স্বরে গাণ করিতে লাগিল। ভ্রমরের রঙ্গ দেখিয়া কলহংস নিবৃত হইয়া থাকিতে পারিল না, এবং প্রেয়সীকে লইয়া জলধ্যুপরি ক্রীড়া করিতে লাগিল। একটী কোকিল বৃক্ষো-পরি বসিয়া ভ্রমর ও কলহংসের রঙ্গ দেখিতে ছিল, এমত সময়ে মদন তদীয় গাত্রে পুষ্পবাণ নিক্ষেপের দ্বারা জর্জ্জরিত করিল। তাহাতে কোকিল যাতনায় অস্থির হইয়া সুস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। কুরঙ্গিনী ইত্যবসরে উপবনে উপনীতা হইলেন। কুরঙ্গিনী উপবনে উপ-নীতা হইলে সহচরীগণ আস্তেব্যস্তে তরুণী

তনয় ও তনয়ানিকরকে তরুণী হইতে কুর-ঙ্গিনীকে প্রদান করিল। "আহা কি কোমল! কি মনোহর!" মৃদু স্বরে এবম্প্রকার উচ্চারণ করিয়া কুরঙ্গিনী অমনি অতি যত্নপূর্ব্বক কতক-গুলিকে হৃদয়ে রাখিলেন—কতকগুলি মস্তক বিভূষিত করিল—কতকগুলি কর্ণকুণ্ডলের স্বরূপ হইয়া কর্ণে রহিল। কুরঙ্গিনী এবম্প্রকারে অঙ্গ শোভন করিতেছেন,—দেখিলেন নলিনীকান্ত কিছুতেই মনোনিবেশ করিতেছেন না। তাঁহার বদনেন্দু যেন সর্ব্বগ্রাসী হইয়াছে এবং তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র জ্যোতিরূপ বাক্য নিঃসৃত হইতেছে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

কুমারের উদ্বেগ—কুরঙ্গিনী কুহক-বচনে তাঁহাকে ভুলান।

তিনি এই অবস্থায় আছেন, ইত্যবসরে কুর-ঙ্গিনী তদীয় সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন। কুরঙ্গি-নীকে নয়ন কটাক্ষে বিলোকন করিয়া নলিন-কান্ত ত্রস্ত হইলেন এবং কমনীয় সম্ভাষণে তাঁহাকে নিজ পার্শ্বে বসাইলেন। পরক্ষণে তাঁহার স্থির

চিত্ত-নীর চঞ্চল হইল এবং তিনি ভাবাপন্ন হইয়া মনোমধ্যে কল্পনা করিতে লাগিলেন ;—"আমি জ্ঞাতি, বন্ধু, পরিজনাদি পরিত্যাগ করিয়া কোথায়, কাহার নিকটে রহিয়াছি! এ কন্যা কে? কোন্ জাতি? এ কাহার পুত্রি? রমণী, একাকিনী কি নিমিত্ত নিকুঞ্জবাসিনী হইয়াছে? আমিই বা কি অজ্ঞানী, স্বচ্ছন্দে, নিরুদ্বেগ চিত্তে ইহার সহবাসে কালহরণ করিতেছি! আমার জনক জননী কোথায়! রমণী কোথায়! বন্ধু, পরিজনাদি কোথায়! অহো! আমার সে বেশ নাই! কই আমার পারিষদগণ! ধনুর্ব্বাণ কই! তুরঙ্গ কোথায়! কুরঙ্গ কি পলায়ন করিল! আমি কোথা রাজ্য শাসন করিব না নির্জ্জন উপবনবাসী হইলাম! একি আশ্চর্য্য! একি বিধিবিড়ম্বনা! আমি কাহার কোপানলে পড়িলাম যে এরূপ যন্ত্রণা সহিতে হইতেছে! হে বিশ্বপতে! হে বিঘ্নবিনাশক! কোন্ অপরাধের জন্য আমাকে নির্ব্বিঘ্ন দিতেছেন!" নৃপনন্দনের ঈদৃশী অলৌকিক্ ভাবনা অবলোকনে কুরঙ্গিণী বিপন্ন, বিষণ্ণ, মনে সকাতর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"নাথ! আজি কি কারণে চিন্তাকুল হইয়াছ? বদনসুধাকর নিরস হইয়াছে! আহা! নয়ন হইতে

বারিধারা পতিত হইতেছে। দেহ শীর্ণ হই-য়াছে! দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতেছে! প্রাণবল্লভ! এ অভাগিনী কি অপরাধিনী হইয়াছে, যে জন্য ইহার উপরে রোষ করিয়াছ?——

"কি দোষের দোষী করি' করিয়াছ রোষ,
অভাগিনী কুরঙ্গিণী কি করি'ছে দোষ?
তব দুঃখ নিরখিয়া পশু, পক্ষী কাঁদে,
দুখিনীকে কেন ফেল অসুখের ফাঁদে!
অভয় দানেতে কর ভয় বিমোচন,
সেচনে অনল-শীখা কর নিবারণ;
নহিলে এক্ষণে প্রীয় সম্মুখে দেখিবে,
তব প্রিয়তমা তব বিষাদে মরিবে।"

ব্যভিচারিণী কামিনীগণের বশীকরণবাক্যের অভাব নাই; কুরঙ্গিণী ঈদৃশী নানা বিলাপ-সুচক বাক্য কহিলে নৃপনন্দনের পূর্ব্ব ভাবের অভাব হইল, তিনি প্রেম-ফাঁসে পুনঃ জড়িভূত হইলেন। কামিনী তাঁহাকে অপরিমিত প্রেম-পীযুষ পান করাইলেন; কুমার শোক-সিন্ধু হইতে প্রেম-সিন্ধুতে ভাসমান হইলেন। এক্ষণে শোকাশ্রু বিনিময়ে তাঁহার আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি কুরঙ্গিণীকে দৃঢ় আলিঙ্গণ করণে প্রস্তুত হইলেন; সচতুরা রমণী অমনি উপায় পাইয়া তাঁহার ইতিপূর্ব্বের আন্তরিক ভাব

বিভাব করিতে ছলতৎপরা হইলেন এবং তাঁহার মন হরণ করণার্থ পশ্চাৎরূপ উক্তি করিলেন,—

"সংসার নামেতে এক আছে মহা জাল,
ত্রিভুবনের মধ্যে সে হয় মহাকাল।
বাল, বৃদ্ধ, আদি সবে' মুগ্ধ হয়ে পড়ে,
করাল রজ্জুতে তাহে বদ্ধ হয়ে মরে।
তাহা হ'তে দেখি না যে কাহার নিস্তার,
মোহ নামে দস্যু এক বলে মার মার!
আজি আছে, কাল নাই, "কালে" টানি' লয়,
তরিবার তরে গেলে না পায় উপায়।
আজি রাজা, কাল কিন্তু শ্মশান শয্যাতে,
আজি জন্মে, আজি মরে দেখিতে দেখিতে।
আজি পুত্র, পিতা আছে, কি সম্বন্ধ কাল?
কালের জালেতে পড়ি' দেখে পরকাল।
অতএব তাহে পদ না দেয় যে জন,
সে জনে সুজন বলি, সেই তো সুজন।"

নৃপতিতনয় এই উক্তিটী সার ভাবিলেন, কিন্তু তথাপি অসার বর্ত্মে চলিলেন। তাঁহার অন্তরে অসাধারণ ভাবোদয় হইল;—"এই অসার সংসারে প্রত্যুত কাহার সঙ্গে সম্পর্ক নাই, অতএব যে প্রকারে সুখে থাকা যায় তাহাই চেষ্টা করা বিধেয়। আমি রাজ্যে যাইয়া কি সুখ পাইব, কল্য যখন কাল আসিয়া রজ্জুর দ্বারায় হস্ত বন্ধন করিবে, শমন ভবনে লইয়া যাইবে, তখন আমার রাজ্য কোথায় থাকিবে, কিয়ৎ পরে কে

আমাকে ভাবিবে! অতএব যাহার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ নাই, যাহার সদনে কেবল বিড়ম্বনা পাইব, তাহাকে পরিহার করিয়া অন্যত্রে কথঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দে থাকা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাজ্যের ভার—পরিবারের ভার—তাঁহাদিগের জন্য অনর্থ যত্ন-করণ—বিলাপকরণ—অতএব রাজ্যে যাইবার কি প্রয়োজন? আমি এস্থলে বঞ্চিব, প্রেম-পিযুষ পান করিব, স্বচ্ছন্দে মরিব,—রাজ্যে যাইব না!”

নলিনীকান্ত এরূপ সার সিদ্ধান্ত করিয়া কুরঙ্গিণীকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

প্রেম দ্বারে দিয়া খিল কুরঙ্গ-নয়নী,
দৃঢ় করি' বান্ধি রাখে' কুমারে অমনি।

চতুর্থ অধ্যায়।

কুরঙ্গিণীর নিকেতনে গন্ধর্ব্ব কন্যাগণের
আগমন—আমোদ প্রমোদ।

রাজকুমার কিয়ৎ কাল প্রেম-সুধা পান করেন ইতিমধ্যে সুলোচনা এক দিন কত শত ভ্রূভঙ্গী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সহাস্য বদনে কুরঙ্গিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “কুরঙ্গণে! এই সুখময় বসন্ত কালে অলিকুল কোমল ফুলে পরিভ্রমণ করিতেছে,

কমলিনীর অঙ্গ-সরোবর মধ্যে সন্তরণ দিতেছে, অন্তর শীতলকারক প্রেমাস্পদ মলয়ানিল কাম-তরঙ্গ হিল্লোলে উদ্দীপন করিতেছে, আহা মরি চতুর্দ্দিক কি শোভমান্! এ কি আমোদের সময়! কিন্তু এমত সময়ে তোমার রম্য নিকুঞ্জ দেখিতে কেহই আইসে না। কুরঙ্গণে! এই সময়ে তোমার ভগিনীগণকে আদরে নিমন্ত্রণ কর, আদরে তাঁহাদিগকে ভোজন করাও। তাঁহারা অনেক কাল তোমাকে দেখেন নাই, তুমিও তাঁহাদিগকে এক বার তত্ত্ব কর নাই, অতএব তাঁহারা ব্যাকুলা থাকিতে পারেন।” কুরঙ্গিণী তৎশ্রবণে সাতিশয় বিমনা হইয়া মধুর সকরুণ স্বরে উত্তর দান করিলেন, “সখি সুলোচনে! তোমার স্নেহময় বাণী শুনিয়া আমার নয়ন চঞ্চল হইল, হৃদয় চমকিত হইল। সখি! তাহাই হইবে, আগত রবিবারে আমি ভগিনী-দিগকে একান্ত দেখিব। আজি তুমি তাঁহাদিগের নিকটে যাও, তাঁহাদিগকে সম্ভ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।” “যে আজ্ঞা” বলিয়া সুলোচনা তৎক্ষণাৎ গমন করিল। কুরঙ্গিণী ভগিনী-গণের নিকেতন গিরীগহ্বরে ছিল, সুলোচনা তথায় উপনীতা হইল। ঐ কামিনীগণ চিত্ররথ নামক বিখ্যাত গন্ধর্ব্বের দুহিতা ছিলেন এবং

গীত বাদ্য গন্ধর্ব্বদিগের নির্দ্দিষ্ট সাধনীয় বলিয়া তাঁহারা তৎকালে প্রেম-পূর্ণ সংগীত করিতেছিলেন, সুলোচনা সম্মুখবর্ত্তিনী হইলে তাঁহারা তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং আগত কুশলবাদ প্রদান পুরঃসর জিজ্ঞাসিলেন, "সখি! আজি এখানে কি কারণে আসিলে?" সুলোচনা প্রতিবাক্য প্রদান করিল;—

"না হেরি' ভগিনীগণে সুশীলা কামিনী,
বিচ্ছেদ-আগুণে পোড়ে দিবস যামিনী।
পাঠা'লেন কুরঙ্গিণী তব নিকেতনে;
নিবেদন করি আমি সহিত যতনে;
কাদম্বিনী, সুরধনী, পদ্মিনী ভামিনী,
ভগিনীর পাশে যাবে যতেক ভগিনী।
আগত রবিবারে সবার গমন,
সখোদী সুলোচনার এই নিমন্ত্রণ।"

সুলোচনা নিমন্ত্রণ করিয়া স্বস্থানে আগতা হইল। অনন্তর কুরঙ্গিণী, ভগিনীদিগের আগমন উদ্দেশে গৃহ পরিচ্ছন্ন ও সুশোভন করিতে আজ্ঞা দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল, এবং কুরঙ্গিণীর স্বসৃগণ পুষ্পাদিযানারোহণে শূন্য মার্গ দিয়া ভগিনীর নিকেতনে সমাগতা হইলেন। কুরঙ্গিণী, ভগিনীগণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণানন্তর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাদিগকে যথা-বিহিত স্নেহ প্রকাশে ও সমাদরে অভ্যর্থনা

করিয়া বাটীর অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। অনন্তর কমলাকান্ত কমলিনীকে বিষাদিনী করিয়া তদীয় পার্শ্ব হইতে সংগোপনে পশ্চিমাচলে লুক্কায়িত হইলেন। এ দিকে কুমুদ-নাথ দিংমণ্ডল স্বচ্ছ প্রভাতে উজ্জ্বল করিয়া আবির্ভূত হইলেন এবং প্রণয়িণী কুমুদিনীকে গাঢ় আলিঙ্গনে বিমলা করিলেন। কুহকিনী যামিনী, মায়াপাশ ব্যপ্ত করিয়া খেচর, ভূচর, জলচরকে, অচেতন করিতে প্রবর্ত্তমানা হইল, কেবল নিশাচরকে চেতনবিহীন করিতে পারিল না। এই কালে কুরঙ্গিণী ভগিনীগণ ও নলিনীকান্ত সহ বাটীস্থ এক অত্যুত্তম, রমণীয় অট্টালিকায় গমন করিলেন। ঐ অট্টালিকায় বিরাম জন্য এক অভিরাম পুষ্পাসন প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তথায় কমনীয় গন্ধপুষ্প নির্ম্মিত এক চন্দ্রাতপও ছিল। কুরঙ্গিণী, তদীয় স্বস্থগণ এবং নলিনীকান্ত, সেই পুষ্পাসন পরিগ্রহণ করিলেন। কুরঙ্গিণীর সহচরীরা স্বর্ণ, রৌপ্য, পাত্রে বিবিধ প্রকার সুস্বাদ খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিল, কেহ কেহ ভৃঙ্গারে করিয়া হিমকরের করের ন্যায় স্বচ্ছ হিমকর বারি হস্তে করিয়া দণ্ডায়মানা রহিল, কেহ পুষ্পে শোভিত তালবৃন্ত আনিয়া বায়ু সঞ্চারণ করিতে লাগিল। কামিনীরা নলিনীকান্ত সহ

প্রীত চিত্তে ভক্ষ দ্রব্যাদি আহার করিলেন। ইতিমধ্যে এক সযোনী একটী সুরাপূর্ণ হিরন্ময় পাত্র আনিয়া উপস্থিত করিল, কুরঙ্গিণী সেই পাত্রটী গ্রহণ করিলেন এবং আদৌ নলিনী-কান্তকে কিঞ্চিৎ সুরা প্রদান করিয়া আমন্ত্রিত রমণীদিগকে আনুপূর্ব্বিক প্রদান পুরঃসর আপনি তাহার অবশিষ্ট ভক্ষণ করিলেন। আসব পানের ব্যবহার পূর্ব্বকালে আমারদিগের ভূপা-লবৃন্দের মধ্যে প্রচলিত ছিল না, অতএব নলি-নীকান্ত কামিনী প্রদত্ত আসব পাইয়া হতজ্ঞান হইয়া একেবারে স্তম্ভিভূত হইলেন;—"এ কি আশ্চর্য্য! এ কি ঘৃণাবহ ব্যাপার! মদ্যপান!" কিন্তু তাঁহার সে সাধুত্ব দীর্ঘকাল রহিল না, মন-হারিণী কামিনীগণ হাব ভাবে তাঁহাকে মোহিত ও বশীভূত করিল, কুরঙ্গিণী তাঁহাকে মাদক রস পান করিতে অনুরোধ করিলেন।—ইহার মধ্যে এক কামিনী তাঁহার গাত্রে যুগল নয়নবান এরূপ প্রবলরূপে নিক্ষেপ করিল যে তিনি মদ্য পানে যাতনা নিবারণে প্রবর্ত্ত হইলেন। নলি-নীকান্ত ইতিপূর্ব্বে স্বল্প বিমনা হইয়াছিলেন, সুরা পানে তাঁহার বিরক্তি দূরে গেল, তিনি প্রমদ্দাকরে পড়িয়া প্রমত্ত হইলেন। বিশেষতঃ তিনি কান্তার স্বস্থগণের রূপ-মনোহর নিরীক্ষণে

সাতিশয় বিহ্বল হইলেন এবং অন্তরে কল্পনা করিলেন ;—"আহা! আজি কি সুখময়ী ইন্দুকান্তি প্রকাশমানা হইয়াছে! আহা! এই কামিনীসমূহের কি অপৰূপ ৰূপ! ইহারা কি মোহিনী প্রভা ধারণ করিয়াছে!—কি দেব কন্যা, কি গন্ধর্ব্ব কন্যা, কি অপ্সরা, এতন্মধ্যে ইহারা কে কিছুই স্থির করিতে পারি না! আহা! ইহাদিগের আলিঙ্গন কি আনন্দপ্রদ!" কামিনীগণও স্বস্বকান্তের ৰূপে স্বল্প বিমোহিতা হয়েন নাই, তাঁহারা তাঁহার মাধুর্য্যতায় চমকীত হইলেন এবং অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এতন্মধ্যে কাদম্বিনী নাম্নী রমণী প্রেমানন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না এবং কুরঙ্গিণীকে সম্বোধন করিয়া স্বস্বকান্তের উদ্দেশে পশ্চাৎৰূপ গান করিলেন ;—

[রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—আড়াঠেকা।]

গীত।

"কিবা অপরূপ শোভা হেরি লো নয়নে ধনি!
রতিপতি জিনে রূপ আমরি মরি সযোনি!
গগণ ত্যজিয়া শশী,
পড়িল ভূতলে খসি,
আইল সুখের নিশি,
প্রকাশিল কুমুদিনী।

যুবতী বিরহী--গণে,
রঙ্গে আনন্দিত মনে,
নায়কের আলিঙ্গনে,
হয়ে প্রেমবিলাষিনী।"

কোকিল সংগীত করে,
কুহু, কুহু, কুহু, স্বরে,
বিনোদে অলি গুঞ্জরে,
অবিশ্রান্ত বিনোদিনী!"

তান, লয়, বিশুদ্ধ এই গানটী শ্রবণে তাবৎ অঙ্গনা পুলকপূর্ণা হইয়া হর্ষ ধ্বনী প্রকটন করিলেন এবং উন্মাদিনী হইয়া নর্ত্তন করিতে লাগিলেন! নলিনীকান্ত তাঁহাদিগের কৌতুক দেখিয়া নিবৃত্তে অবস্থান করিতে পারিলেন না এবং সুরাপানোন্মত্ত প্রযুক্ত তাঁহাদিগের সহিত নর্ত্তনারম্ভ করিলেন। পানমগ্ন হইলে কি ইন্দ্রিয় বশে থাকে? না জ্ঞান-চক্ষু সতেজ ও বিমল থাকে? নলিনীকান্ত অজ্ঞানে আবৃত হইলেন, ইন্দ্রিয়-দোষে অভিভূত হইলেন,—রমণিপ্স্নু হইয়া অঙ্গনাগণের কুচ যুগলে হস্তার্পণ করিয়া কামলীলা সাধনে উদ্যম করিলেন। অঙ্গনারা রসিকের পরিহাস দেখিয়া রঙ্গরসে পরস্পরে একেবারে ঢলিয়া পড়িলেন—কেহ কেহ রসিকের গালে দুই একটী কোমল সুখচুম্বন করিলেন—নলিনীকান্ত নবীন রসিকাগণকে সে সকল চুম্বন প্রতি-

দান করিলেন। সে রাত্রিতে আর আর কত শত রঙ্গ, কত শত কামকেলী, হইল কে বর্ণিতে পারেন ;—ঐ দেখ, প্রেয়সীর প্রতি নিদয় হইয়া শশী পশ্চিমাচলে পলায়ন করিতেছেন !—দেখিতেছ, পুর্ব্বাচল হইতে তরুণ অরুণ আসিতেছেন ! নিশি বিয়োগে, শশীবিরহে, তিগ্মাংশু আসিয়া তীক্ষ্ন অংশু বিতরণে অভিনব দিনারম্ভ করিলে গন্ধর্ব্ব কন্যাগণ ভগিনী কুরঙ্গিণীর নিকটে বিদায় লইয়া স্বস্ব ভবনে গমন করিলেন।——"ও রাজকুমার ! ও নাথ ! কোথায় যাও ! তুমি পাগল হ'লে নাকি !" মহিলারা গমন করিলে নলিনীকান্ত তাঁহাদিগের অনুগমন করিলে ; কুরঙ্গিণী ইত্যাদি তাঁহাকে অনেক যত্নে ক্ষান্ত করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

নলিনীকান্ত আত্মীয় বিরহে পরিতাপিত হয়েন ;—
এক সাহসিক পলায়নের উদ্যম এবং
তাহাতে বাধা প্রাপ্তি।

নলিনীকান্ত সেই অবধি সাত্ত্বিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলক্ষণ মদ্যপায়ী হইয়া উঠিলেন এবং কুরঙ্গিণীর সঙ্গে কিয়ৎকাল রস-সম্ভোগে

সময় যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কালান্তে তাঁহার সে ভাব অকস্মাৎ লুপ্ত হইল এবং গৃহ, পরিজন, পিতৃ, মাতৃর বিষয় তাঁহার স্মরণমার্গে আরূঢ় হইল, তিনি তাঁহাদিগের বিরহ শোকে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, তাঁহার সুবর্ণ-সম সুবর্ণ ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে লাগিল এবং তিনি শ্রীভ্রষ্ট হইলেন। নলিনীকান্ত আর সে প্রকার শ্রীমন্ত রহিলেন না, তিনি বন্ধু বিচ্ছেদে বিকলে জড়িভূত হইলেন এবং বিলাস, পরিহাস, নিদ্রাদি, পরিবর্জ্জন করিলেন। কুরঙ্গিণী তাঁহার বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় অনুতা-পিনী হইলেন এবং তাঁহাকে ভাবান্তর করিবার প্রত্যাশায় বহুল বিলাপ ও কাতরোক্তি করি-লেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্ত হইল না, তিনি উত্তরোত্তর আরো চিন্তাকুল, শোকা-কুল হইলেন। কুরঙ্গিণী তাঁহাকে বিস্তর বুঝা-ইলেন এবং বিধিমতে শান্ত্বনা করিতে লাগি-লেন, কিন্তু সর্ব্বৈব বিফল হইল। কি নিশা, কি দিবা, কুমার সর্ব্ব কালেই শোক-বিহ্বল ; কোন কালেই তিনি শান্ত-অন্তর হইলেন না। কুরঙ্গিণীও এমত মাধুর্য্যযুক্ত বল্লভ বিচ্ছেদে সাতিশয় ভাবাপন্না হইয়া দিন যামিনী ভাবনা করিতে লাগিলেন এবং রাজ্য সম্পত্তির লোভ

প্রদর্শন করিয়া তাঁহার মন হরণ করণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অবশেষে তাহাও বিধ্বংস হইল। একদা নিশিযোগে নলিনীকান্ত একান্ত মনে ভাবিতেছেন, কুরঙ্গিণী তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন, তিনি প্রাণকান্তকে নিদ্রাহীন ও চিন্তান্বিত প্রত্যক্ষণে সাতিশয় কাতরা হইয়া তাঁহাকে পুনঃ সান্ত্বনা করিতে ও গার্হ বিষয় বিস্মরণ করাইতে যত্ন পাইলেন এবং সুমিষ্ট সকরুণ স্বরে এই খেদোক্তি করিলেন;—

[রাগিণী—বাগেশ্বরী। তাল—আড়াঠেকা।]

গীত।

"দুঃখিনীর প্রতি কেন হলে নিদারুণ
কিসের লাগিয়া এত মনে উচাটন
রাহু গ্রাসে সুধাকর,
চারিদিকে অন্ধকার,
মেদিনীতে হাহাকার,
ভয়ঙ্কর প্রাণধন !
তব মলিনে মলিনা,
কুরঙ্গিণী কুলাঙ্গনা,
তোমার করুণা বিনা,
বাঁচিবনা কদাচন !"

নিশান্তে রাগিণী সমেত মধুবৎ সুস্বরে এই সংগীতটী শ্রবণে নলিনীকান্ত কিঞ্চিৎ করুণার্দ্র হইলেন এবং আপন নাশসাধিনী কুরঙ্গিণীকে

শান্ত বচনে শান্ত করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে তিনি আপনি শান্ত রহিলেন না এবং সে স্থল হইতে পরিত্রাণান্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পলায়নের উপায় করেন; কুরঙ্গিণী তাঁহার প্রতিবন্ধকিনী হয়েন এবং তাঁহাকে অবরোধ করিতে নানা যুক্তি করেন। নলিনীকান্ত তাঁহার নিকটে বারম্বার বিদায় প্রার্থনা করিলেন; কুরঙ্গিণী বারম্বার অসম্মতা হইলেন এবং তাঁহাকে রাখিতে নানা আকিঞ্চন ও অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মনের কি চঞ্চলা গতি; নলিনীকান্ত একেবারে সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিলেন। এই প্রকারে কিয়ৎ কাল গত হয়, ইতিমধ্যে এক দিন নলিনীকান্ত একান্ত পলায়ন করণে প্রতিজ্ঞা করিলেন। দিবাবসান হইল—ইন্দুকান্তা প্রকাশিল—সকলে আহার করণানন্তরে শয়ন করিলেন—সকলে নিদ্রিত হইলেন—নলিনীকান্তের নিদ্রা নাই, তিনি কেবল পলায়নের পন্থা অন্বেষণ করিতেছেন।

পরন্তু কুরঙ্গিণীর নিকুঞ্জ হইতে পলায়ন সহজ ব্যাপার নয়, ইহাতে বহুল সাহস অসামান্য সতর্কতা ও অসীম বুদ্ধি প্রয়োজনীয়। উপবন, নলিনীকান্তের পক্ষে প্রকৃত কারাগারের স্বরূপ ছিল, অট্টালিকার বহির্দ্বারে যম-কিঙ্করের ন্যায়

চারি জন ভীষণাকার নপুংসক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা সতত দ্বার রক্ষা করিত। আমরা অগ্রিম কহিয়াছি, যে উপবনে স্ত্রী বিনা একটীও পুরুষ ছিল না। কিন্তু দ্বার রক্ষা পুরুষ ব্যতীত হইতে পারে না, যোষাগণ স্বাভাবিক সাহসরহিতা, ক্ষীণান্তঃকরণা ও শক্তিহীনা প্রযুক্ত এবম্প্রকার কার্য্যে সমগ্ররূপে অনুপযোগ্যা ;—নপুংসকেরা এবম্প্রকার ব্যাপারে পুরুষাপেক্ষা নিতান্ত অনুপযুক্ত সিদ্ধান্ত হয় না, একারণেই কুরঙ্গিণী তাহাদিগকে দৌবারিক-পদে নিযোজিত করিয়া ছিলেন। অতএব অপ্রতিরোধে অট্টালিকা হইতে নিঃসরণ হওয়া নৃপতি-তনয়ের পক্ষে অজ্ঞাত বস্তু ছিল। বিশেষতঃ নলিনীকান্তকে অধিক রাত্রে বাটী হইতে নিঃসৃত হইতে নিবারণ কারণ কুরঙ্গিণী ঐ নপুংসক দ্বারপালদিগকে ইঙ্গিত করিয়া ছিলেন। নিকুঞ্জের প্রবেশ দ্বার দ্বয়ে অপর চারি চারি জন নপুংসক দৌবারিক ছিল এবং প্রত্যেক দ্বারে চারি চারিটা শার্দ্দুল-সম বৃহদাকার কুক্কুর থাকিত। প্রহরীরা ঐ কুক্কুরদিগের তত্ত্বাবধারণ করিত এবং তাহাদিগকে আহারীয় দিত। কোন অপরিচিত তাহাদিগের গ্রাস মধ্যে পড়িলে তাহারা তাহাকে দন্তাঘাতে নিশ্চয় খণ্ড খণ্ড করিত, এই

হেতু তাহাদিগকে দিবসে বহিষ্কৃত করা যাইত না। রাত্রিকাল তাহাদিগের বহিষ্করণের উপযুক্ত কাল বোধে তৎ কালে প্রহরীরা তাহাদিগকে পিঞ্জর হইতে আনিয়া নিকুঞ্জ দ্বার দ্বয়ে বাঁধিয়া রাখিত। কিন্তু এরূপ প্রতিরোধ হইতে এই সময় সুসময় করা নলিনীকান্তের দুষ্কর সাধনীয় হইয়াছিল। রাজপুত্র মনোমধ্যে নানারূপ আন্দোলন করিলেন তথাপি কোন-রূপে পলায়নের পন্থা পাইলেন না; নিশাযোগে প্রহরীগণের চক্ষু রোধ করতঃ ভাবী পরিত্রাণের পন্থায় পদার্পণ করা অতি অসম্ভব তিনি স্থির করিলেন। ফলতঃ তাঁহার শুভাদৃষ্টের শুভ মার্গ ক্রমে নিকটে আসিতেছে। ইত্যবসরে কুরঙ্গিণী সুখময় অনিল সম্ভোগার্থ নলিনীকান্তের সঙ্গে অট্টালিকার ছাতের উপরে উত্থিত হইলেন। যদিও সে সময়ে বসন্ত ঋতুর শেষে গ্রীষ্মের আগমন হইয়াছে তথাপি সেই কাল কুরঙ্গিণীর উপবনে এবং হিমালয় শৃঙ্গে বসন্তরূপে আনন্দ-শরীরী ছিল, অতএব এমন কাল নায়িকার সুখ সম্ভোগের কাল হইবে বিচিত্র কি! কুরঙ্গিণী নায়িকা, নায়কের সমভিব্যাহারে ছাতের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ বায়ু দ্বারা কলেবর লোমাঞ্চিত ও স্নিগ্ধ. পুরঃসর দিক্ সকলের মনোহর কান্তি, তরু সমু-

হের অপূর্ব্ব শ্রী, নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, পার্শ্বস্থ উপবনের সীমাবর্দ্ধক হিমালয়াচলের এক শৃঙ্গ এক্ষণে তাঁহাদিগের বাক্যালাপের প্রিয় বস্তু হইল।

"আহা! কি কমনীয় অথচ ভীষণ শোভা!" কুমার কুরঙ্গিণীর প্রতি কটাক্ষপাতে ইত্যাদি বাক্যাবলি মুখ হইতে বিনির্গত করিয়া কহিলেন।

"অবিকল—সন্দেহ কি!" কামিনী এবম্প্রকার উত্তর দিলেন।

"আহা সৃষ্টিকর্ত্তার কি সুন্দর কৌশল,—দেখ, প্রস্তর রাশীও কি শোভাকর—কি ভয়ঙ্কর!" নলিনীকান্ত পুনশ্চ অপর এই বাক্য প্রকটন করিলেন।

"এই লোকহীন ভয়ানক পর্ব্বত তাঁ'র কৌশল গুণে অন্ধকার রাত্রেও স্থানে স্থানে আলোক ধারণ করে। এই শৈলই মনুষ্যের নানা প্রকারে উপকারী।" কুরঙ্গিণী এরূপ প্রতিবচন প্রয়োগ করিলেন।

"প্রিয়তমে, সত্য বটে! প্রস্তর রাশীই মনুষ্যের ধনাকর। স্বর্ণ, তাম্র, লৌহ, প্রভৃতি ধাতু, ও হীরকাদি বহুমূল্য প্রস্তর, এই সামান্য প্রস্তর হইতে উদ্ভূত, তাহা মনুষ্যের কি না উপকার করে;—ধন বাড়ায়, জাঁকজমক বাড়ায়,

চাষাকে লাঙ্গল দেয়, রাজ আভরণের উপায় করে, বণিককে মুদ্রার পরিচয় দেয় এবং লোকের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে।” নলিনীকান্তের এই বিবেচক উত্তর হইল।

“নাথ! সেই মহোত্তম বিধির আশ্চর্য্য বুদ্ধি বলে আর বিপুল কৃপায় মানবের হিতের জন্য এই বিশাল পর্ব্বতও গুণাকীর্ণ হইয়াছে” ইত্যাদিতে কুরঙ্গিণী প্রতিবচন শেষ করিলেন।

অট্টালিকার অনতি পার্শ্বে একটা উচ্চতর, বিশাল শাল্মলি বৃক্ষ ছিল, তাহাতে অগণনীয় লোহিত-বর্ণ-বিশিষ্ট কুসুমচয় বিকসিত হইয়াছিল,—অকস্মাৎ দর্শনে অনুভব হইত চিত্রবিচিত্র বিহঙ্গমসমূহ বসিয়া আছে। সেই সৌহৃদ তরু নলিনীকান্তের মনোনিবেশাধীন হইল। ঐ বৃক্ষের একটা শাখা ছাতের উপরে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। নলিনীকান্ত তাহা হইতে দুইটী পুষ্প চয়ন করিয়া তাহাদিগের ও তাহাদিগের প্রসূতির গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

“কুরঙ্গিণি! এই কুসুমদ্বয়ের মনোহারিত্ব দেখিয়া নয়ন তৃপ্তি কর। দেখ, দেখ, ইহারা বৃক্ষটীকে কি মনোরঞ্জণী, মনোহারিণী করিয়াছে! প্রেয়সি! এই বৃক্ষ কিংশুকের ন্যায় কেবল পুষ্পের দ্বারায় শোভান্বিতা নয়, ইহাতে

তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে অনেক উপকার জন্মে।”

নলিনীকান্ত এই বলিয়া কুরঙ্গিণীর কর্ণ দ্বয়ে দুইটী পুষ্প সংযোজন করিয়া সআদরে কহিতে লাগিলেন ;——

“প্রিয়ে! এখন তোমাকে কি মনোজ্ঞা দেখাইতেছে! ওহে সুন্দরি! তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিবা অনির্ব্বচনীয় শ্রী আকর্ষণ করিয়াছে!”

“হাঁ মনোচোর! হাব-ভাবে তুমি কতই কহ, তোমার বাক্‌পাশে কে প্রবেশ ক’রতে পারে, তুমি সরলা অবলাগণের মন হরণ ক’রবার জন্য বুঝি এই সকল জাল সৃজন করিয়াছ। বলি এ বিদ্যা কা’র কাছে শি’খলে, কোন্ রসিকা শিখাল?”

“ভাল পরিচয়!—সিমন্তিনি! তোমার অপেক্ষা মনোহারিণী, চিত্তবিনোদিনী কে আছে? ঐ ভ্রূযুগল, যে কত শত শত জনকে বিহ্বল করিয়াছে কে বলিতে পারে ;——”

এই সময়ে সম্মুখীন গিরী পুনর্ব্বার রাজ-তনয়ের অন্তরাকর্ষণ করিলে নলিনীকান্ত উপস্থিত কথোপকথন পরিহার করিয়া পুনশ্চ তাহার শোভা বর্ণন করিতে লাগিলেন ;——

“প্রিয়ে! ঐ দেখ, আবার গিরীটী অম্বর-

রাজিতে আচ্ছন্ন হইবাতে কি রমণীয় হইয়াছে; বিচিত্র! বিচিত্র! বিচিত্র! ঐ স্থানেই অঙ্গনা-গণের—অপ্সরাগণের কামকেলীর যোগ্য স্থান, নির্জনে, অবাধে, রস-রঙ্গে বঞ্চিবার স্থান বটে, ঐ জন্যই তো পার্ব্বতীপতি, পার্ব্বতীর সঙ্গে, রস-রঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ক্রীড়া করিতেন, তোমার পিতা চিত্ররথও তো প্রেয়সীর সহিত ঐরূপ করিয়া থাকেন, এমন সুখধাম না হইলে কুবের কেন বল কৈলাশে নিলয় স্থাপন করিবেন। বিনোদিনি! ঐ স্থানটী কেমন প্রেমাস্পদ!”

“প্রাণনাথ! সত্য কহিলে, হৃদয় জুড়া’লে, আমি আর কি কহিব, তোমার মধুর বাক্য পোষকতা করি।”

“কুরঙ্গিণি! আমার নিতান্ত ইচ্ছা তোমার সঙ্গে ঐ থানে গিয়া চিত্ত বিনোদন করি। তোমার উপবন দিয়া ওখানে যাইবার কি কোন পথ নাই?”

“হাঁ হৃদয়বল্লভ! আছে, তোমার যদি একান্ত মনন হয় ঐখানে কালি যাওয়া যাইবে।”

কামিনী যৎকালে এই উত্তর করিতেছেন কুমার সেই সময়ে অস্থির নয়নে একবার পর্ব্বতে, একবার ছাতের উপরের শাল্মলি তরুর শাখাতে পূর্ণদৃষ্টি ক্ষেপণ করিতেছেন। আহা! সেই

সময়ে তাঁহার মনে কতই ভাব উদয় হইতেছে, কতই ভবিষ্য সুখ সেই ভাবের মধ্যে দিপ্তী প্রকাশ করিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। মনুষ্য কোন. দুরূহ কর্ম্ম সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কত উপায়ানুসন্ধান করে, কত কাল কত শত চেষ্টা-করে, তথাপি কৃতকার্য্য হইতে পারে না, কিন্তু তাহা অবশেষে সামান্য অগোচর বস্তু সমাধা করে। বিধাতার এইরূপ অপরূপ মহিমা;— তাঁহার অনুগ্রহে কখন কখন অচেতন পদার্থ সচেতন অপেক্ষা মঙ্গলসাধক হয়।

সে যাহা হউক, এই কালে তিগ্মাংশু মুদিত হইলে ইন্দুকান্তা নিকটবর্ত্তিনী হইল এবং কুর-ঙ্গিণী, কান্ত সহ ছাতে হইতে অবরোহণ করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চন্দ্রভীম রাজা।

এক্ষণে আমরা চন্দ্রভীম রাজার দুঃখের আখ্যায়িকা প্রকাশ করিব। চন্দ্রভীম এক্ষণে ষষ্টিবর্ষীয় হইয়াছেন এবং যদিও বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার চর্ম্ম স্বল্প লোলিত করিয়াছে, কেশ শুভ্র-বর্ণ করিয়াছে, তথাপি তাঁহার কলেবর তাদৃশী

জীর্ণ হয় নাই, প্রত্যুত তিনি পুষ্টাঙ্গ ছিলেন। তাঁহার ভাব-ভঙ্গীতে সারল্যের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাঁহার আকার-ইঙ্গিতে নির্দ্দোষিতা প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে গাম্ভীর্য্যতা বিরাজ করিতেছে। প্রায় মাসত্রয় তিনি পুত্র বিচ্ছেদে জর্জ্জরিত হইতেছেন এবং পরিতাপে তাঁহার দেহ ঈষৎ পরিক্ষীণ হইয়াছে। এই সময়ে তিনি রাজবাটীর শয়নাগারে এক পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া আছেন, পার্শ্বে মলিনবেশা, অসংলগ্ন-কেশা একটী মহিলা, গণ্ডদেশে হস্ত দিয়া রহিয়াছেন। ঐ মহিলা সম্প্রতি একচল্লীশ বৎসর বয়োধিকা হইয়াছেন, তথাপি আকার সম্বন্ধে অনুমান হয়, তাঁহার বয়ঃক্রম চতুস্ত্রিংশ বৎসরের অধিক নয়। তাঁহার কেশশ্রেণী সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ এক গাছও শ্বেত হয় নাই, একটীও দন্ত পতন হয় নাই, দন্তপংক্তি শঙ্খের সম ধবলবর্ণে শোভমান আছে। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি শীলতার আধার স্বরূপ। তাঁহার অবস্থান ও আকার-ইঙ্গিতের ভাব দ্বারা বোধ হইতেছে তিনি বিমনা, বিষণ্ণা হইয়াছেন। একটী কঞ্চুলিকা ও ঘাঘরা পরিয়া রাজ পার্শ্বে বসিয়া আছেন।

রাজমহিষীর দীর্ঘস্বরান্তর সংযুত দেববাচক

নাম দাক্ষায়ণী ছিল—পুত্র বিচ্ছেদে পরিতাপিতা হেতু কাতর মৃদু স্বরে স্বামীকে জিজ্ঞাসিলেন;——

"ভুপাল-রাজ দুত অন্য কিছু বলিল না?"

"না, সুদ্ধ এই মাত্র বলিয়া গেল।"

প্রিয় পাঠকবর্গ, ইহার মর্ম্ম অবধান কর। নলিনীকান্ত, রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া কুরঙ্গিণীর উপবনে আগমন করিলে চন্দ্রভীম রাজা তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানার্থ দেশে দেশে দূত পাঠাইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে এক দূত নলিনীকান্তের শ্বশুরালয় ভুপালরাজের ভবনে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, ভুপালরাজ দুহিতাকে অতিরেক স্নেহ করিতেন, জামাতার এরূপ দুর্ঘট শুনিয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ স্বয়ং এক দূতকে প্রেরণ করিয়া ছিলেন এবং ঐ দূত নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া তাঁহার উদ্দেশ না পাইয়া ভুপালরাজকে তদ্বিবরণ জ্ঞাত করিলে তিনি সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং পুনঃ অন্বেষণের জন্য আপন পুত্রকে পাঠাইয়া চন্দ্রভীমকে তাবৎ বিষয় জ্ঞাত করিলেন। রাজা অন্তঃপুরে মহিষীর নিকটে ঐ বিষয় কহিয়া ছিলেন। দাক্ষায়ণী বিশেষরূপে সমাচার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।

"মহারাজ! তবে বুঝি নলিনীকান্তকে "জন্মের

মত” বিসর্জন দিলাম। সেই শশী-বদন বুঝি আর দে’খব না!” দাক্ষায়ণী সকাতরে এই গুলি বলিতেছেন, নয়ন-জল বাহিনী হইয়া প্রবাহিতা হইতেছে।

“অভাগিনী চিন্তাকুলা, নিরাশা, হইও না, তোমার কুমার ঈশ্বরের অনুগ্রহে গৃহে আসিবে, আবার তুমি তাহাকে নয়নে দে’খবে, অন্তর শীতল ক’রবে, বক্ষ জুড়া’বে।” রাজা এবম্প্রকার প্রবোধ বচনে রাণীকে শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার নয়নবারি নিবারণ করিতে পারিলেন না, স্নেহ-বারি নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত পড়িতে লাগিল।

“বিধি! এ সম্পদ্, এ রাজ্য কে ভোগ করিবে! অপত্যহীনা প্রাণীর প্রাণ বৃথা, আমি এ প্রাণ আর রাখিব না;—হে বসুন্ধরে! বিদীর্ণা হও আমি তোমার আলিঙ্গন আশ্রয় করি!”

“বরাঙ্গনে! স্থির হও, এত উতলা হইও না! ঈশ্বরের কৃপা থাক’লে কি না হয়, মহা মহা দুর্ঘট হ’তে মুক্ত হওয়া যায়। পঞ্চ পাণ্ডবের দশা দেখ, তাঁহারা জতুগৃহে পুড়িয়া মরিয়াছেন সকলে স্থির করিয়া ছিলেন, সেই পাণ্ডবেরা জতু গৃহ হইতে মুক্ত হইয়া রাজ্য প্রাপ্ত হ’ন্।”

সপ্তম অধ্যায়।

নলিনীকান্ত ও কুরঙ্গিণীর বিশেষ বেশ ভূষা—শৈল বিহার—চৌর হইতে অপহৃত চারি জন ব্যক্তি কুরঙ্গিণীর নিকটে শরণাগত হন—তিন জনের প্রাণ দণ্ড।

পাঠকেরা সম্প্রতি নলিনীকান্ত এবং কুরঙ্গিণীর বিশেষ বেশ-ভূষা ও শৈল গমনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুণ। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি, নলিনীকান্ত ও কুরঙ্গিণী ছাতের উপর হইতে শৈলের বিচিত্র শোভা দেখিয়া পর দিন তথায় যাইতে স্থির করিয়া যামিনী নিকটগামিনী জানিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পরে আহার করিয়া নিদ্রার্থ খট্টোপরি শয়ন করিলেন! অনন্তর প্রভাত হইলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পুরঃসর ভোজনাদি সমাপন করিয়া ইতস্ততঃ কথোপকথনে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন;——

"কি বসনভূষণ প'রবে?" কুরঙ্গিণী নৃপনন্দনকে জিজ্ঞাসিলেন।

"কি বসন, ভূষণ, প'রবে?"—বৈশাখ মাস—গ্রীষ্মঋতু;—তরল বসন হলেই ভাল হয়।—"ভূষণ!" ভূষণে কায'কি,—রঙ্গিণি! তুমি ভূষণ পর, সোণার অঙ্গে চটক্ কর, আমার ভূষণ স্থানে শূ—ন"

"ভুষণ স্থানে শূ—ন" "শূন্য! সুন্দর ব্যঙ্গ বটে; ওহে নট! তোমার শ্রীঅঙ্গের কাছে এই কঁদর্য্যা কামিনী কি শোভা পায়। রাধাতে, কুব্জাতে কি তুলনা হয়।"

"না দময়ন্তীতে ব্যাধেতে হইয়া থাকে!" নৃপনন্দনের এই তুলনা উভয় লিঙ্গের তুলনা হেতু অধিক ন্যায্য হইবায় কুরঙ্গিণী লজ্জিতা হইলেন, কি উত্তর প্রকটন করিবেন স্থির করিতে পারেন না, অনন্তর কহিলেন;—

"বিটপ! ভাবুক্! তোমার চতুরালি অন্তরে রাখ—এখন যা' উচিত কর। আমার লম্পট চূড়ামণি! তোমার এক নব বেশ করিয়া দিই।"

"নব বেশ আবার কি, সে বেশ আবার কেমন? "বলি'হারি'যাই" তুমি কত গুণ জান;—"

"সে বেশ বেশ, সে বেশে তোমাকে রূপান্তর করি।"

"তা ক'রতে পার, তুমি যে বহুরূপা, তোমার ভেল্‌কীর অভাব কি,—জানি তুমি তো সকলি ক'রতে পার।"

"প্রাণেশ্বর! এখন ও সব নাগরালিতে কায' নাই—যা' বলি তা' শুন, এক অভিনব বেশে তোমাকে অপ্‌সরার মতন করিয়া দিই।"

ঐ মোহিনী, এ রূপ শিল্প-নৈপুণ্যা ছিলেন,

যে, নানা প্রকার অভিনব বেশ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। সৌচি কর্ম্মে তাঁহার চমৎকার পারিপট্য ছিল ; সময়ে সময়ে তিনি নব বেশ প্রস্তুত করিতেন, নব বেশ বিন্যাস করিতেন, ষড় ঋতুর পর্য্যয়ণ ক্রমে তিনি ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিতেন, নলিনীকান্তেরও নবীন নবীন বেশ করিয়া দিতেন। আপনি যে রূপ বেশ ধরিতেন নলিনীকান্তকে তদ্রূপ ধারণ করাইতেন। কখন মানবী হইতেন, কখন দানবী হইতেন, কখন দেবী হইতেন, কখন গন্ধর্ব্বী হইতেন, কখন অপ্সরা হইতেন, নলিনীকান্তকেও তদনুরূপ করিতেন।

তাঁহার বেশ-ভুষণের এক পৃথক গৃহ ছিল, তাহাতে শত শত প্রকার পরিচ্ছদ থাকিত, এক্ষণে তিনি উৎকৃষ্ট মলমলের দুইটী তরল চণ্ডাতক ও দুইটী কঞ্চুলিকা বহিষ্কৃত করিলেন। উহা নানা রত্নে শোভিত এবং স্বর্ণোপরি শিল্পকার্য্যে খচিত ছিল ; কুরঙ্গিণী সেই পরিচ্ছদসমূহ সুলোচনা সহচরীর হস্তে দিয়া কঙ্কতিকার দ্বারায় কেশ বিন্যাস করিতে লাগিলেন, নলিনীকান্ত তাঁহার অনুরোধে দীর্ঘ কেশ রক্ষণে বাধ্য হইয়া ছিলেন, পণ্যাঙ্গনা অতঃপর তাঁহার কেশ বিন্যাস আরম্ভ করিলেন,—ঈষৎ হাস্যে কহিলেন ;—

"তুমি যদি "মেয়ে মানুষ" হ'তে তা' হ'লে কত বেটা উন্মাদ হ'ত, "মরি, মরি," তোমার কি চিকন কেঁশ !"

"বা ! তুমি যে এ'কবা'র "ঢলে" প'ড়লে ! আহ্লাদের আর যে সীমা নাই।"

"না প'ড়ব কেন ? আহ্লাদের সীমা থা'ক্‌বে কেন ? তুমি ও চাঁদমুখ দেখদেখি, আপনার মুখ তো, তবু তুমি মূর্চ্ছা যা'বে।"

নলিনীকান্ত নয়ন ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন ;— "ইস্ ! ইস্ ! এত "ছেনালি," এই বয়েসে এত ঠমক, কি কথাই শুনালে !"

"তুমি যে অরসিক্, তুমি রসের কি ধারি, ধার, "চাষায় কি জানে মদের স্বাদ।"

কামিনীর এই রহস্য শুনিয়া নলিনীকান্ত আর স্থির হইতে পারিলেন না, ত্বরায় উঠিয়া কুরঙ্গিণীর গালে চুম্বনারম্ভ করিলেন, বুকে, বুকে, জিবে, জিবে, মুখে, মুখে ; যে কত "মজাই" হ'ল পাঠকগণ আভাষে অনুভব করুণ।

পরে কুরঙ্গিণী মনাক্ বিরাগিনী হইয়া কহিলেন ; "আঃ আঃ ও কি ? ক্ষান্ত হও, ছিছি, সহচরীগণ কি মনে ক'র্‌বে, তাহারা নিকটে।" এই বলিয়া নলিনীকান্তের আলিঙ্গন হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে গেলেন।

"এখন "পিছও" কেন, বড় যে অরসিক বল্'-ছিলে, এখন কা'র অরসিকের লক্ষণ?—"সহচরী-গণ কি মনে ক'রবে",—আহা! কি সতী-সাধ্যা ব'ল'ছেন, যা'ট "হয়েছে" ক্ষমাকর;——"

নলিনীকান্ত "সতী-সাধ্যা," শব্দ দ্বয়ে বিশেষ ভর দিয়া বলিয়া ছিলেন, ঐ শব্দ দ্বয় বার-বিলাসিনীর অন্তর ভেদ করিল, তিনি একেবারে নিরুত্তরা হইয়া ক্ষণ কাল স্থির ভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন, পরে ভগ্ন স্বরে ও ভগ্ন শব্দে "তোমা-য়া-য়া-য়ার কা-য়া-য়া-য়াছে হা'রিলাম।" উত্তর করিলেন।——

অনন্তর কঙ্কতিকা লইয়া তাঁহারা ছিন্ন ভিন্ন কেশ পুনশ্চ বিন্যাস করিতে লাগিলেন এবং পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাম্বুল ভক্ষণ করি-লেন।

নায়ক নায়িকারা বড় তাম্বুল প্রিয়, তাহাদি-গের রীতি এই যে তাহারা বেশ ভুষা করিয়া তাম্বুল ভক্ষণানন্তর কিয়ৎ ক্ষণ বিশ্রাম পূর্ব্বক বায়ু সম্ভোগ করে। অতএব নলিনীকান্ত ও কুর-ঙ্গিণী তালবৃন্ত লইয়া নিজ নিজ কলেবর ব্যজন দ্বারা শীতল করিতে লাগিলেন।

অতঃপর উভয়ে চণ্ডাতক ও কঞ্চুলিকা পরিয়া বাটী হইতে বিনির্গত হইলেন। নায়ক নায়িকার

বেশ কাহার সঙ্গে তুলনা করিব? অপ্সরাগণ অথবা আরব্য, বা পারস্য উপন্যাসের পরিগণ, কিম্বা মহম্মদের স্বর্গনিকাগণের মধ্যে কাহাদিগের রূপের সহিত ইহাঁদিগের রূপের তুলনা হইতে পারে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম হইলাম। ফলতঃ ইহাঁদিগের মাধূর্য্য স্বর্গনিকাদির কাহারও মাধূর্য্যাদির অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। নলিনীকান্ত পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ত্রীবৎ কোমল, মনোহর ছিল, ভ্রূভঙ্গি, অপিচ স্বর ও হাস্য পর্য্যন্ত স্ত্রীর ন্যায় দর্শন-মনোহর ছিল। তিনি যে পুরুষ তা' এখন অনুভব করা দুষ্কর হইয়া ছিল;—না, তিনি রমণীয় রমণী-সকলের জ্ঞান হইবে।

নলিনীকান্ত ও কুরঙ্গিণী ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া উপবনে উপনীত হইলেন। সুলোচনা প্রভৃতি সহচরীগণ তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাহাদিগেরও হস্তে ধনুর্ব্বাণ ছিল! ইহার তাৎপর্য্য এই, যে কুরঙ্গিণী মৃগয়া করিতে অভি-লাষিনী হইয়া ছিলেন এবং তজ্জন্যই ধনুর্ব্বাণে প্রস্তুত হওন।

তাঁহারা এবম্প্রকারে শৈলাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু শৈলে উঠিতে তাঁহাদিগের কষ্ট বোধ হইল। অত্যুচ্চ, প্রকাণ্ডাকার শৈলটী দেখিলে

মানবের প্রাণ সুখায়, তাহাতে উঠিতে হইলে শ্রমাতিশয় কর্ম্মণ্য।—কুরঙ্গিণী নলিনীকান্তের এক হস্তে ও সহচরী সুলোচনার অপর হস্তে ধরিয়া শনৈঃ শনৈঃ উঠিতে লাগিলেন। পর্ব্বতে উঠিতে মাতঙ্গীর মন্দ মন্দ গতির ন্যায় কুরঙ্গি-ণীর গতি হইল, তাহাতে নিতম্ব টল, টল, ঢল, ঢলে, অস্থির হইল; ঠমকে, ঠমকে, পদ নিক্ষে-পে সেই পণ্যাঙ্গনার অন্তর্ভাব প্রকাশ করিল।

কি রঙ্গিণী কুরঙ্গিণী ঠমকে চলিছে।
টল মল করে পাছা পলকে মোহিছে।
বেস লো, বেস লো বেস; চল লো, চল লো।
হেলিয়া দুলিয়া চলে ঢল লো, ঢল লো।
চল চল চল যৌবন ভরে,
টল, টল, টল, নয়ন করে।
কি নাচন কুরঙ্গিণী নাচিছে দুলিয়া!
কাঁপিয়া চঞ্চল কর ঘাঘরা তুলিয়া;
খাও লো প্রেমের মধু মানস পূরিয়া।

সেই ললনা, নলিনীকান্ত ও সুলোচনার হস্তা-কর্ষণ করিয়া এবম্প্রকারে গিরীর উপরে উঠিলেন। এখন বেলা অবসান হইতে কিয়দ্দণ্ড অপেক্ষা আছে। এবং তাঁহারা "হিমশৈল্যাগ্রে"——

"নানাবৃক্ষ সমাকীর্ণং ফলপুষ্পোপশোভিতম্।"

দেখিতে দেখিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন! গিরীর কিমাশ্চর্য্য শোভা! ইহা

মানবনিকরে পরিবর্জ্জিত হইয়াও বর্ণনাসাধ্য রূপাকর আকর্ষণ করিয়াছে। কত স্থলে শত শত রূপ নেত্রানন্দদায়ী পদার্থ তদুপরি শোভিতেছে। এখানে দেখ, কতকগুলি মাধবীলতা একটী সুখতরুকে আচ্ছাদন করিয়াছে। সুখ তরুরও পরম ভাগ্য বলিতে হয়, যে মাধবীলতা হইতে এমন সুখালিঙ্গন প্রাপ্ত হয়। ওখানে দেখ, কতকগুলি মল্লিকা হাস্য পরিহাস্য করিতেছে, অন্য স্থলে কিংশুকসমুহ অপরূপ মাধুর্য্য ধারণ করিয়াছে। স্থানান্তরে দেখ, কেতকীরাজি চতুর্দ্দিকে সৌগন্ধ লেপন করিতেছে। ঐ দেখ; হিরণ্য বর্ণের চম্পক কুসুম বৃক্ষেতে ঝুলিতেছে। মালি নাই যে তরুমূলে বারি সেচন করে—তরু, লতাদি রক্ষা করে—তাহাদিগকে যত্ন করে। কিন্তু এ তরুরা মালাকারের প্রতিক্ষা করে না, মালাকার বিরহেও ইহাদিগের সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। কুরঙ্গিণী ও নলিনীকান্ত বিবিধ প্রকার কুসুমদিগকে বহুবিধ প্রশংসা করিলেন, অনন্তর কিয়ৎ অন্তরে যাইয়া ফলবতী তরুণ তরুণীগণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই পর্ব্বতে নানা জাতি ফল বৃক্ষ ছিল। আম্র বৃক্ষ আম্র ভারে নত হইয়া ছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি আম্র পরিপক্ব হইয়া ছিল। নলিনীকান্ত একটী তরু হইতে দুইটী

আম্র পাড়িয়া আপনি একটী ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, অপরটী কুরঙ্গিণীকে দিলেন। কুরঙ্গিণী মধুরস, আম্ররস পান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে একটী সরসী ছিল, তাঁহারা তথায় গমন করিয়া মুখ প্রক্ষালন করতঃ শীতল নিষ্কলঙ্ক বারি পান করিলেন,—ক্ষণকাল তথায় বিশ্রাম করিলেন— নদীর বেগ দেখিতে লাগিলেন। নদীটীর জল "কাকের চক্ষুর মতন পরিষ্কার" ছিল এবং তাহা শ্রোতে মন্দ, মন্দ, বাহিত হইবাতে সাতিশয় সুন্দর দৃশ্য প্রকাশ হইয়াছিল। কতিপয় রাজহংস তাহাতে কেলী করিতে ছিল— তাহাও এক শোভার আধার—"সংখেপে" পক্ষী সকলের গানের অভাব ছিল না।

কিয়ৎ বিশ্রামান্তর নলিনীকান্ত ও কুরঙ্গিণী সখীগণ সহ শৈলোপরি পুনশ্চ সুখ ভ্রমণারম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর যা'ন—ক্রমশঃ যা'ন—যাইতে যাইতে, হঠাৎ এক স্থলে উপস্থিত হইলেন ;— ভয়ের বিষয় আর কিছুই নয় কেবল এক গভীর গহ্বর। নলিনীকান্তের "ভ্রূক্ষেপও" নাই, তিনি চলিতেছেন, ক্রমশই চলিতেছেন। কুরঙ্গিণী ভয়ে থর থর কম্পমানা ;—"চল ভাই অন্য দিকে, চল, হরীণ মারি গিয়া" তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে নলিনীকান্তকে এই বাক্যাবলি কহিলেন। নলিনী-

কান্ত তাঁহাকে কম্পমানা দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "প্রিয়ে! ভয় কি, ভয় কি, এত উচাটন কেন, কি কারণে কাঁপিতেছ?"

ঈষৎ হাস্যে (কিন্তু বাহ্যিক মাত্র, আন্তরিকে কি বিষম ভাব তা অনুভব করা দুষ্কর) পাপাচারিণী, কুরঙ্গিণী উত্তর দিলেন,—

"না হে ভয় আবার কি, কিঞ্চিৎ শীত হই-য়াছে এজন্য দেহ কাঁপিতেছে। সে কথায় কা'য নাই, বেলা অধিক নাই, চল ভাই মৃগয়া করিতে যাই—ঐ দিকে চল।" এই বলিয়া নলিনী-কান্তকে অন্য দিকে লইয়া গেলেন।

"ইহার কোন অপ্রকাশিত কারণ থা'কবে, বোধ হয় শীতের জন্য কম্পমানা নয়, তা' হ'লে অকস্মাৎ ও দিক হ'তে এ দিকে আ'সবে কেন আমাকে আ'নতে এত অনুরোধ কর'বে কেন।" নলিনীকান্তের মনে এই সংশয় জন্মিল। সে বিষয় এখন স্থগিত থাকুক, নলিনীকান্ত কুরঙ্গি-ণীর সঙ্গে অন্য দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল গমনের পর সম্মুখে একটা কুরঙ্গী দেখিলেন।

হরিণী নয়নপথারূঢ় হইলে নলিনীকান্ত ও কুর-ঙ্গিণী, উভয়েই ধনুকে জ্যা দিয়া, শর সংযোজন পূর্ব্বক তদুদ্দেশে শর নিক্ষেপের উপক্রম করি-

তেছেন, অকস্মাৎ নয়ন-গোচর হইল চারি জন মনুষ্য তূর্ণ বেগে তাঁহাদিগের অভিমুখে আসিতেছে,—

"চোর, চোর," বজ্রের ন্যায় শীঘ্র ও সতেজে কুরঙ্গিণীর মুখ হইতে এই বাক্য বহিষ্কৃত হইল। নলিনীকান্ত এই ব্যাপার দেখিয়া এবং শব্দ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ পতিত হইল। কিন্তু কুরঙ্গিণী এই ব্যাপারের বিলক্ষণ মর্ম্ম জানিতেন, অতএব তাহাদিগের উপরে বাণ প্রক্ষেপ না করিয়া স্থির চিত্তে দণ্ডায়মানা রহিলেন। ঐ চারি ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটে আসিল—

"চোর, চোর," কুরঙ্গিণী পুনশ্চ বাক্যদ্বয় প্রয়োগ করিলেন।

"কখন নয়।" ঐ চারি ব্যক্তি একেবারে ও এক স্বরে উত্তর দিলেক—

"তবে তোমরা কে?" কুরঙ্গিণী গর্ব্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—

"হে দেবি! অথবা গন্ধর্ব্বি, অথবা মানবি, আপনি ইহাঁদিগের মধ্যে যে সংজ্ঞা ধারণ করুণ, এই দুর্ভগা ব্যক্তিদিগের বিনীত কাতরোক্তিতে অনুকম্পা প্রকাশে অবধান করুণ। আমরা চোর নহি, বরঞ্চ চোরের দ্বারা অপহৃত হইয়াছি,

চোরে আমাদিগের বস্ত্রাদি তাবৎ অপহরণ করিয়া লইয়াছে। আমরা এই মহা শঙ্কটে পড়িয়াছি। আমরা এক্ষণে নিরাশ্রয়ী, বন্ধুহীন। আমরা আপনার স্মরণাগত হইলাম, কৃপা বিতরণে আমাদিগকে সম্প্রতি রক্ষা করুণ, আশ্রয় দানে নিরাশ্রয়ীদিগকে চিরবাধিত করুণ।" অতি মৃদু স্বরে তাহাদিগের মধ্যে এক প্রধান ব্যক্তি কহিলেন, কারণ আকার ইঙ্গিতে তাঁহাকে সদ্বংশ-জাত জ্ঞান হয়।

"তাবতই মিথ্যা, সত্যের বিন্দু মাত্র নাই। অচতুরা, সুশীলা স্ত্রীকে মিষ্ট কথায় ভুলা'বে এমন বিবেচনা করিও না। আমি মনুষ্যদিগের ধূর্ত্তমি ভাল জানি।" কুরঙ্গিণী উত্তর করিলেন।

কিন্তু তিনি ঐ ব্যক্তির রূপ দেখিয়া মোহিতা হইয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তির বয়ক্রম অনুভবে দ্বাবিংশতি বর্ষ হইবে। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লেশ মাত্র খুঁত নাই, কিবা রূপ যেন কাঞ্চণের প্রভা বাহির হইতেছে। কেশগুলি এমন পরিচ্ছন্ন যেন চিত্রকরে চিত্র করিয়াছে। মুখ খানিতে যেন সাক্ষাৎ শশী বিরাজ করিতেছেন। কিবা ভ্রূ দ্বয় যেন ইন্দ্র ধনুর আকার, এক স্থানেও বক্র নাই। নয়ন কুরঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ এবং চঞ্চল হইবাতে আরো শোভাকর হইয়াছে।

সে যে প্রকার হউক, কুরঙ্গিণী তাঁহাকে ঐরূপ উত্তর দিলে অপর এক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ বিরাগ প্রকাশে কহিল;—"আপনি আমাদিগের দুঃখে দুঃখিতা না হইয়া আমাদিগকে অপবাদ দিতেছেন এবং যুবরা—(দন্তে জিহ্বা কাটিয়া) এবং এই মহাশয়কে ধূর্ত্ত জ্ঞান করিতেছেন। কিন্তু জানিবেন ইনি সামান্য মনুষ্য নহেন এবং কটু বাক্যের যোগ্য নহেন।"

এই বচন শুনিয়া কুরঙ্গিণী রাগে মুখ ফিরাইলেন—ক্ষণ পরে কহিলেন, "তা বিবেচনা করা যাইবে এখন সকলে আমার সঙ্গে চল।"

কুরঙ্গিণী, নলিনীকান্ত, সুলোচনা, প্রভৃতি সহচরীগণ এবং ব্যক্তি চতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে পর্ব্বত হইতে উপবনে অবরোহণ করিলেন। উপবনে উত্তীর্ণ হইলে কুরঙ্গিণী প্রহরীদিগকে আহ্বান করিলেন—কহিলেন, "এই চারি জন দস্যু দস্যুবৃত্তি কর'তে আমাদিগের নিকটে বেগে আ'সতেছিল ইহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখ—(চুপি চুপি কর্ণাকর্ণি) ঐ ব্যক্তিকে উপরের এক ঘরে রাখ এবং ঐ তিন জনকে বন্ধুর বাটী—রাত্রে—রাত্রে ভুল না রাত্রে।"

"যে আজ্ঞা।" প্রহরীরা উত্তর করিল।

"রাত্রে—রাত্রে—ভুল না রাত্রে—" কুরঙ্গিণী চুপি চুপি, আস্তে আস্তে, কহিলেন——

"তার ত্রুটি হ'বে না" প্রহরীরা কহিল।

প্রহরীরা কুরঙ্গিণীর নির্দেশিত সম্পন্ন করিতে গেল—শৃঙ্খল আনিয়া চারি জনের হস্ত পদে দৃঢ়-রূপে সংলগ্ন করিল।

দিবাকর রক্তিমবর্ণ হইয়া অস্ত গিরীতে লুক্কায়িত হইলেন—রজনী নিকটাগতা—কুরঙ্গিণী ও নলিনীকান্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন—আহারাদির পরে শয়ন করিলেন।

পর দিন পূর্ব্বদিকে মরিচিমালী উদিত না হইতেই নলিনীকান্ত ও কুরঙ্গিণী শয্যা হইতে উঠিয়া নিত্যকৃত করণানন্তর আহার করিলেন।

আহারাদি সমাপনানন্তর কুরঙ্গিণী উপবনে গমন করিলেন—প্রহরীদিগকে সমীপে আহ্বান করিলেন—জিজ্ঞাসিলেন—"রাত্রের অন্ধ পেচক সকল——"

"পটল তুলিয়াছে"—প্রহরীরা উত্তর দিলেক।

[উচ্চৈশ্বরে হাস্য]

"আস্তে ২, এত চেঁচাইয়া নয়—সাবধান—" কুরঙ্গিণী হ্রস্ত স্বরে ও আরক্ত নয়নে কহিলেন—

"ক্ষমাকরুণ" বলিয়া প্রহরীরা ক্ষমা প্রার্থনা করিল——

কুরঙ্গিণী তাহাদিগকে পুরষ্কার দিয়া বিদায় করিলেন——

"সুলোচনা"——

"কি আজ্ঞা ঠাকুরাণি!" বলিয়া করদ্বয় সংলগ্ন করিয়া সুলোচনা সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিল——

কেমন ভালরূপে তো তত্ত্বাবধারণ করিয়াছ—(কর্ণাকর্ণি) উৎকণ্ঠা দেখিলে কি—আহারীয় সব প্রস্তুত?——

"করিয়াছি—উৎকণ্ঠিত সন্দেহ নাই,—তত্ত্বাবধারণের কোন ভুল হয় নাই।" সুলোচনা প্রত্যুত্তর করিল——

"যথেষ্ট, তুমি এখন আপনার কর্ম্ম কর গিয়া" এই বলিয়া কুরঙ্গিণী গৃহে গেলেন।

নলিনীকান্ত এতক্ষণ একাকী ছিলেন, প্রেয়সিকে পাইয়া রসরঙ্গের নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। মুখ চুম্বন প্রেম জ্বরের অনুপান হইল, পয়োধর মর্দ্দনে কুমার অনেক উপশম পাইলেন, পরে বক্ষস্থলে স্থান দানে অন্তর্জ্জালা নিবারণ করিলেন। এইরূপে সময় অতিপাত হইতে লাগিল, দিবাকর প্রায় দিপ্তীহীন হইলেন, এমত কালে কুরঙ্গিণী স্ববিনয়ে নলিনীকান্তকে কহিলেন,——

"প্রাণেশ্বর! আমার কনিষ্ট ভগিনী ভামিনীর ব্যাম হইয়াছে আমি এখন তাঁকে দে'খতে যা'ব, আজ্ বোধকরি এখানে আ'সতে পা'র্ব না, সেখানে আজি থা'কতে হ'বে, এজন্যে তোমাকে বলি, তুমি ভাই আজ এখানে এ'ক্লা থা'কবে, দেখ ভাই কিছু মনে ক'র না, বিপদ এ জন্যে তোমাকে এ'ক্লা ফেলিয়া যাই; তবু আমার মন এখানে র'বে, তোমাকে আশ্রয় ক'র্বে।——

"ভগ্নীর ব্যাম, অবশ্য দে'খতে যা'বে, কিন্তু যে ব'ললে "মন এখানে র'বে" তা'র সন্দেহ কি, ছায়া কখন সূর্য্য ছাড়া নয়; আচ্ছা ভাই, বিলম্বে কায নাই, এই সময়ে যাও" নলিনীকান্ত প্রত্যুত্তর করিলেন——

কুরঙ্গিণী তৎপরে বস্ত্রাগারে গেলেন এবং পূর্ব্ব বেশ ত্যাগ করিয়া এক নবীন বেশ পরিলেন। অনন্তর নলিনীকান্তের নিকটে পুনশ্চ আসিয়া বিদায় লইলেন। বহির্দ্বারে গিয়া "সুলোচনা" বলিবা মাত্র সুলোচনা উপস্থিতা হইল।

"সুলোচনা (কর্ণাকর্ণি) সাবধান—কুমারের গতিবিধি দেখিও—ও "পাতায় পাতায় বেড়ায়" পন্থা পাইলে রক্ষা আছে?"——

“ কিছু আজ্ঞা ক’র্‌তে হ’বে না, ঠাকুরাণি ! আমি সব বুঝিয়াছি—এই চাবী লউন—” বলিয়া সুলোচনা বিদায় হইল।

নলিনীকান্ত নির্জ্জনে আছেন—এই সময়ে তাঁহার মনে কতই চিন্তার আবির্ভাব হইতেছে—সকল চিন্তার অপেক্ষা এক ভয়াবহ চিন্তা তাঁহাকে আশ্রয় করিল এবং “ হত্যাই” সেই চিন্তা—“ হত্যা! নহিলে আমাকে একাকী ফেলিয়া গেল কেন—ইহার ভিতরে অবশ্য দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র আছে, আর ঐ মহিলার তো অসাধ্য কর্ম্ম নাই। এখন কি করি, আমি একা মাত্র কি করিতে পারি—বল পূর্ব্বক কি পলায়ন করিব ? না তা’ হইলে তো আপনার বিপদ আপনি আনিব—হত্যা না হইলেও হইতে পারে, অথবা আমার ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, ফলে, ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র ! ষড়যন্ত্র নিঃসন্দেহ—দেখি ইহার বৃত্তান্তটা কি ?—” কুমার এইরূপ চিন্তা করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। গৃহের সম্মুখে একটী বারাণ্ডা ছিল, তাহা দিয়া অনতি অন্তরের অপর এক গৃহে যাওয়া যায়। তিনি সেই দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, হঠাৎ সেই দিক হইতে শব্দ আসিতে লাগিল, তিনি নিঃস্তব্দে আস্তে, আস্তে, তথায় যাইতে লাগিলেন। এমন

মৃদু গতি, যে তাঁহার পা পড়িতেছে কি না অনুভব হয় না। তখন রাত্র প্রায় এক প্রহর, গগণমণ্ডল নক্ষত্ররাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু চন্দ্রে বিরহিত, কারণ অমাবস্যা তিথি। রাজপুত্র অল্পে, অল্পে, সেই গৃহের নিকটে উত্তীর্ণ হইলেন, দেখিলেন গৃহের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। তাহাতে প্রবেশ করিলেন; প্রবেশ করিবা মাত্র অভ্যন্তরস্থ অপর এক গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল।—“চোর, চোর,” নলিনীকান্ত অনুভব করিলেন—“দেখি-না কেন—” এই বলিয়া গৃহ দ্বারে গিয়া তথায় কর্ণার্পণ করিলেন—কি শুনিলেন?—এক কামিনীর কাতরোক্তি ও মিনতি, সে কামিনী কে এবং কাহার নিকটে কাতরোক্তি করিতেছে রাজনন্দন তাহার তত্ত্ব অবধারণ করিবার জন্য দ্বারের ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিলেন—কি দেখেন?—ঘরে একটী দীপ জলিতেছে, ভূমিতে এক খানি গালিচা পাতা আছে, ঘরের এক ভাগে এক খানি খট্টা আছে, তদুপরি ধবল বর্ণের উত্তম শয্যা রহিয়াছে, এবং তদুপরি এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন—ভুমিতলে এক কামিনী অশ্রুনয়নে করদ্বয় সংলগ্ন করিয়া খট্টোপরি ব্যক্তির নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, কখন কখন ভূমে লুণ্ঠিতা হইতেছে—কুরঙ্গিণীই সেই

কামিনী, কিন্তু কুরঙ্গিণী কি না যথার্থ ধার্য্য করিবার জন্য নলিনীকান্ত তদভিমুখে পূর্ণ দৃষ্টি ক্ষেপণ করিলেন—“না আমি এখন বাতুল হই নাই, আমার চক্ষেও ছানি পড়ে নাই—কুরঙ্গিণী—কুরঙ্গিণী—কুরঙ্গিণীই বটে—” রাজকুমার মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

কুরঙ্গিণীই সত্য; পাঠকবর্গ ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করুণ। কুরঙ্গিণী ভগিনী সন্দর্শনচ্ছলে নলিনীকান্তের নিকটে বিদায় লইয়া পূর্ব্বোক্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমরা কহিয়াছি খট্টার উপরে এক জন ব্যক্তি বসিয়াছিল, সেই ব্যক্তি আর কেহ নয় পূর্ব্ব ঘটনার চারি জন বন্দীদিগের মধ্যে ইনি এক জন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। কুরঙ্গিণী তাঁহার রূপ দর্শনে মোহিতা হইয়া তাঁহাকে ঐ গৃহে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন—এবং বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া ভূমিতলে পড়িয়া তাঁহাকে সম্প্রতি মিনতি করিতেছেন——

“হে মহাজন! অবলা জাতিরা স্বাভাবিক অন্তরক্ষীণা, তাহাদিগের বুদ্ধি অল্প, তাহারা আগামি বিবেচনা করিয়া কায’ করে না, অতএব আমি বিবেচনা না করিয়া আপনাকে কত কটুক্তি

করিয়াছি এবং বন্দীর মতন এখানে রাখিয়াছি। আমি মহোৎ কুলোদ্ভবা—হে মহান্! আশ্চর্য্য হইবেন না আমি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের কন্যা—মহোৎ লোকের কন্যা ও মহোৎ কুলে জন্ম বলিয়া পাছে লোকে অপবাদ দেয় এ জন্যে আপনাকে নির্জনে রাখিয়াছি—ধৈর্য্য ধরুণ—উষ্মা ত্যাগ করুণ—আমি আপনার প্রেমের বশীভূতা।” ইত্যাদি বলিয়া কুরঙ্গিণী কপটে রোদন করিতে লাগিলেন——

“হে সুন্দরি! আপনি গন্ধর্ব্বরাজের দুহিতা আমি জানিতাম না, হে শুভে! সামান্য মানবের নিকটে মিনতি কেন? বিলাপ ত্যাগ করুন—ধরা হ’তে উঠুন (হস্তে ধরিয়া উত্তোলন) কিন্তু হে বরাঙ্গণে! আপনি চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বের কন্যা, তবে আপনি একাকিনী এই উপবনে থাকেন কেন—আর স্মরণ হয়, গত দিবসে আপনার সঙ্গে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী ছিলেন, তিনি কে?——”

“হে মহাশয়! আমাকে এত মান্য ক’রতে হ’বে না, কেননা আমি আপনার নিতান্ত অধীনা; প্রেম সম্পর্কে আমি আপনাকে গুরু বলিয়া মানি, আপনার ঐ চন্দ্রমুখ আমার মন হরণ করিয়াছে—তা’ আশ্চর্য্য নয়, আপনার ঐ মুখ দে’খলে কে

না মোহিত হ'বে। হে প্রাণপ্রিয়! পিতা আমা-দিগকে এই উপবন দিয়াছেন—এখানে থা'কতে আমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন তবে তিনি কখন কখন এখানে আ'সেন—সেই কন্যাটী আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী—নাম নলিনীমণী।"—কুরঙ্গিণী সকপটে এই উত্তর করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

অনুমান।

সেই ব্যক্তিতে ও কুরঙ্গিণীতে এইরূপ কথোপ কথন হইতেছে এবং নলিনীকান্ত দ্বারদেশে তাহা শুনিতেছেন, ইত্যবসরে তিন জনকে অলৌকিক চিন্তায় আচ্ছন্ন করিল——

"না তা'ই হ'বে—সেই মুখ—সেই রূপ—সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—অনুমানে সেই বয়ক্রম—আমার চক্ষের যদি না কোন দোষ ধরিয়া থাকে তবে আমার "অনুমান" অকর্ম্মণ্য নয়—কিন্তু এই যোষা তাঁহাকে আপনার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বলিয়া মানিতেছেন—"নাম নলিনীমণী"—প্রায় সেই নামের অবিকল—অহো! উপরের ওষ্ঠে ঈষৎ লোম শ্রেণী প্রকাশ হইয়াছে—না, না, স্ত্রী নয়—নিশ্চয় অনুমান হয় স্ত্রী নয়। কিন্তু এই রমণী কি ভুলাইল, আমার সমীপে মিথ্যা

কহিল—চাতুরি করিল, অথবা আমার নিতান্ত ভ্রান্তি জন্মিয়াছে !” ঐ ব্যক্তি মনোমধ্যে অভি-সন্ধি করিতে লাগিলেন——

“হাঁ, তা’ই বটে;—যে রূপ—যে মধুময় গম্ভীর কথা—যে শীলতা—তা’ না হ’বে কেন। বিশেষ পূর্ব্ব দিনে পর্ব্বতে এক জন পরিচয় দিবার জন্যে “যুবরা” বলিয়া হঠাৎ ত্রস্ত হ’ল এবং সে কথা ঢাকিয়া অন্য কথা ব্যবহার করিল!” কুর-ঙ্গিণী এ প্রকার ভাবিতে লাগিলেন——

“তা’ই তো বটে; কি আশ্চর্য্য যেন তাঁ’র আকার বিদ্যমান রহিয়াছে, যেন তাঁ’র মুখখানি বসাইয়া দিয়াছে, অহো! কথাগুলি পর্য্যন্ত তাঁ’র মতন। আমি হতজ্ঞান না হই তবে আমার নয়নে ইনি সে ব্যক্তি!” নলিনীকান্ত “অনুমান” করিতে লাগিলেন।

গৃহস্থ অপরিচিত ব্যক্তি কুরঙ্গিণী হইতে কপট নলিনীমণীর পরিচয় শ্রবণানন্তর পূর্ব্বোক্তরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন, কুরঙ্গিণীও পূর্ব্বোক্তরূপ চিন্তায় জড়ীভুতা হইয়াছিলেন, অতএব ক্ষণ-কাল কাহার বদন হইতে একটীও বাক্য বিনির্গত হয় নাই—গৃহাভ্যন্তরে সকলই নিস্তব্ধ; অনেক ক্ষণের পরে কুরঙ্গিণী সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিলেন;—“মহাশয়ের নাম—আপনি

কোন্ বংশ উজ্বল করিয়াছেন—চন্দ্রবংশ, কিম্বা সূর্য্যবংশ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমি জানি না।——”

“মনোরমে! আমার নাম হিমসাগর, আমি সৎ বংশে জন্মিয়াছি—চন্দ্র, সূর্য্যবংশে আমি সাহসে বলিতে পারি না—সুন্দরি! আমি আপনার নাম জানিতে চাহিলে বোধকরি আপনি লজ্জিতা হ'বেন না—ক্রোধ ক'রবেন না——”

“পিতা মাতা আদর করিয়া আমার নাম কুরঙ্গিণী রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি আমাকে মান্য করিয়া উত্তর দিবেন না, কারণ আমি প্রেমাস্পদা—আপনার প্রেমাস্পদা জানিবেন।” বলিতে, বলিতে তাঁহার নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল—

হিমসাগর কুরঙ্গিণীর প্রেম বিষয়ক বাক্যে এতক্ষণ মনোযোগ করেন নাই, তিনি স্বাভাবিক পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, প্রেমানুরাগ এখন পর্য্যন্ত তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাঁহার এক সাধ্যা স্ত্রী আছেন, তিনি তাঁহারই অনুগত, নয়নকটাক্ষে, কামভাবে, তিনি এখন পর্য্যন্ত কোন মহিলার প্রতি নেত্রার্পণ করেন নাই, তাঁহার পিতা ধর্ম্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে তাঁহাকে বিশেষ দিক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে মদনবান তাঁহাকে ক্ষতশরীর করিতে পারে নাই। কুরঙ্গিণী বারম্বার প্রেমসূচক বাক্য প্রয়োগ

করিলে তিনি তাহাতে অন্যমনা হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বাক্য অবশেষে তাঁহার মন মধ্যে আবদ্ধ হইল, তিনি তাহাতে তটস্থ হইলেন——

"এঁ তুমি কি উচ্চারণ করিলে—সাবধান—মান রাখিয়া কথা কহিও।" তিনি স্বল্প কঠিন বাক্য দ্বারা কুরঙ্গিণীকে ভৎর্ষণা করিলেন——

"হে প্রিয়! তোমার তিরস্কার পশ্চাতে রাখ! হে নাথ! আমি তোমা' বিনা কা'কেও জানি না, প্রেম কিরূপ আমি কখন জা'নতাম না, তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত আমাকে বিরহ জ্বালা ধরিয়াছে, এ জন্যে তোমার মুখ চুম্বন, তোমার আলিঙ্গণ বিনা আমি প্রাণে ম'রব।" এবম্প্রকার বচনে কুরঙ্গিণী হিমসাগরের মুখ চুম্বনে উদ্যতা হইলেন——

স্থির হও, স্থির হও, অন্তরে যাও, নহিলে তোমার বড় প্রমাদ ঘ'টবে—ব্যভিচারিণি! নির্লজ্জা! গন্ধর্ব্ব বংশে কলঙ্ক ক'রতেছ—যাও, যাও, ভাল চাও তো এ ঘর হ'তে বাহির হও, নতুবা——"

"নতুবা প্রমাদ ঘটা'বে, আমি তা' একবার মনেও করি না—ভ্রূক্ষেপও করি না—জান তুমি আমার বশে, আমি তোমার বশে নই—কিন্তু আবার ব'ল্'ছি আমি তোমা' বিনা অন্যকে

জানি না, আমাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া দোষ দিও না আজ পর্য্যন্ত আমি পর পুরুষের সঙ্গে সহবাস করি নাই—আমার বিবাহ হয় নাই—আমার শরীর অতি পবিত্র, অতএব সাবধানে কথা কহ নহিলে এখনি ভগ্নীকে ও সহচরীদিগকে ডাকিয়া আ'নব—আবার ব'লছি, সাবধান কটু কথা কহিও না।” কুরঙ্গিণী উত্তর করিলেন—

হিমসাগর কুরঙ্গিণীকে ব্যভিচারিণী প্রভৃতি যে অশ্লীল বাক্য বলিয়াছিলেন, কুরঙ্গিণী সাহসে কপট সতীত্ব প্রকাশ করিলে তিনি তজ্জন্য অন্তর্ভীত হইলেন, কিন্তু কুরঙ্গিণী, বাক্যানুযায়িক সাধ্যা কি না ত্বরায় বিশ্বাস করিলেন না—“কামিনীরা কত ছল জানে—ছলে কি না ক'রতে পারে” তিনি মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন, পরে কহিলেন—

“যা' ব'ললে তা' কি সত্য?”—

“তার এক চুলও মিথ্যা নয়” (ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়া) হে পরমেশ্বর! আমি সতী কি অসতী তুমিই জান, কিন্তু আমি বারম্বার এত অপমান সহিতে পারি না—যা'কে লজ্জা, মান, সকল সঁপিলাম সেই আবার অপবাদ দেয়—

সেই আবার ঘৃণা করে। বলিতে বলিতে কুর-ঙ্গিণীর কপটাশ্রু পড়িতে লাগিল——

হিমাসাগর একেবারে কথায় বলে "থ" হইয়া রহিলেন, কি করিবেন—কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া নিদর্শন পা'ন্ না, কিন্তু কুরঙ্গিণীর তীক্ষ্ণ বাক্য-বান তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং কুরঙ্গিণী যে সতী-সাধ্যা বিলক্ষণ স্থির করি-লেন। অনন্তর সংযোজিত হস্তে, মিনতি-প্রকাশে এবং নম্র স্বরে কহিলেন——

"হে অঙ্গনে! স্থির হও—বিষণ্ণা হইও না—আমার অপরাধ ক্ষমা কর—আমি না বুঝিয়া তোমাকে কটু কহিয়াছি—কিন্তু তোমার গুণ পরীক্ষার জন্য এত প্রমাদ ঘটাইলাম।"

নলিনীকান্ত বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া গৃহাভ্যন্তরের গুপ্ত ঘটনা তাবৎ শুনিতেছেন, তাবৎ দেখিতে-ছেন এবং কুরঙ্গিণীর চতুরালি প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়-ঙ্গম করিতেছেন। কুরঙ্গিণীর ব্যভিচার—গোপ-নীয় এবম্ভূত কেলী তাঁহার নয়নে জ্যোৎস্নার ন্যায় স্বচ্ছ দেখাইতে লাগিল। কুরঙ্গিণীর বাক্-জালে হিমসাগরের বন্ধন দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য মানিলেন এবং পরিণামে কি ঘটে, এই প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি আত্ম পথ ভুলেন নাই, পলায়নের পথ তিনি

সতত দেখিতেছেন, বর্ত্তমানের ঘটনার অপেক্ষা পলায়নে উপায় শত গুণে, অধিকন্তু সহস্রগুণে গুরুতর, সহজেই—স্বভাবতই অনুভব করিতেছেন। যদিও বর্ত্তমানের ঘটনা তাঁহার মনোযোগের অধীন হইয়াছে, তথাপি তিনি ইহা সামান্য দেখিতেছেন—পাঠকবৃন্দ সহস্র নয়নে যা' দেখিতেছেন এবং এই ঘটনা তাঁহাদিগের যত প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে, নলিনীকান্তের সহস্র নয়ন হইলে পলায়নের পন্থা তিনি ততোধিক দেখিতেন এবং ততোধিক প্রয়োজনীয় বোধ করিতেন। সেই ছাত, সেই শাল্মলি বৃক্ষ, সেই পর্ব্বত, তাঁহার অন্তরে অহর্নিশি জাগরূক রহিয়াছে—স্বপ্নেতেও তিনি যেন সে ভাবৎ দেখিতেছেন, যে দিকে চা'ন সেই দিকে যেন "পলায়ন" প্রিয় শব্দ যেন মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে দেখেন। একাকী, এমত সু সময়, এমত সু দিন আর কবে হ'বে, পলায়নের এই তো সময়। কিন্তু তিনি কিরূপে, কোন্ দিক্ দিয়া পলায়ন করেন?—বিবেচনা করিতে দেহ!

নবম অধ্যায়।

পলায়ন।

নলনীকান্ত পলায়ন-পরায়ণ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি "কিরূপে, কোন্ দিক্ দিয়া পলায়ন

করেন?” এই প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। তিনি বাটীর প্রকাশ্য দ্বার দিয়া পলায়ন করিবেন কি? না, তথায় প্রহরীরা আছে, তাহাদিগের হস্তে পরিত্রাণ নাই, অপর, সুলোচনা নীচের এক ঘরে শয়ন করিয়া থাকে, সে আবার প্রহরীদিগের অপেক্ষা “এক কাঠী সরেস” তা'র তো শত দিকে চোখ—“পাতায়, পাতায়, বেড়ায়” বিশেষ, কুরঙ্গিণী তাহাকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে অনুমতি করিয়াছিলেন তা'তে তা'র আর কি সে রাত্রে নিদ্রা আছে?—তবে নলিনীকান্ত কোন্ দিক্ দিয়া পলাইবেন? যে দ্বার দিয়া তিনি প্রথমে সুলোচনার সহিত কুরঙ্গিণীর নিকটে আসিয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া ছিলেন সেই গুপ্ত দ্বার দিয়া তবে কি তিনি পলায়ন করিবেন? তাহাও নয়, সে দ্বারের সম্মুখে এক জন প্রতিহারী দণ্ডায়মান আছে।—সেই ছাতের উপর দিয়া!—হাঁ সেই ছাতের উপর দিয়া তিনি পলায়ন করিবেন, কিন্তু তিনি ছাতের উপর দিয়া কেমনে পলাইবেন? কেন, সেই শাল্মলি বৃক্ষ দিয়া! ভাল, শাল্মলি যে কণ্টকাকীর্ণ, তা' কেমনে পলায়নের পথ হ'তে পারে? সত্য, কিন্তু নলিনীকান্ত পূর্ব্বে তা'র পথ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে এক গাছা দৃঢ় রজ্জু শয়নাগারের খাটের নীচে সংগ্রহ

করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি সেই রজ্জু শাল্মলির শাখায় বাঁধিয়া তদবলম্বনে পলাইবেন।—দেখ, তিনি রজ্জু লইয়া অল্পে, অল্পে, সোপান দিয়া ছাতে উঠিতেছেন—ছাতের দ্বারে উত্তীর্ণ হই-লেন—দেখেন দ্বার বদ্ধ, তালার দ্বারা সংযো-যিত—এখন কি করেন—তালা মুক্ত—অহো ভঙ্গ করিবার উপায় করেন—হস্তের দ্বারায় কি ভঙ্গ হয়! নলিনীকান্ত তৎপরে নীচে আসি-লেন—অস্ত্র-শস্ত্র খুজিতে লাগিলেন—কিছুই দেখিতে পাইলেন না—কুরঙ্গিণীর শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন—তথায়ও কিছু নাই না কি?—এক দেশে দেখেন, একটা বৃহৎ হুড়কা পড়িয়া রহিয়াছে—নলিনীকান্ত তাহা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে এক চিন্তার উদয় হইল এবং তিনি কুরঙ্গিণীদত্ত পরিধেয় ছাড়িয়া বস্ত্রা-গার হইতে আপনার ইতিপূর্ব্বের বেশ আনিয়া পরিধান করিলেন—সঙ্গে আর কিছু লইলেন না—গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। নলিনীকান্ত তৎ পরে কুরঙ্গিণী ও হিমসাগর যে গৃহে আছেন, সেই গৃহের দ্বারে নিরবে দণ্ডায়মান হইয়া দ্বারের ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিলেন—দেখি-লেন, হিমসাগর ও কুরঙ্গিণী খট্টে শুইয়াছেন, কিন্তু উভয়ে উভয়কে পশ্চাৎ করিয়া শায়িত

আছেন—"হাঁ তবে বুঝি কার্য্য সিদ্ধি হয় নাই, যা হ'ক্ আপনার পন্থা ছাড়ি কেন" নলিনীকান্ত এই ভাবিয়া পুনশ্চ ছাতের দ্বারে উপনীত হই-লেন এবং ক্রমে, ক্রমে, আস্তে, আস্তে, (পাছে শব্দ হয় এজন্য ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে) হুড়-কার দ্বারায় তালিকা ভগ্ন করিলেন—ছাতে গেলেন। এখন দ্বিতীয় প্রহর নিশা, গগণ মণ্ডল স্বল্প মেঘাচ্ছন্ন হইবাতে চন্দ্রিমা ক্ষণে ক্ষণে অম্বর মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছেন—ক্ষণে, ক্ষণে, প্রকাশ পাইতেছেন—সকলি নিস্তব্ধ, জন-মান-বের "শাড়া" নাই, পবন অল্প "শন্ শন্" ধ্বনী করিতেছে মাত্র, বৃক্ষের পল্লব নড়াতেও অল্প শব্দ হইয়াছিল, নতুবা সকলে পঞ্চত্ব পাইয়াছে বলিলে হয়। রাজপুত্র একবার চতুর্দ্দিক্ নিরী-ক্ষণ করিলেন—দেখিলেন, কোথায়ও কেহ নাই, পরে সেই পূর্ব্বোক্ত শাল্মলির কাছে গেলেন—কেহ আসে কি না জানিবার জন্য নিঃশব্দে দাঁড়া-লেন—চতুর্দ্দিকে "কান্ পা'ত্লেন" যখন জানিলেন কেহই তাঁ'র পশ্চাতে নাই, তখন অল্পে, অল্পে শাল্মলির পূর্ব্ব কথিত ছাতের উপরের ডালে দড়ি বাঁধিয়া তদবলম্বনে নিম্নে নামিলেন, কিন্তু হুড়কাটা ছাড়েন নাই, কারণ তাহা হ'তেও এক সময়ে-উপকার হ'তে পারে

বিবেচনা করিয়াছিলেন। যুবরাজ নিম্নে নামিয়া পুনশ্চ দাঁড়া'লেন, পুনশ্চ চতুর্দ্দিকে কর্ণ পাতি-লেন, পুনশ্চ চতুর্দ্দিক্ দেখিতে লাগিলেন, যেন পাষানের মূর্ত্তি তিনি এরূপ নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিলেন। "যদি কেহ আক্রমণ ক'রতে আসে তখন কি করি" ভাবিতে লাগিলেন—"যা' হ'ক্, যে প্রকারে হ'ক্ আজি পলায়ন ক'রব, ইহাতে যদি সহস্র, সহস্র বিপদ ঘটে সেও স্বীকার, কিন্তু আমি অল্পে ছাড়'ব না, যে প্রথমে ধ'রতে আ'সবে তা'র প্রাণ শংসয় এবং এই ছুড়কা আমার রক্ষক!" নলিনীকান্ত মনোমধ্যে ইত্যাদি রূপ কল্পনা করিয়া পর্ব্বতাভীমুখে গমন করিতে লাগিলেন, চন্দ্র এক্ষণে মেঘ মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছেন, অতএব পর্ব্বত কেবল অন্ধকাররাশির ন্যায় বোধ হইতেছে, দৃশ্য পদার্থব্যূহ অনুমান করা কঠিন-কর। নলিনীকান্ত পর্ব্বতের নিকটে উত্তীর্ণ হন্ এমত সময়ে অন্দ্রমা অম্বর হইতে অর্দ্ধাঙ্গে বাহির হইলেন এবং দশ হাত দূরে এক প্রহরী এক খানা টাঙ্গী হস্তে করিয়া ভ্রমণ করিতেছে দেখা-গেল। কিন্তু সে তখন নলিনীকান্তের অভিমুখে না আসিয়া, তাঁহার অভিমুখ হইতে অন্য দিকে যাইতেছিল। যুবরাজ দেখিলেন "মহা শঙ্কট, এবার আমার দিকে আসিলেই আমাকে ধরিবে

সন্দেহ নাই, এখন আপন সুযোগ সাধি।' নলিনী-কান্ত এই ভাবিয়া তড়িতের ন্যায় ত্বরান্বিত হইয়া ছড়কার দ্বারায় প্রহরীকে আঘাত করিলেন, প্রহরী অমনি মৃতবৎ হইয়া ধরায় ধুষরিত হইল, কিন্তু বর্ণনে অদ্ভূত ও শঙ্কান্বিত হইতে হয়, কারণ তৎ দণ্ডে পর্ব্বতের অভ্যন্তর হইতে আকস্মিক্ শব্দ বহিষ্কৃত হইল, যাহা শুনিয়া, যাহা ভাবিয়া কলেবর শীৎকার হয়—চরাচর স্তম্ভিত হয়—ভয়াবহ! ভয়াবহ! এমত নিশিতে, এমন নির্জ্জন শঙ্কান্বিত স্থানে ভয়াবহ নিঃসন্দেহ, কিন্তু পাঠকেরা নিরবে শুনুন্——

"এই তো মানবের কার্য্য চমৎকার।
শত, শত, সাধুবাদ করি বারবার।
সাধু, সাধু, সাধু বটে, সাধু মহাশয়,
এরূপে করুণ শীঘ্র, বিপক্ষের ক্ষয়।"

নলিনীকান্ত একেবারে জ্ঞানশূন্য—চেতন-রহিত এবং বাক্‌বর্জ্জিত হইয়া রহিলেন। এই ধ্বনী যে তাঁহার পক্ষে নূতন এমত নয় তিনি, কস্মিন্-কালে এরূপ ধ্বনী শুনিয়াছিলেন—অলিক উপ-ন্যাসে যে সব শাঁখচিন্নীর বিষয় শুনা যায়—তাহা-রা কিরূপ ক্ষীণ স্বরে—সানুনাশিকায় কথা কহে, কুমারের মনে তদ্রূপ ভাবোদয় হইল, তিনি শুনিবা মাত্র ঠিক বিবেচনা করিলেন পর্ব্বতের

ভীতর হইতে শাঁখচিন্নীতে কথা কহিতেছে। কিন্তু সে স্বর সানুনাশিক স্বর ছিল না। মৃদু ও ভগ্নস্বর ছিল। নলিনীকান্তের ইন্দ্রিয় অবশ, চক্ষু মুদিত, কলেবর হিমাঙ্গ, নিশ্বাস অল্প বহমান—নাড়ীর গতি অতি সূক্ষ্ম—বক্ষ এখন ধুক্‌ ধুক্‌ করিতে ক্ষান্ত হইয়াছে,—কলেবর আর শীৎকার করিতেছে না—অনুমান হয় যেন মৃতকল্প—দেখ, দেখ, তিনি মূর্চ্ছাগত হ'ন্‌!—কিন্তু আরো আশ্চর্য্য বর্ণন ক'রতে, কারণ পর্ব্বতের ভীতর হ'তে সেই দণ্ডে আবার এক ধ্বনী প্রকাশ পাইল——

"হায়! হায়! এ কি দায় কি ঘটে প্রমাদ,
হর্ষের নদীতে উঠে তরঙ্গ বিষাদ;
কি বাদ এমন সাধে সাধেন শ্রীহরি,
শোকে তনু হত প্রায় আহা মরি, মরি—
উঠ, উঠ, মহাজন, শঙ্কা কর দূর,
বিবেচনা, সচেতনা, ধর হে প্রচুর।
উপদেব নই আমি, নই প্রেত যোনি,
উঠ বিচক্ষণ উঠ, উঠ গুণমণী!"

যুবরাজ পুনর্ব্বার এই উৎসাহিত ও চেতন-উৎপাদক ধ্বনী শ্রবণে কিঞ্চিৎ চেতন পাইলেন এবং সভয়ে ঐ ধ্বনী শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু সকল শব্দ কর্ণগোচর হইল না, কারণ তিনি এখন সম্পূর্ণ সচেতন হয়েন নাই, এবং পশ্চাতের ধ্বনী

শুনিয়া যদিও তিনি প্রথমে কিঞ্চিৎ চেতন পাইয়া ছিলেন, কিন্তু মৃতকল্পের যেমন নিশ্বাস বায়ু ক্রমে ক্রমে শেষ হয় এবং পরলোকে লইয়া যায়, সেই রূপ সেই চেতন ক্রমে ক্রমে বিনাশ পাইল এবং যুবরাজের নিকটে আর একবার বিদায় লইল। সময় অতীত হইতেছে এবং তড়িতের ন্যায় অতীত হইতেছে—যুবরাজের চেতন নাই—তখন শৈলাভ্যন্তর হইতে পুনশ্চ এই বাণী বহির্গত হইল——

"ভয় কি, ভয় কিসে, কি ভয় আপনার,
অচেতন-সিন্ধু হ'তে শীঘ্র হ'ন পার।
শৈলের ভীতরে বন্দী আছি দুরাশয়,
আমার সমান দুঃখী নাই মহোদয়!
কুকর্ম্মের ফল ভোগ করি সচকিতে,
এ সব যাতনা পাই কুরঙ্গিণী হ'তে।"

নলিনীকান্ত এতক্ষণ অচেতন ছিলেন, কুরঙ্গিণী নামটী যেন তাঁহার অচেতন ভঙ্গ করিল, চেতন পাইয়া তিনি পূর্ব্বের উক্তি স্মরণ করিতে লাগিলেন, ঐ উক্তি মনুষ্যের দুঃখ প্রকাশ করিতেছে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল—অহো! সেই মনুষ্য কুরঙ্গিণী হইতে এত দুঃখ পাইয়াছে এবং সেই মনুষ্য শৈলাভ্যন্তরে বন্দী আছে। রাজনন্দন আবার পরক্ষণে ভাবিলেন—"না এ স্বপ্নের মত বোধ হয়, হাঁ স্বপ্নই হ'বে, তা নহিলে সত্য কি

পর্ব্বতের ভীতর মানুষ থাকে!' পুনশ্চ ভাবিলেন—"বাঃ! আমি কি ক্ষেপিলাম, স্বপ্নই বা কেন হ'বে, মনুষ্যের স্বর বিলক্ষণ শু'নলাম এবং সত্য, সত্য, পর্ব্বতের ভীতর হ'তে স্বর বাহির হইয়াছে!"

নলিনীকান্ত এবম্প্রকার ধার্য্য করিতেছেন, ইত্যবসরে এক ক্ষীণ, সরল ধ্বনী খিদ্যমানে প্রকাশ করিল——

"হে গুণনিধিন্! ত্রস্ত হ'বেন না, আমি মনুষ্য —হাঁ আমি মনুষ্য; যদিও এখন মনুষ্যের আকার নাই। হে মনস্বি! কুকর্ম্মের ফল ভোগ শাক্ষাতে দেখুন্, পাপ ক'রলে যে কেবল পরলোকে শাস্তি ভোগ করিতে হয় এমন নয়, ইহ লোকেও কাহার শাস্তি ঘটিয়া থাকে, আমি তা'র দৃষ্টান্তের স্বরূপ। আমার পাপের সীমা নাই—কুকর্ম্মেতেই জীবন শেষ ক'রলাম—বৃষ্টি ধারার সংখ্যা হয়—আমার পাপের সংখ্যা নাই—ধূলীরারশি যদি এক এক কণার গণনা করা যায়, তথাপি আমার যন্ত্রণার গণনা হয় না—এসব যন্ত্রণা কেবল কুরঙ্গিণী হ'তে—হাঁ কুরঙ্গিণী হ'তে, কিন্তু সেই দুশ্চারিণী দোষভাগিনী হইয়াও আমার দমনকারিণী—সুপথ প্রদায়িনী হইয়াছে। আমার শরীর আমোদ-প্রমোদেই ক্ষয় হইয়াছে, কামিনী

সম্ভোগেই আমি দীর্ঘকাল কাটাইয়াছি—আমার যৌবন কেবল কাম-কেলীতেই বিনাশ পাইয়াছে —ধর্ম্ম-পথে একবারও পদার্পণ করি নাই—ধর্ম্ম অগ্রাহ্যের মধ্যে—উপহাসের বস্তু জানিতাম—কহিতে শরীর শীৎকার করে, কিন্তু হে করুণা-নিধান্ ক্ষমাকরুণ! ঈশ্বরের বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। আমি অতি জঘন্য, নীচ, ও ঘৃণাস্পদ লম্পট ছিলাম, কিন্তু কুরঙ্গিণীর ফাঁদে পড়িয়া লাম্পট্যের ফল ভোগ করিতেছি—মহাশয়! আমাকে উদ্ধার করুণ—রক্ষা করুণ!”

নলিনীকান্তের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, কিন্তু সাহসাকর্ষণ করিয়া ঐ অজানিত প্রাণীকে জিজ্ঞাসিলেন—

“আপনি দেব, গন্ধর্ব্ব না মনুষ্য সত্য বলুন, ছলনা ক’রবেন না—এখন আপনি কোথায়, আমি কিছুই দে’খ্‌তে পাই না?”

“অদৃষ্টে এ সব করে, হায়! হায়! আপনি এখনও সন্দেহ ক’রতেছেন—আমি অধম মনুষ্য—মনুষ্য—মনুষ্য, জানিবেন, আমি মনুষ্য। আমি এই পর্ব্বতস্থ কারাগারে আছি—করুণা প্রকাশে যদি আমাকে উদ্ধার করেন তবে পর্ব্বতের উপরে উঠুন্, কিঞ্চিৎ অঠিলে দে’খ্‌তে পা’বেন, এক বৃহৎ প্রস্তর স্থাপিত আছে, ঐ প্রস্তরের দুই দিকে

বৃহৎ বৃহৎ তালিকা রহিয়াছে—প্রস্তর তাহাতে সংলগ্ন, আপনি কৌশলে ঐ তালিকা দুইটা ভাঙ্গিতে পারিলে এবং প্রস্তর খানা তুলিতে পারিলে আমার উদ্ধার নিঃসন্দেহ—" কিন্তু ঐ অজ্ঞাত মনুষ্য এই কথা বলিয়াই খিদ্যমানা হইলেন এবং সকরুণ উচ্চৈস্বরে কহিলেন—"হে পরমেশ্বর! ঐ প্রস্তর খানা কি প্রকারে তোলা যাইবে, ও তোলা এক জন মানুষের কর্ম্ম নয়, চারি জন প্রহরীতে যে প্রস্তর তোলে সে প্রস্তর কি এক জনে তুলিতে পারে? হায়! সব আশা বৃথা হইল—কাঠবিড়ালের সাগর বন্ধন হ'ল।"

নলিনীকান্ত উত্তর দিলেন "আপনি স্থির হ'ন্, পর্ব্বতে উঠিয়া দেখি, দেখি—আমার যত ক্ষণ শক্তি থা'ক্‌বে আর পরমেশ্বরের অনুগ্রহ থা'কলে আমি আপনাকে"—নলিনীকান্ত ইহা বলিয়া কিছু সন্দিহান্ হইয়া কহিলেন, "আপনি যদি সত্য মনুষ্য হ'ন আপনাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা ক'রব।" তিনি এই উত্তর দিয়া সসাহসে পর্ব্বতে উঠিলেন।

নলিনীকান্ত পর্ব্বতোপরি কিঞ্চিৎ উঠিয়া দেখেন, যথার্থ এক খানা বৃহৎ প্রস্তর তাহাতে স্থাপিত আছে এবং তাহার দুই দিকে দুইটা

তালিকা সংযোজিত রহিয়াছে। তিনি ইহা দেখিয়া অজ্ঞাত প্রাণীর বাক্য প্রমাণ্য অনুভব করিলেন এবং হুড়কার দ্বারায় তাহা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু হঠাৎ বিবেচনা হইল, তালিকা ভগ্ন করিলেও কার্য্য সিদ্ধি হইবে না, কারণ তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল এক জনে প্রস্তর উত্তোলন করা দুষ্কর, অতএব তিনি প্রায় হতাশ হইলেন—কিন্তু তাঁহার চিন্তা অন্য দিকে গেল এবং তিনি দেখিলেন, ভূমিস্থ আঘাতি প্রহরী চেতন পাইয়াছে এবং ভূমি হইতে উঠিবার উপক্রম করিতেছে—দেখিবা মাত্র তিনি তীরের ন্যায় দ্রুত হইয়া তথায় গমন করিলেন। কিন্তু তাহার প্রাণ নষ্ট করিলেন না। তাঁহার মনে অন্য চিন্তা আবির্ভূত হইল এবং তিনি আদৌ প্রহরীর টাঙ্গী লইয়া তাহাকে কঠিন স্বরে কহিলেন—এই টাঙ্গী দে'খ্‌তেছ, ইহার মধ্যে তোমার প্রাণ আছে, কিন্তু ভাল চাহ যদি তবে আমার কথা শুন।"

"কি আজ্ঞা করেন?" আঘাতিত নম্র ও বিনয় বাক্যে জিজ্ঞাসিল——

"কি আজ্ঞা করি শুন, তোমাকে হত্যা করিতে আমার ইচ্ছা নাই, আমার এক উপকার কর—তোমার প্রাণ রক্ষা হ'বে, কিন্তু তুমি যদি

"পেঁচে" ফেল্‌তে চাও এবং চীৎকার করিয়া প্রহরীদিগকে জ্ঞাত কর তা' হ'লে প্রথমে এই টাঙ্গী খানা ভালরূপে দেখিও—জানিও মুখ খুলিবা মাত্র এখানা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ হ'বে। এখন ইহার মর্ম্ম বুঝিয়াছ?" তিনি ভয় প্রদর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন——

"স্পষ্টরূপে," প্রহরী ভীত হইয়া উত্তর করিল——

নলিনীকান্ত প্রহরীর সঙ্গে পর্ব্বতে উঠিলেন এবং সতেজে ও অসামান্য বলে তালিকাদ্বয় হুড়কার দ্বারায় ভগ্ন করিতে লাগিলেন। ঐ তালিকা যদিও বৃহৎ ও দৃঢ় ছিল তথাপি নলিনীকান্তের অসীম বলে ভগ্ন হইল। যদিও ভগ্ন হইল তথাপি নলিনীকান্ত সাহসে প্রস্তর উঠাইবার উপক্রম করেন না, তাঁহার ভীষণ শঙ্কা হইল পাছে শৈলাভ্যন্তরে নারকী যোনি থাকে, অতএব তিনি প্রহরীকে চুপি, চুপি, জিজ্ঞাসিলেন—"ইহার মধ্যে কে আছে?"

"ধর্ম্মাবতার! ইহার ভীতরে এক রাজপুত্র আছেন।" প্রহরী চুপি চুপি উত্তর করিল।

"না আমার বিশ্বাস হয় না!" যুবরাজ কল্পনা করিতে লাগিলেন "এঁ রাজপুত্র!—আচ্ছা দেখা যা'ক্——"

নলিনীকান্ত প্রহরী সহকারে তৎপরে প্রস্তরো-ত্তোলনে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ বোধ আছে প্রস্তরোত্তোলনের সময়ে প্রহরী বিশ্বাস-ঘাতক হইয়া তাঁহাকে শৈলী কারাগারে ফেলিয়া দিতে পারে, অতএব তিনি প্রথমে পদের নীচে হুড়কা ও টাঙ্গী রাখিয়া প্রহরীকে পুনশ্চ জিজ্ঞা-সিলেন—"দেখ, বিশ্বাসঘাতক হইও না, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিতেছি—হইলে সাংঘা-তিক হ'বে।"

"ধর্ম্মাবতার ! এখন কি আমার কথায় প্রত্যয় করেন না" প্রহরী কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, "অঙ্গীকার ক'র'ছি আমি আপনার আজ্ঞাবহ।"

"তবে এই দিকের শিকল ধরিয়া পাথরখানা তোল সে—আমি এ দিকের শিকল ধরি।"

"যে আজ্ঞা !" বলিয়া প্রহরী এক দিকের শৃঙ্খল ধরিয়া প্রস্তর উত্তোলন করিতে লাগিল—

নলিনীকান্ত, কেহ আসিতেছে কি না এবং কেহ নিকটে লুক্কাইয়া আছে কি না জানিবার জন্য ক্ষণ কাল চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন—যখন দেখিলেন কেহ কোথায়ও নাই—"জন-মানবের শাড়া, শব্দ নাই" তখন তিনি অপর দিকের শৃঙ্খল ধরিয়া প্রস্তর তুলিতে লাগিলেন। ঐ প্রস্তর খানা যদিও বৃহৎ ও ভারী ছিল,

তথাপি নলিনীকান্ত সাহসাবলম্বন পূর্ব্বক এরূপ অসাধারণ ও অলৌকিক শক্তির সহিত উহা উত্তোলন করিতে লাগিলেন, যে কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাহা উত্থিত হইল। প্রহরী যদিও নলিনীকান্তের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ছিল তথাপি তাহার সে সময়ে তাঁহার ন্যায় বল প্রকাশ হয় নাই। প্রস্তর খানা ক্ষণঃপরে উপরে উত্থিত হইলে মেঘাচ্ছন্ন শশী মেঘ হইতে সেই দণ্ডে প্রকাশ পাইলেন, কিন্তু শুনিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়—অঙ্গ থর, থর, কম্পমান হয়, কারণ এমন সময়ে শৈলী-কারাগার মধ্যে "অস্থি চর্ম্ম সার" এক দীর্ঘাকার, শীর্ণ দেহ প্রত্যক্ষ হইল এবং আরো ভয়ঙ্কর, কারণ তাহা দেখিবা মাত্র রাজপুত্র মূর্চ্ছাপন্নের ন্যায় হইয়া উর্দ্ধস্বরে চিৎকার করিতে উদ্যত হইলেন। প্রহরী তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাহু ধারণ করিয়া রহিল এবং উৎসাহিত বচনে কহিল—প্রভু! ও কি? ভয় দূর করুণ—দুঃখেতে ঐ মহাজনের শরীর এমন শীর্ণ হইয়াছে।"

নলিনীকান্ত প্রহরী হইতে এই আশ্বাসিত বাক্য শ্রবণে সজ্ঞান হইলেন এবং পূর্ণদৃষ্টে শীর্ণ দেহ অবলোকন করিতে লাগিলেন—যখন দেখিলেন যে ঐটা শীর্ণাকার মনুষ্য বটে তখন তাঁহার সন্দেহ দূরে গেল এবং তিনি সে ব্যক্তির অবস্থা

দেখিয়া সাতিশয় খিদ্যমান হইলেন। ঐ শৈলী-কারাগারের এক ভাগে একটী জীর্ণ মন্দোদরী পড়িয়াছিল। কারাগারের এই মাত্র "আস্‌-বাব।" তাহার ভীতরে এরূপ জঞ্জাল—ধূলি রাশী ছিল, যে তাহা দেখিলে ঘৃণা জন্মিত, তাহা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ বহিষ্কৃত হইতেছিল, যে তদঞ্চলে "তিষ্ঠন ভার।" যুবরাজ ঐ দুর্গন্ধ পাইয়া এবং কারাগারের দুরবস্থা দেখিয়া ঘৃণা-বশতঃ কিঞ্চিৎ অন্তরে গেলেন—তৎক্ষণাৎ তাঁহার সে ভাব দূরে গেল এবং কারুণিক ভাব উদয় হইল, তিনি শীর্ণদেহীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া প্রহরীকে আপন হস্তাঙ্গুরী খুলিয়া দিলেন—কহিলেন, এই তোমার পুরস্কার হইল, এখন আমরা প্রস্থান করি, আমরা অনেক দূর অতিক্রম কর'লে তুমি আমাদিগের পলায়নের বৃত্তান্ত প্রকাশ কর।" প্রহরী কুতূহলে "যাহা আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। নলিনীকান্ত শীর্ণদেহীর হস্তাকর্ষণ করিয়া পলায়নে তৎপর হইলেন। যাইতে যাইতে এক স্থানে তাঁহার আকস্মিক্‌ ভাবনা আবির্ভূত হইল, দেখিলেন, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গহ্বর রহিয়াছে। ঐ গহ্বর তাঁহার পক্ষে অপরিচিত নয়, কস্মিন্‌ কালে তথায় কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাঠকেরা

জানেন, নলিনীকান্ত, কুরঙ্গিণী সহ বায়ু সেবনাশয়ে পর্ব্বতে উঠিয়াছিলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা উক্ত গহ্বরের নিকটে গিয়াছিলেন, কিন্তু কুরঙ্গিণী তাহার সমীপবর্ত্তিণী হইবা মাত্র তটস্থ হইয়াছিলেন এবং নলিনীকান্তকে কৌশলে সে দিক্ হইতে অন্য দিকে লইয়া গিয়াছিলেন। অতএব নলিনীকান্ত পুনশ্চ তাহার সমীপবর্ত্তি হইলে সংশয়ান্বিত হইবেন সন্দেহ কি? যাহা হউক, তিনি সংশয় ছেদ করণার্থ গহ্বরের চতুষ্পার্শ্ব নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু আমরা কম্পিত কলেবর হইব নাকি? কারণ গহ্বরাভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইলে এক অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক ব্যাপারের অনুকরণ প্রত্যক্ষে লোচনাধীন হইল—দেখিলেন, তন্মধ্যে অস্থিরাশী বিস্তার আছে—কতকগুলি চর্ম্মরহিত, অস্থিযুক্ত নরাকার রহিয়াছে এবং চেতনহীন তিনটী মনুষ্য পড়িয়া আছে। ঐ তিনটী মনুষ্য রাজপুত্রের পূর্ব্ব পরিচিত বটে—তিনি যে দিবস কুরঙ্গিণীর সঙ্গে বায়ুবেসন করিতে পর্ব্বতে উঠিয়াছিলেন সে কালেই ঐ তিনটী অপর এক মনুষ্যের সহিত এক দিক্ হইতে ত্বরায় আসিয়া তাঁহাদিগের আশ্রয় লয়, এবং তাহারা চৌর দ্বারায় অপহৃত হইয়াছে প্রমাণ্য করে। উহার

মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তিটী নাই—থাকিবেই বা কেন, কারণ কুরঙ্গিণী তাঁহাকে লইয়া আপন ভবনে রাখিয়াছেন পাঠকদিগের বিলক্ষণ স্মরণ আছে। যাহা হউক, সেই তিন ব্যক্তি সংহারিত হইয়াছে নলিনীকান্ত দেখিলেন এবং কুরঙ্গিণীই তাহাদিগের সংহারকারিণী নিশ্চয় স্থির করিলেন। সেই নিষ্ঠুরা কামিনী যে ব্যক্তিকে আপন নিলয়ে রাখিয়াছেন তিনি ইহাদিগের প্রভু, অতএব প্রভু হইতে কামিনী কামিনীর কার্য্য সাধন হইলে ভৃত্যের প্রয়োজন করে না, এ জন্য ইহাদিগের এ দশা—গহ্বর মৃত দেহে পূরিত থাকাতে সে স্থলে দুর্গন্ধ হইয়াছিল এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ ভাব বহিষ্কৃত হইতেছিল বিশেষ তাহাতে এই বিকট দৃশ্য কে টেঁকতে পারে। সুতরাং রাজপুত্র সে স্থান হইতে ত্বরায় প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। শীর্ণদেহী অন্তরে বিশ্রাম করিতে ছিলেন, এ ব্যাপার তিনি চক্ষেও দেখেন নাই। দেখিলে কি নিস্তার ছিল? একে ক্ষীণ, অস্থি চর্ম্ম সার; দেখিলে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পঞ্চত্ব পাইতেন সন্দেহ নাই, তাঁহার অন্তর ধুক ধুক করিয়াছিল—দেহ থর থর কম্পান্বিত হইয়াছিল—তাঁহার অধিক শঙ্কা এই, পাছে গহ্বর হইতে ভুত যোনি উত্থিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু করুণা

তাঁহার সে শঙ্কা দূরীকরণ করিল এবং তিনি সকরুণে কহিতে লাগিলেন—“হায়! কি লোচন-নিপীড়ক ব্যাপার দেখি! আহা! ইহাদিগের মধ্যে কত রাজপুত্রই ছিলেন—কত বিপুল ঐশ্ব-র্য্যাধিকারীই ছিলেন। কি পরিতাপ—এখন ইহাদিগের কি দশা! এখন ইহাদিগের সে রাজ্যই কোথায়! ধনই কোথায়! প্রিয় বান্ধবগণ কোথায়! সেই অমূল্য রাজাসন কোথায়!—হায়! তোমরা এখন ধরাসনশায়ী! হে পথভ্রমী পথিক রাজি! কুরঙ্গিণী হইতে তোমাদিগের এ দুর্দশা, কিন্তু তোমরা কেহ তাহার অনিষ্ট করিতে পার নাই, তোমাদিগকেই বা কি বলিব বুঝি যমও তাহাকে ভয় করেন।” . নলিনীকান্ত ইত্যাদি বলিয়া শীর্ণদেহীর হস্ত ধারণ করিয়া পলায়নে অগ্রসর হইলেন। স্বল্প দূরবর্ত্তী হইলে পূর্ব্ব দিক ঈষৎ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল—মেদিনী সুধাংশুর বিমলাংশুবিহীনা হওনানন্তর দিনমণীর তেজোরশ্মি-রূপ শুক্লাম্বর পরিধান করণে প্রস্তুত হইলেন। দিনমণী এতক্ষণ মেদিনীর অন্য ভাগে রশ্মি বিতরণ করিতে ছিলেন, অধুনা সে ভাগ তিমিরময় করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে কিরণ ব্যাপনার্থ উদয়াচল চূড়া অবলম্বন করি-লেন। কাশ্মীরী গিরীতে এই সময়ে অসংখ্য

পুষ্পবতী ভুরুহ আপন আপন মাধূর্য্যতা প্রকাশ করিতেছিল, পুষ্পোপরি নিহার পতিত হই-বাতে পুষ্পসমূহ আরও শোভা ধারণ করিয়া-ছিল—বোধ হয় যেন মুক্তাবলীতে বিভুষিত হই-য়াছে; সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইয়া পুষ্প-সৌরভ বিস্তার করিতেছিল; বায়ুচরেরা সুরস-ময় ধ্বনী করিতেছিল। সেই গিরী তলে নবীন, শ্যামল, মেঘরাজি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বিরাজ করাতে গিরীটী কমনীয় রূপ-মাধূরী-সংযুত হইয়াছিল, দৃশ্যমনোহর ময়ূর ময়ূরী, আহ্লাদে গদ্গদ-চিত্ত হইয়া—কামে বিমোহিত হইয়া, রসরঙ্গে নৃত্য করিতেছিল—কোন স্থানে বকসমূহ সেই নীরদকে বিলোকন করিয়া তদভিমুখ গমনে হৃদয় শীতল করণাশয়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিল—বকের প্র-মোদ নিরীক্ষণে সতৃষ্ণ চাতকেরা তৃষ্ণা নিবারণ কারণ সসন্তোষে ঊর্দ্ধওষ্ঠ হওতঃ আশার ফলপ্রদ জলধরের নিকটে যাইতে ছিল—মনোহর প্রাতঃ-কালের শ্রী দেখিয়া কুরঙ্গ কুলের হর্ষের আর সীমা নাই, তাহারা ক্রীড়ানুরাগে মগ্ন হইয়া কেলী করিয়া বেড়াইতে ছিল—যেন কেশ বিন্যাশিত রমণীয় শুক্ল কেসরে সজ্জিত ছাগসমূহ চরণ করিতে ছিল। হিমালয় ক্রোড়ে এক প্রকার বেণু বৃক্ষ আছে, পূর্ব্বতন কবিগণ তাহার গুণানু-

কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, সেই বেণু পবন সহযোগে স্বরসম্পূর্ণ শন্ শন্ ধ্বনি-রূপ গান করিতে ছিল। নলিনীকান্ত এমত সময়ে পলায়ন করিতেছেন, কিন্তু এমন মনোহর, সুখময়, সময়ে তাঁহার মনোরঞ্জন হইল না। যদিও গৃহ, পরিজনাদি তাঁহার অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে, যদিও তিনি তাহাদিগের জন্য কুরঙ্গিণীকে পরিবর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি তিনি সেই কামিনীর প্রেমানুরাগ বিস্মৃত হয়েন নাই, তাঁহার স্মরণ-পথে তদীয় প্রেমালিঙ্গণ বিরাজমানা রহিয়াছে।—তিনি কুরঙ্গিণীর প্রেমের দ্বারায় আকর্ষিত হইলেন—চলৎশক্তি রহিত হইলেন। প্রেমশক্তি তাঁহাকে উপবনের অভিমুখে আকর্ষণ করিল, তাহাতে তিনি সেই দিকে পুনঃ গমন করণে বাধ্য হইলেন—কুরঙ্গিণীর উপবনে পুনঃ প্রবেশ করিবার উপক্রম করেন, প্রণয় ও স্নেহ তাঁহাকে আকর্ষণ করিল, তাহাতে তাঁহার গৃহের বিষয় স্মরণ হইল। নলিনীকান্ত কিঞ্চিৎ পশ্চাতে আসেন, প্রেমাকর্ষক তাঁহাকে টানিতে লাগিল। প্রণয়াকর্ষ হীনবলী হইবে কেন, সে নলিনীকান্তকে রাজবাটীতে আনিবার জন্য বল প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিল না। উভয় আকর্ষক উভয় দিক্ হইতে আকর্ষণ করিলে রাজ-

কুমার উভয়ের মধ্যবর্ত্তী রহিলেন, ক্ষণ কাল কোন দিগে যাইতে পারিলেন না, তাহাতে তিনি সাতিশয় ম্রিয়মানা হইলেন এবং অচল পদার্থের ন্যায় অচল হইলেন। তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য উভয়ে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা ও শক্তি ক্ষয় করিল। অবশেষে প্রণয়াকর্ষক বিজয়ী হইল। প্রেমাকর্ষক পরাজিত হইয়া অন্তর্গত দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া কাতর স্বরে কুরঙ্গিণীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেক।—"কুরঙ্গণে! আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাকে এত কাল আশ্রয় করিয়া বহু সম্ভোগ ভোগ করিয়াছি, তুমি এক্ষণে আমাকে অবহেলে পরিত্যাগ করিও না। রক্ষাকর! রক্ষাকর" প্রেমাকর্ষক এবম্প্রকার নানা প্রকার খেদ করিতেছে—নলিনীকান্ত বিষণ্ণ অন্তরে পর্ব্বতের পন্থা ক্রমশঃ অতিক্রম করিতেছেন এমত সময়ে শীর্ণদেহী সাতিশয় ক্লান্ত প্রযুক্ত নলিনীকান্তকে বিশ্রাম স্থল অন্বেষণ করিতে অনুরোধ করিলেন—দৃষ্ট হইল কিয়ৎ অন্তরে কয়েক পর্ণশালা রহিয়াছে। নলিনীকান্ত সেই স্থল বিশ্রাম স্থল স্থির করিয়া শীর্ণদেহীর সমভিব্যাহারে সেই দিকে চলিলেন এবং ক্ষণান্তরে তথায় উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়া দেখেন পর্ণকুটীরসমূহ দীর্ঘাকার ভয়ঙ্কর অসভ্য

জাতির দ্বারায় নিবাসিত হইয়াছে—যাইবা মাত্র তাহারা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বিশ্রাম করিতে বলিল, কিন্তু তাহাদিগের ভাষা অভি-নব রূপ, অনুমানে আচার, ব্যবহারে বোধ হয় তাহারা ম্লেচ্ছ। নলিনীকান্ত তাহাদিগের মনোগত ভাব কেবল ইঙ্গিতে বুঝিয়া শীর্ণ-দেহীর সহিত তাহাদিগের গৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায়।

কুরঙ্গিণী নলিনীকান্তের অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন—হিমসাগরের অকাল মৃত্যু।

এ দিকে কুরঙ্গিণী রজনীযোগে হিমসাগরের মন হরণ করিয়া তাঁহাকে "চাতরে" ফেলিতে যৎপরোনাস্তি সাধ্যসাধনা করিলেন, তথাপি আপন আশা-তরু ফলবতী করিতে পারিলেন না। অবশেষে হতাশা হইয়া তদীয় পার্শ্বে শয়ন করিলেন। ক্রমে ক্রমে রজনী বিগতা হইল এবং আঘাতিত প্রহরীর বিলাপজনক স্বর তাঁহার কর্ণারূঢ় হইল। পরে অন্য প্রহরী ও সহচরী-গণের স্বর ঐ স্বরের পশ্চাৎ গমন করিল, তিনি শুনিতে পাইলেন—অমনি ঝটিতি গাত্রোত্থান পুরঃসর দ্বারে তালিকা সংলগ্ন করিয়া তত্ত্বানু-

সন্ধানার্থ বহির্দ্দেশে গমন করিলেন—দেখিলেন, সম্মুখে আঘাতিত প্রহরী পড়িয়া চীৎকার করিতেছে—"এর কারণ কি, আঘাতিত কেন?" তিনি ঐ ভুমিস্থ প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আর ঠাকুরাণি! দেখেন কি, নলিনীকান্ত হ'তেই আমার এই দুর্দ্দশা।" প্রহরীটী কাতরে এবম্প্রকার উত্তর করিল।

"নলিনীকান্ত! সে কি!" গন্ধর্ব্ব দুহিতা অশ্চর্য্যে অভিভুতা হইয়া এ পর্য্যন্ত বলিলেন, কিন্তু বলিয়াই সন্দিহানা হইলেন।

"হাঁ রাজপুত্র নলিনীকান্তই আমার এই দশা ঘটাইয়াছেন—ভা'ব'ছেন কি, তিনি কি আর হেথায় আছেন।" আঘাতিত এরূপ সাংঘাতিক উত্তর প্রদান করিলেক।

"সর্ব্বনাশ কি শুনি! এঁ নলিনীকান্ত এখানে নাই—ওমা কি হ'ল" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর স্থির হইয়া প্রহরীকে তৎ বৃত্তান্ত কহিতে বলিলেন।

প্রহরী কুরঙ্গিণীকে রজনী সংঘটিত তাবৎ বিবরণ অবগতি করিল।

কুরঙ্গিণী নলিনীকান্ত, অধিকন্ত শীর্ণদেহীর পলায়ন সংবাদ শুনিয়া একেবারে অধীরা হইলেন—জগৎ শূন্য দেখিলেন, তথাপি কৌশল

চাতুরী নিযুক্তের অপেক্ষা করে, অতএব তিনি সঙ্গিনীগণকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "সখি! চল একবার পর্ব্বত, কাননাদি খুজিয়া দেখি।"

কুরঙ্গিণী পর্ব্বতে উঠিলেন—ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন—"প্রাণবল্লভ কোথায়—নলিনীকান্ত কোথায়! পর্ব্বতেও যে দেখিতে পাইতেছি না;—

গন্ধর্ব্ব কন্যা বিশেষ অন্বেষণের পর নলিনীকান্তকে পর্ব্বতে না দেখিতে পাইয়া সকপট কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন—

"নাথ! অভাগিনীর প্রতি কি এমন নিদয় হ'তে হয় হে! তুমি কি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতেছ? কোথায় লুকাইয়া আছ? দেখা দেহ—প্রাণ রাখ!—কোথা গেলে! কোথা গেলে—অনন্তর কুরঙ্গিণী কুমারের উদ্দেশে সকাতরে গান করিতে লাগিলেন;—

[রাগিণী—ললিত। তাল—আড়াঠেকা।]

"যামিনী বিগতা হ'ল কোথা গেলে গুণমণি!
দুঃখিনী, তাপিনী, হয়ে দুঃখে বঞ্চি একাকিনী!
নিশাকর কর হীনে
কুমুদী কি বাঁচে প্রাণে?
সদা পোড়ে মনাগুণে
বিচ্ছেদেতে অনাথিনী।

মুদিল সুখের ফুল,
বিকশিত না রহিল,
অভিমানে প্রাণে ম'ল,
প্রফুল্লিতা সরোজিনী।
পড়ি আকুল-সাগরে
মরি হে ব্যাকুল-নীরে!
কুলে রাখ প্রাণামারে!
কাতরে ডাকে কামিনী।
নাগর আনহ তরী
সাগরেতে ত্বরা করি!
নহিলে যে প্রাণে মরি
হয়ে চির বিরহিণী!"

কুরঙ্গিণী বিলাপচ্ছলে নলিনীকান্তের উদ্দেশে গান করিলেন—নানা স্থান অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু নলিনীকান্তকে কোথায়ও দেখিতে পাই-লেন না—অবশেষে অতি ম্লানা হইয়া উপবনে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি নলিনীকান্তের প্রত্যা-শা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুল-বিহ্বলা হইলেন—তাঁহার অন্য কোন উপায় নাই, হিম-সাগর হইতে তাঁহার প্রেম-সাগর উথলিবার কোন সম্ভব নাই। হিমসাগর নিতান্ত নিদারুণ তিনি ভাল জানেন—তথাপি চেষ্টার আবশ্যক করে, প্রথম চেষ্টায় মনোরথ পূর্ণ না হইলে হতাশ হওয়া উচিত নয়—আরো চেষ্টা করা বিধেয়, অতএব তিনি এক কুল হারাইয়া, অন্য কুল

হিতার্থী নয় জানিয়াও সেই কুল প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিলেন। এক কুলে বঞ্চিতা হওনে যে পরিতাপ উৎপন্ন হইয়াছিল কুরঙ্গিণী সেই পরিতাপ বিমোচন করিবায় নিমিত্ত হিমসাগর-কুলে উত্তীর্ণ হইবার উপক্রম করিলেন—হিমসাগরের নিকটে গেলেন—তাঁহার মন ভুলাইতে বিবিধ কাতরোক্তি, যুক্তি, করিলেন, কিন্তু হিমসাগরে বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ উঠিবাতে তিনি আর "থই" পাইলেন না, প্রবল স্রোতে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। হিমসাগর নলিনীকান্তের পলায়নের বিষয়ক সম্যক অবগত আছেন—প্রাতঃকালে আঘাতি প্রহরী কুরঙ্গিণীকে যাহা বলিয়াছিল এবং তাহা শুনিয়া তিনি যাহা যাহা করিয়াছিলেন (অর্থাৎ পর্ব্বত অন্বেষণাদি) হিমসাগর বাতায়ন হইতে সে সকলই দেখিয়াছেন, অতএব তজ্জন্য তাঁহার আরো শংসয় জন্মিয়াছে এবং কুরঙ্গিণীর যে প্রকৃত প্রকৃতি, রীতি, চরিত্র, এখন তিনি ভাল জানিয়াছেন।

"প্রাণনাথ! আমার প্রতি এত নিদারুণ কেন? রসিক তুমি কি রসের জলে ভাস নাই—রসিকার প্রেমে মজ নাই। ওহে তুমি কি এতই শুদ্ধ—কখন কি প্রেমিকা জনের ডালিম ধর নাই—ডালিম গাছের কাছে ঘেঁস নাই। তোমার

ঘটে যদি এ সব না ঘটিয়া থাকে তবে তোমাকে ধিক্! ছিছি! অরসিকের সঙ্গে কি রসরঙ্গ ক'রব। যে মানুষের দেহে প্রেম নাই সে মানুষই নয়—পশুদিগেরও তো প্রেম আছে ভাই, তা'রাও তো ভাই "লট ঘট করে" করে—যদিও তাহাদিগের প্রেম এক জনের সঙ্গে থাকে না তবু তা'রা প্রেমের গুণ তো জানে।" কুরঙ্গিণী রঙ্গভঙ্গে হিমসাগরকে এবম্প্রকার বাক্‌চতুরালিতে ফেলিয়া তাঁহাকে ভুলাইতে আর একবার যত্ন করিলেন, কিন্তু হিমসাগর ভুলিলেন না, বরঞ্চ রুষ্ট হইয়া প্রতি বাক্য প্রদান করিলেন——

"আমি ললনার ছলনায় ভুলি না। ও ললনে! কেন জ্বালাতন কর, তোমার চাতুরালী-জলে কি আমি পা দিব, কখন এমন মনেও ক'র না। ছেড়ে দেহ প্রাণে বাঁচি——"

"মেনা খাব না ব'ললে বাঁচি—ওমা কোথায় যা'ব—এ আস্ত অজ্ঞানটা কোথায় ছিল। আমি দুর্ভগা নারী, তাই আমার ঘটে এমন যোটে।" গন্ধর্ব্ব কন্যা হিমসাগরকে এরূপ ব্যঙ্গ করিলেন। তাহাতে হিমসাগর সাতিশয় রাগান্বিত হইয়া কর্কশ স্বরে কহিলেন——

"ব্যভিচারিণি! দূর দূর! পাপীয়সি! তোর এত আস্পর্দ্ধা, কুলে কলঙ্ক দিয়া বসিয়াছিস্।

তোকে ধিক্! মদনকে ধিক্!—আমি চ'ল্লাম্” —এই বলিয়া বেগে পলায়নে ধাবমান হইলেন।

“ওকি, ওকি,—ও প্রহরী ধর ধর—হিম-সাগর পলায় শীঘ্র ধর—” কুরঙ্গিণী চীৎকার করতঃ সকলকে সচকিত করিলেন। প্রহরীরা অমনি তৎপর হইয়া অবিলম্বে হিমসাগরের হস্তাকর্ষণ করিল। হিমসাগর এখন জালের কপোত হইলেন, পলায়ন করিবার তাঁহার আর পন্থা রহিল না—পরিত্রাণেরও কোন উপায় রহিল না। কামিনী সতেজে আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন—তাঁহাকে অলিক ভর্ৎষণা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন—“এখন তুমি আমার বশ হ'তে চাহ কি না স্পষ্ট বল, নহিলে কৃতান্তকে আনিব।”

“যখন তো'র হাতে পড়ি'ছি তখন আমার নিস্তার নাই ভাল জানি। একটাকে তো এত দিন মৃতকল্প-প্রায় করিয়াছিলি—আর এক জনকে তো “জুজু বানাইয়াছিলি”—তাহাদি-গের কপালের বড় জোর তাই এ যম পুরি হ'তে উদ্ধার হইয়াছে—আমি এ সব বৃত্তান্ত কি জানি না—আমি সব শুনিয়াছি——”

“একটাকে তো এত দিন মৃতকল্প-প্রায় করিয়াছিলি—আর এক জনকে তো “জুজু

বানাইয়া" ছিলি।" হিমসাগর এই হৃদয়ভেদী অথচ ন্যায্য বাক্যাবলি প্রকাশ করিবাতে কুরঙ্গিণী সুতরাং ক্রোধে অভিভূতা হইলেন; একে নলিনীকান্ত বিরহ, তাহাতে নলিনীকান্ত সহ শীর্ণদেহীর পলায়ন ইহাতে যে তিনি প্রজ্বলিত-কোপনা হইবেন বিচিত্র কি! তিনি কর্কশ দীর্ঘ স্বরে হিমসাগরকে প্রতিবচন প্রদান করিলেন;—"তোকেও "জুজু বানাব" পর্ব্বত-পিঞ্জরে রা'খব—অনেক যন্ত্রণা দিয়া শেষে যমের বাটী পাঠা'ব।

হিমসাগর স্বভাবতঃ সদাচারী প্রযুক্ত অসদাচারিণী কামিনীর অসহনীয় দুর্ব্বচন শ্রবণে, তাহার ভূরিশঃ কুকর্ম্ম সন্দর্শনে, তাহা সহ্য করণে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, রোষে কম্পমান-কলেবর হইয়া, কহিলেন,—"রে অশিলে দুশ্চারিণী! তুই বার'বার কি দম্ভ কর'-ছিস্, বার'বার কি ভয় দেখা'চ্ছিস্, জানিস্ না পুরুষ অতি হীনবলী হ'লেও সে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা প্রবল, আমি কি তোর রক্তবর্ণ চক্ষুতে ভুলি, না তোকে ভয় করি, ক্ষত্রী বংশে রাজ-ঔরষে আমার জন্ম, আমি ক্ষীণা রমণীর বশ হ'ব না তাকে ভয় ক'র্ ব, কি কুল-গৌরব কলঙ্ক ক'র্ ব। যাঃ যাঃ ব্যভিচারিণি!"

অগ্নি তো স্বভাবতঃ তেজস্বী তাহাতে ঘৃত প্রদান করিলে তাহার তেজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া, নৈকট্য যে কোন পদার্থ নাশে ধাবমান হয়, কুরঙ্গিণী হিমসাগরের এই সকল বার্ত্তা শুনিয়া তৎরূপ হইলেন এবং আরক্ত নয়নে অনর্গল কর্কশ শ্লেষোক্তি করিয়া তাঁহাকে সংহার করণে তৎপরা হইলেন, কিন্তু ব্যভিচারিণীদিগের মন পাওয়া ভার, তাহাদিগের মুখে বিষ থাকিলেও হৃদয়ে অমৃত রাখিতে পারে, অথবা কার্য্যান্তরে আপন সাধনীয় সাধনার্থ হৃদয়ে বিষ থাকিলেও মুখে অমিয়া প্রকাশ করে। কুরঙ্গিণীর মুখে বিষ বটে, কিন্তু হৃদয়ে এখনও কামাশা-নিবারণ-রূপ সন্তোষ আছে, তাঁহার উপস্থিত ভাবে অনায়াশে নাশোদ্যত ভাব প্রকাশ হইতেছে বটে,—মনে সে ভাব যে স্থানাভাবে বিভাব হইয়াছে তাহা আবার এক লোচনাতীত, অনুমান-বহির্গত ভাব। স্বেচ্ছাচারিণীর স্বভাব এইরূপ বটে। যাহা হউক, কুরঙ্গিণী হিমসাগরের প্রতি ঈদৃশী আস্ফালন করিয়া তাঁহার বাহু দ্বয় সবলে আকর্ষণ করতঃ তাঁহাকে এক গৃহ মধ্যে বন্দী করিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে ভগবান্ মরীচিমালী পশ্চিমাচল আরোহণ করিলে, নিশিথিনী সমাগতা

হইয়া প্রকাশমানা হইল। নিশী একে কৃষ্ণাঙ্গিনী তাহাতে তাহার সন্ততি তিমির, আবার সেই তিমিরের নাশসাধক যে পদার্থ তাহার বিরহে, দৃশ্যমান বস্তুসমস্ত মলিন দেখাইবে বিচিত্র কি? স্থলান্তরে বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ব্ব রজনীতে নভোমণ্ডল মেঘাশ্রয় করে, বর্ত্তমানা রজনীতে সে মেঘ আরো মর্দ্দনশীল হইয়া, ঈষৎ বৃষ্টির উৎপত্তি করিয়াছিল, অতএব দিক্ সকল সহজেই ভীষণাকার হইয়াছিল। ঈদৃশী ঘোর নিশীতে মানব, পশু, পক্ষি, জীব মাত্রেই আচ্ছাদন অবলম্বন করিয়াছে,—"কাকস্য পরিবেদনঃ" সকলেই নিস্তব্ধ, জগৎ "শূন্যময়" বোধ হইতেছে—মধ্যে কেবল বায়ুর "হুস হুস" শব্দ, বৃষ্টির "ছর্ ছর্" শব্দ, মেঘের ভীরু গর্জন। এমন সময়ে যদি কোন পান্থ পথ ভ্রান্ত হয় তাহা হইলে তাহার নিতান্ত বিপদ বিনা আর উদ্ধারের উপায় নাই, সাহায্যের প্রত্যাশা নাই, অবস্থানের স্থান নাই। নিশীর এরূপ বিকৃত গতি; সেই বিকৃত গতি অবলম্বন করিয়া নিশী বাড়িতেছে—কুরঙ্গিণী আপন গৃহে শয়ন করিয়া আছেন, হিমসাগর অন্য গৃহে বন্দী আছেন, এমন সময়ে কুরঙ্গিণীর গৃহ দ্বার মোচন হইল এবং একটী কামিনী করে একখানি করবাল লইয়া তদভ্যন্তর হইতে

বহিষ্কৃতা হইলেন। কামিনীর অন্তর ভাব অনু ভাবে প্রতীত হয়, তিনি অন্তরে কোন বিষয়ে "দৃঢ় প্রতিজ্ঞ" হইয়াছেন, তাঁহার মনে একবার সন্তোষ, একবার রোষ বিদ্যমান হইতেছে। কুরঙ্গিণী কি এই কামিনী, এ ঘোর যামিনীযোগে একাকিনী তিনিই এরূপ অপরূপ রূপ ধারণে সুখময় নিদ্রা, ও সম্ভোগ শয্যা পরিবর্জ্জন করিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে অন্তর হইয়াছেন? দেখ, দেখ, সেই ললনা, হিমসাগরের বন্দী গৃহ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করিয়া দ্বারাভ্যন্তর রুদ্ধ করিলেন। হিমসাগর বন্দী হইয়াও পলায়নের পন্থা অন্বেষণ করিতেছিলেন, কিন্তু রাজতনয়, সুখের শরীর, অতএব, যামিনী বয়োধিকা হইলে নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিল—সুতরাং তিনি এখন নিদ্রিত রহিয়াছেন। হে বীর পুরুষ! তোমার অদৃষ্টে অদ্য কি ভয়াবহ দণ্ড পতিত হইবে। তুমি যেন অকুতভয়ে নিদ্রা যাইতেছ, কিন্তু অবিলম্বে যে কি বিপদ হইবে জান না। হায়! ধর্ম্মাশ্রয় করিয়াও মনুষ্য কি এমত গর্হিত দণ্ডার্হ হইবে?

কুরঙ্গিণী বন্দী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া হিমসাগরের পার্শ্বে শয়ন করিলেন। হিমসাগর অচেতন, কিন্তু চেতন বস্তু স্পর্শ হইলে অচেতন

ভঙ্গ হয়, অতএব কুরঙ্গিণীর শরীর তৎ শরীর স্পর্শ করিলে তিনি সচকিত হইলেন। কিন্তু নয়ন-পথে সেই দুঃশীলা, লম্পট স্বভাব হন্তা-রিকা-রূপধারিণীকে দেখিবা মাত্র তিনি একে-বারে প্রাণাশায় হতাশা হইলেন ফলে তাঁহার সাহস তিরোহিত হইল না, অতএব তিনি সসা-হসে কহিলেন——

"তুই কি সাহসে পর পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করিস্?"

"প্রাণনাথ! কেন আর জ্বালাতন কর, তোমা-কে প্রাণ, মন, সকল সঁপিলাম, তবুও রাগ? মিষ্ট কথায় কত সাধ্যসাধনা ক'রলাম, চক্ষু জলে ভা'সলাম, বিরহে ম'জলাম, প্রেমাগুণে জ'ল-লাম, হাতে পর্য্যন্ত ধ'রলাম, পায়ে পর্য্যন্ত প'ড়্-লাম, তবু তোমার মনের ভাব পাই না। হেঁ হে তুমি কি রসিকতা ক'র্ছ্ না কি, অবলা সরলার কাছে এত নাট কেন হে? এ কি চমৎকার ভাব? এ ভাবের যে ভাব পাই না ভাই। উঠ, উঠ, প্রাণ, এস মনের সুখে তোমায় আলিঙ্গণ করি। যা' হ'ক্ ভাল লিলা টা খে'ললে। এখন ঘাট মানি, ক্ষমা কর—" কুরঙ্গিণী রসরঙ্গে এতাব-ন্মাত্র কহিলে, হিমসাগর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে বেগে পলায়ন করিতে যত্ন

পাইলেন,—তৎক্ষণাৎ বিপদে পতিত এবং কুরঙ্গিণীর হস্তগত। কুরঙ্গিণী ত্বরান্বিত তড়িতের গতি ধারণে ন্যায় হিমসাগরকে ধরিলেন এবং করস্থ করবাল উত্তোলন করিয়া সরোষে ও গর্ব্বে কহিলেন,—“আজি আমার হাতে তোমার প্রাণ, হয় সেই প্রাণ অস্ত্রে সমর্পণ কর—নয় প্রেমে রাখ—অস্ত্রে মরণ—প্রেমে সুখ, এই ভাল জ্ঞান—এই আমার শেষ কথা, প্রাণ যে দিকে লয় প্রাণ সেই দিকে সঁপ।”

কুরঙ্গিণী সরোষে ইত্যাদি শঙ্কোচিত বাক্য বিনির্গত করিলে হিমসাগর জীবনাশা নিতান্ত ত্যাগ করিলেন, উপস্থিত মৃত্যু স্থির করিলেন, মনে কল্পনা করিলেন, “কি করি! উপায়হীন, পলায়নের এত চেষ্টা করিয়া কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হ’লাম না, কিন্তু ক্ষাত্র জাতি, বীর সন্তান হইয়া ক্ষীণা বেশ্যার হস্তে মরণও অপমানের বিষয়, আমার কি এ দশাও হ’বে? না না, এই গৃহের ঐ বাতায়ন পথ খোলা রহিয়াছে দেখিতেছি, লম্ফ দিয়া সতেজে ঐখান দিয়া পড়া যাউক, কিন্তু প’ড়লে কি হ’বে প’ড়লেও তো মরণ, ফলে সে মরণ সাহসিক মরণ অতএব বীরের কার্য্য বলিতে হইবে, বেশ্যার হস্তে জীবন সম-

র্পণের অপেক্ষা ভাল—গৌরবও আছে। কিন্তু হে ধর্ম্ম! আমি এখনও—এমত অবস্থায়ও তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছি তাহাতে আমার এই বিপদ, মহা পাপী জগতে "তরে গেল" এই মহা পাতকিনী সাক্ষাতেই মূর্ত্তিমানা, তবে সাধনার ফল অবশ্য হয়, ভাল আমি তো এখন আর এক জগতে চ'ললাম, সেখানে কি আমার এসব যন্ত্রণা ঘ'টবে, বোধ হয় না তো। হে ধর্ম্ম! বোধ হয় যেন তুমিই আমাকে সে স্থলে ডা'কছ, তবে আমি যাই, হাঁ অবশ্য যা'ব" এই বলিয়া, সাহসে ভর দিয়া, হিমসাগর দ্রুত বেগে বাতায়তন পথ হইতে বাহিরে পড়িলেন। পতনের সহিত মরণ আসিয়া তাঁহাকে পরলোকে লইয়া গেল। কুল কলঙ্কিনী কুরঙ্গিণী মতিভ্রষ্টা হইয়া রহিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

ম্লেচ্ছদিগের দ্বারায় নলিনীকান্তের বসন, ভূষণ অপহরণ—শীর্ণদেহীর ইতিহাস—তাঁহারা কাশ্মীর রাজ্যে আসেন।

পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে, নলিনীকান্ত ও শীর্ণদেহী ম্লেচ্ছদিগের পর্ণশালায় বিশ্রাম জন্য অবস্থিতি করেন, কিন্তু তথায় কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া

দেখেন কুটিরের স্থানে স্থানে ধনুর্ব্বাণ ও টাঙ্গী প্রভৃতি অস্ত্র রহিয়াছে—এক স্থানে অপূর্ব্ব শিল্প নির্ম্মিত, স্বর্ণ মণ্ডিত, বহু মূল্য প্রস্তরে সজ্জিত, রাজবেশ আছে। নলিনীকান্ত সন্দিগ্ধমনাঃ হইলেন, ভাবিলেন, "সুলক্ষণ দেখি না, ইহারা দস্যু নিঃসন্দেহ, নহিলে এ অস্ত্র রহিবে কেন? আচ্ছা মানিলাম, এ সকল অস্ত্র সিকার জন্য এবং অসভ্য জাতিরা সিকার ব্যবসায়ী, কিন্তু এই যে রাজবেশ এ বেশ এস্থলে কিমতে আসিল? ইহাতে ইহাদিগকে দস্যু বিনা কি বোধ হইবে।" অনন্তর ক্ষণেক চিন্তা করিয়া— "অহো! সে দিন হিমসাগর আমাদিগের নিকটে পর্ব্বতোপরি সাহায্য লইতে দৌড়িয়া আসিতেছিলেন"—"হায় হিমসাগর! তুমি এখন কোথায়, তোমার ঘটে কি ঘটে বুঝিতে পারি না, তুমি তো আমাদিগের মত লম্পট নহ, অতএব—সে যাহা হউক, ইহারাই নিশ্চয় হিমসাগরের বসন, ভূষণ হরণ করে। তবে এস্থানে থাকা উচিত নয়, পলায়ন, পলায়ন, পলায়নই উদ্ধারের উপায়, কিন্তু ছলে পলায়ন করি!"

যুবরাজ এরূপ ভাবিতেছেন ইত্যবসরে পত্রে পূর্ণ বন্য ফল এবং দগ্ধ মৃগ মাংস লইয়া জনেক দস্যু তাঁহার সম্মুখীন্ করিল। সন্দিহান্ হইলে

সন্দেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া নানা বিষয়ে ব্যাপিত হয়, অতএব নলিনীকান্ত আনিত ফল ভক্ষণ করিলেন না, ইঙ্গিতে জানাইলেন তাঁহারা ভোজন করিয়া আসিয়াছেন। অনন্তর কৃতজ্ঞতা ভাবে অসভ্য জাতির নিকটে বিদায় লয়েন— অসভ্যেরা তাঁহাকে বিদায় দেয় না এবং ফল ভক্ষণে অনুরোধ করে—তিনি তাহাতে অনিচ্ছুক হইলে তাহারা ভাব ভঙ্গীতে রোষে প্রকাশ করে ফল না গ্রহণ করিলে তাহারা তুষ্ট হইবে না—নলিনীকান্তের সন্দেহ জন্মিয়াছে, সে সন্দেহ ভঞ্জন না করিলে সন্দেহযুক্ত বস্তু গ্রহণীয় হয় না, তিনি সন্দেহ ভঞ্জন বিরহে ফলাস্বাদনে সুতরাং বিরত হইলেন—এতন্মধ্যে বাদানুবাদ প্রসঙ্গ হইল, এবং বাদানুবাদ হইতে কলহ রোষের উৎপত্তি হইল আবার কলহাভিলাষী সেই বাদানুবাদ অন্বেষণ করে, এহেতু অসভ্যেরা নলিনীকান্তের উপরে একেবারে "জ্বলিয়া" উঠিল, তাহারা তাঁহার পরিচ্ছদ ধরিয়া টানিতে লাগিল, এবং তিনি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিলে তাহারা স্বচ্ছন্দে তাঁহার বসন ভুষণ কাড়িয়া লইল, তিন ম্লান বদনে শীর্ণদেহীর সহিত তাহাদিগের পর্ণকুটীর হইতে বহির্গত হইলেন।

নলিনীকান্ত তৎপরে পর্ব্বত অতিক্রম করিতে লাগিলেন এবং পর্ব্বত পথে শীর্ণদেহীকে কহিলেন, দেখ আজি কি বিপদ, যদি বা কুরঙ্গিণীর মায়া উপবন হইতে পলাইলাম তবুও নিস্তার নাই, প্রেমের দশাই এই, প্রেম পিঞ্জরে পা দিয়া পিঞ্জর হ'তে বাহির হ'লেও স্বাচ্ছন্দ নাই, পদে পদে শঙ্কট। হায় রে প্রেম! এ প্রেমে কেনই বা "মজে" ছিলাম, প্রেম "খর্পরে পড়ে" সর্ব্বনাশ উপস্থিত।"

শীর্ণদেহী উত্তর করিলেন, ভাই তুমি তবুও প্রেমের নিগুড় ভোগ, ভোগ কর নাই, এত দিন তো প্রেমের মোহন ভোগ, কিম্বা মোহনভোগ ভোগ ক'র্‌ছিলে, আমি নিগুড় ভোগ এক প্রকার ভোগ করি'ছি এখও জানি না প্রেমের শক্তি এখনও কি ভোগে ফেলে।—

প্রেমের কি ভোগ তুমি ভুগিয়াছ ভাই ?
সে ভোগ কিঞ্চিৎ আমি দেখি হে সদাই,
এমন ভোগের ভোগ পৃথিবীতে নাই।

প্রথমে যখন প্রাণ সঁপিলাম প্রেমে,
নব নব সুধারস পাই ক্রমে ক্রমে,
উল্লাসে কাটাই কাল রস রঙ্গ ভরে
রাজ রাজেশ্বর আমি ভাবিয়া অন্তরে।
ইতর কামিনী পেলে কায নাহি ভুলি,
শয্যা গুরু বলি তার লই পদ ধূলি।

সে ভাব বিভাব হয়, ভাবিয়া বিকল,
সে নারী আবার পাতে চাতরের কল।
প্রেমের উৎপত্তি যদি পদ ধূলি হয়,
লাথি বিনা সেই প্রেম কভু শেষ নয়,
সৃষ্টি ছাড়া লিলা প্রেম আনিয়া ঘটায়,
ধন যায়, মান যায়, ঘটে মহা দায়।
শৃগাল হইয়া সিংহে পদাঘাত করে
নিগ্রহ পাইয়া ব্যাঘ্রমৃগ হাতে মরে।
প্রেমের এ গতি সখা, প্রেমের এ গতি,
সাবাস, সাবাস প্রেম তোমারে প্রণতি !

নলিনীকান্ত প্রতি বচন প্রদানে কহিলেন, ভাই যথার্থ বটে, প্রেমের এরূপ বিচলিত "সৃষ্টি ছাড়া" গতি বটে, কিন্তু আমরা কি নির্ব্বোধ, আমাদিগকে ধিক, রাজ বংশে জন্মিয়া আমাদিগের প্রবৃত্তি কি অধঃগামী। হায়! সে সব কথা বলিতে লজ্জা পাই, প্রেমেতে প্রবৃত্ত হইয়া বাল্যকাল হ'তে কত জঘন্য, ঘৃণাবহ কর্ম্ম ক'রিছি, কি না সহি'ছি, কত অযোগ্য কথা কহি'ছি। সে সব স্মরণ হ'লে লজ্জায় অভিভুত হই ;—

যখন প্রেমের ডোরে বান্ধিলাম প্রাণ,
কত ক্লেশ সহি, আর কত অপমান।
সুদীর্ঘা যামিনীকালে প্রেম রস আশে,
কচুবনে সুখে বঞ্চি কামিনীর পাশে,
নিদ্রা নাই, ভয় নাই, কোন দায় নাই,
পুলকে পুরিয়া দিই প্রেমের দোহাই,

কত বা প্রেমের রঙ্গ কতই বা নাট
কুল কলঙ্কিনীর বা কত শত ঠাট ;
শ্বশুর বাটীতে আমি থাকি কোন দিন
অপরূপ লীলা দেখে দুঃখে দেহ ক্ষীণ।

দ্বিপ্রহর নিশা কালে, পরিহাস কুতূহলে,
রাজোদ্যানে রাজার কোটাল,
রাজ কন্যা লয়ে পাশে, প্রেম তরঙ্গেতে ভাসে,
একি ভোগ ভোগে নিশাপাল ?
হায়! বিধি প্রেম রীত, একি দেখি বিপরীত!
সে নারী আমার হয় শ্যালী।
প্রেমের প্রবৃত্তি এই, প্রমাথিনী হয় যেই,
সহজে সতীত্বে দেয় কালি।

ভাই প্রেমের এই গতি—প্রেমের এই প্রবৃত্তি, অতএব প্রেমের কথা আর কেন কহ,—এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি তো এক জন প্রেমের দায়ে দায়ী, তোমার প্রেম কোথা হ'তে আরম্ভ হ'ল ? তুমি কোন রাজ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছ, অনুগ্রহ প্রকাশে তোমার পরিচয় প্রকাশ কর ?"

শীর্ণদেহী তদনুসারে পশ্চাতে আপন পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করিলেন ;—

বন্ধো! যখন তুমি আমার এবং আমার প্রেমের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে তোমার এতদ্বিষয়িক আশা পরিতৃপ্ত করণ জন্য আমি অতি সংক্ষেপে তৎ বিবরণ প্রকটন করিব। এই দৃশ্যমান হিমালয় শৈলাভ্যন্তরে নেপাল নামে

মহা সুখময়ী রাজ্য আছে, তথাকার শান্তশীলা উদার-চরিত্র, নরেশ্বর হেমন্ত, সুভাদৃষ্ট ক্রমে আমার জনক। পিতার প্রতাপে চরাচর শশঙ্কিত, তথাপি তাঁহার প্রজাবাৎসল্য ও হিতৈষিতা, গুণে, প্রজামণ্ডলি রাজানুগত হইয়া স্বাচ্ছন্দ সম্ভোগ করিতেছে। পিতার শাসনের সুপ্রণালী, ও সুনিয়ম-হারাবলী, অতি চমৎকারিণী, তাঁহার গৌরবের প্রতিভা সর্ব্বদিক্ ব্যাপনশীলা হইয়াছে। শাসনের গুণ গান কি করিব, নেপালে চৌর্য্য ভয় নাই, ব্যভিচার দোষ নাই। হৃদয়ে সঙ্কল্প কর, চৌর্য্যবৃত্তি হইতে কত দুর্ভগা জীব দিন দিন রাজদণ্ডগ্রস্ত হইয়া লোকের দৃষ্টিপথে হেয় ও বিষাক্ত বস্তু সদৃশী ত্যজ্য হইয়াছে, চোর হইতে অপহৃত ব্যক্তি নিরর্থক অর্থ বিরহী হইয়া মনস্তাপ কত সহেন। দেখ দেখি, ব্যভিচার হইতে কত দোষ বর্দ্ধিষ্ণু হয়, ধরা পাপে ভারাক্রান্তা হয়; তাহার অনুগমন করিয়া অর্থ নাশই বা কত, অপমানের সীমা থাকে না,—হায় দেখ দেখি আমাদিগের দশাই বা তাহা হইতে কিদৃশী জঘন্য ভাবাপন্ন! আমরা রাজবংশধর, কালক্রমে ভূধর হইবে, কিন্তু ব্যভিচার-ঐন্দ্রজালিক জালে জড়িভুত হইয়া কি ঘৃণিত, দৈন্য, দশায় অভিভুত হইয়াছি। হে ভাই! আমরা যে রাজ্যেশ্বর

হইয়া বিপুল রাজ্য সম্পদ ভোগী হইব, কুল গৌরব রক্ষা করিব, এখন আমাদিগের এ আশা-কে অবহেলে বিসর্জ্জন দিয়াছি হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু ঈদৃশী মায়া-রূপণী ব্যভিচার নরেন্দ্রের ব্যবস্থা-পরিপাটী, ও প্রতাপ-দোর্দণ্ডে নেপাল হইতে ম্রিয়মানে তিরোহিতা হইয়াছে। নে-পালে চৌরবৃত্তি ও ব্যভিচারের ভীরু দণ্ড, প্রাণ দণ্ড। কখন বা ব্যভিচারিণীদিগের নাশাচ্ছেদ করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে আজন্মের মত দুরীকরণ করা হয়। আহা! সেই জন্মভুমি নেপালের রূপ-মাধূরির ব্যাখ্যাই কি বিচিত্র!— সে সকল পশ্চাতে থাক্, আমি নেপালেশ্বর হেমন্তাত্মজ, রসিক রঞ্জন নাম ধারণ করি, এই নামি আমার সর্ব্বনাশের মূল। এই নাম পিতার এক কৌতুক-প্রিয় প্রিয় বন্ধু প্রদান করেন, নামটী প্রেমের নাম, আমার প্রেম আমার নাম হইতে সমুৎপন্ন হয়। নবীন যৌবনে অধিকারী হইয়া আমি একদা প্রবাসানুরাগ বশতঃ বুটান রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। তথাকার রাজা আ-মার পিতার সখা, অতএব তিনি আমাকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়া প্রবাস বাস বার্ত্তা শ্রবণে কুতূহলা-ক্রান্ত হইয়া তাঁহার উদ্যানে বাস স্থান দিলেন, তথায় দিন-কতিপয় সময়াতিপাত করি, একদা

বায়ু সেবনে স্বতন্ত্র হইয়া উদ্যানের তরু, লতাকীর্ণ সহস্র রশ্মির রশ্মিশূন্য, এক বিজন স্থানে উপবেশন করিয়া উদ্যানের শোভা বিলোকনে নেত্রানন্দ বর্দ্ধন করিতেছি, ইত্যবসরে বিমল রূপ প্রতিভায় শজ্জিতা, গলে কুসুম মালাধারিণী, সুলোচনা, এক ললনা সম্মুখীন্ এক সরোবরে হস্তস্থ পুষ্প-পূর্ণ পুষ্পাধার সলিলে সিজন করিল। কলহংস পদ্মিনীদলে বিরাজিত হইলে তাহার যেমন শোভা জাজ্বল্যমান্ হয়, ঐ ললনা সরোবর জলে পুষ্পাধার সিজন করিলে তাহার শোভা তদ্রূপ-প্রায় হইয়াছিল। কুসুমগুলি জলে শিক্ত হইলে সরোবর হইতে উঠিবার কালে সেই কামিনীর দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে হরিণীকুল ধনু-শর-যোজিত-হস্ত ব্যাধকে দেখিলে যেরূপ ত্রস্ত ও উদ্বিগ্নমনা হয় আমি অবিকল হইলাম এবং অনিমেষ লোচনে তৎ প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি বিতরণ করিলাম। কামিনী তদনন্তরে নিজ স্থানে প্রস্থান করিল, এবং সন্ধ্যা নিকটাগতা হইবাতে বিকল মনে আমিও উদ্যান প্রাসাদে আসিলাম। দুই তিন দিন এরূপে বিগত হয়, এবং কামিনী দুই তিন দিন আমার প্রতি বারম্বার দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া স্বস্থানে গমন করে. ইতি মধ্যে সে এক দিন যাত্রা কালীন নিত্য

নিয়মিত পথবাহিনী না হইয়া আমার নিকটে উপস্থিতা হইল।——

> মরালের গতি ধরি সে কামিনী আসিল,
> কম্পমান নিতম্বেতে কি বাহার সাজিল !—

পরে, মৃদু মৃদু কম্পিত স্বরে, বিনম্র ভাবভঙ্গী করে, আমার পরিচয় জিজ্ঞাসিল। আমি তখন অতি ধীরপ্রকৃতি ছিলাম, অতএব অকপট আ-স্য-সহাস্যে "রসিক রঞ্জন" আত্ম নামের এই পরিচয় দিবা মাত্র, রমণী রহস্যে অমনি গলিতা হইল এবং প্রেম ভাব প্রকটনে হাসিতে হাসিতে পরিহাসসূচক এই বচন বিনির্গত করিল;——

"মরি মরি আপ্নার কি রসময় নামটী! আহা শুনিয়া মন্‌টা যেন জুড়াল, "রসিক রঞ্জন" এক রসিকেই রক্ষা নাই তা'তে আবার রঞ্জন !"

পরন্তু আমি সহাস্য বদনে ও অকপটে আ-মার পরিচয় রসিক রঞ্জন নামে প্রদান করাতেই ঐ কামিনী এত সাহসী হইয়া এতাবৎ কহিয়া ছিল, কারণ তাহাতে আমার সরলান্তঃকরণ ও রসভাব প্রকাশ পাইয়া ছিল, নহিলে সে হাব ভাবে এ বচনগুলি প্রকটন করিত না, কেন না সে রাজ বংশোদ্ভবা নয়—বুটান রাজ দুহিতার সঙ্গি-নী সযোনী মাত্র। তাহার অভিলাষ ছিল, রাজ-কন্যার সহিত আমার পরিণয় ঘটায়, কিন্তু

আমার মিষ্ট ভাবে ভুলিয়া অকুতোভয়ে সে আপনিই আমার প্রেমে পড়িল। সে যেরূপ হউক, যেন তান, লয়, সমন্বিত তাহার ঈষৎ কম্পমান মধুময় বচন আমার কর্ণাকর্ষণ করিয়া মনাধিকার করিল, আমি প্রথমে এবং এইবারে প্রেম ভাব অনুভব করিলাম—একেবারে প্রেম-বিহ্বল হইলাম—উত্তর দিতে আর বিলম্ব সহিল না, অমনি উঠিয়া তাহাকে ধরিলাম। লজ্জা নাই—ভয় নাই—মান, অপমান, জ্ঞান নাই—আমার চতুর্দ্দিকে যেন কেহ নাই, প্রেমই যেন আছে, চতুর্দ্দিকে যেন প্রেমময় ;—

প্রেমেতে হইয়া মত্ত
সদা করি প্রেম তত্ত্ব,
কুতুহলে নিজ কায় ক্রমে প্রেম সাধিল !

বাজিল প্রেমের ডঙ্কা,
তাতে মনে নাই শঙ্কা,
প্রেম, প্রেম, করে প্রেম প্রাণাগার বধিল।

শুন,—

কি মজা ঘটায় প্রেম, কি মজা ঘটায়,
মজাল, মজিল কত ঠেকি প্রেম-দায়।
তান, লয়, মান,
প্রেমে বর্ত্তমান।

প্রেমেতে প্রেমিক হই,
লাথি ঝাঁটা কত সই ;

প্রেম জলে দিই থই,
পুলকে ভাসিয়া রই।
এমন মজার প্রেমে
প্রাণ, মন, সঁপি ক্রমে,
ভুলিব না কভু ভ্রমে সুধারস তাহাতে,
ধন, প্রাণ, মন, হরে
কত শত মজা করে,
পরিহাস হাব ভাবে রসরঙ্গে মজাতে।

এই ভাবের ভাবী হইয়া আমি সেই মহিলাকে ধরিয়া প্রেমের চুড়ান্ত সুখ ভোগ করিলাম, ব্যসনের শেষ রাখিলাম না; কার্য্য সিদ্ধি হইলে উপবন প্রাসাদে আসিলাম।

প্রেম ক্রমে ক্রমে "বাড়ে বই কমে না" এবং প্রেমের ভোগ "ফুরায় না" কারণ তাহার শেষ নাই। অতএব আমার প্রেম তদবধি "গুল্‌জার" হইল, প্রবাস বাসানুরাগ ভাব বিভাব ঘটনা উপস্থিত করিল—স্বালয়ের প্রতি আর মন রহিল না, প্রেম-ব্রতে ব্রতী হইয়া আমি কেবল প্রেম তত্ত্ব অন্বেষণ করি—উদ্যানে থাকি—কামিনীর সহিত উদ্যানে বিহার করি। লজ্জা, মানাপমান জ্ঞান না থাকিলে নীচবুদ্ধি হইতে হয় এবং উচ্চ আশা, সৎপথে মন থাকে না; সৎপথে মন না থাকিলে কুপথগামী হইতে

হয়, কুপথগামী হইলে অপমান সহিতে হয়। আমি বুটান রাজতনয়ার সহচরীর প্রেমে পড়িয়া বুটানে কিয়ৎকাল রসাবেশে তাহার সঙ্গে বিহার করিলে তদ্বার্ত্তা কালক্রমে বুটান রাজের কর্ণগোচর হইল, তিনি আমার লাম্পট্য দূরীকরণ জন্য আমাকে উপদেশ দিতে কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমার নিকটে পাঠাইলেন, কিন্তু প্রেম "চাগ্‌লে" উপদেশে কি করে, সুতরাং আমার মন, তাহাদিগের উপদেশ-পথে চলিল না।

অনন্তর বুটানরাজ আমার নিকটে এক দিন আসিয়া কহিলেন, বৎস! আমার নিয়ত ইচ্ছা, তোমাদিগকে সর্ব্বদাই সাক্ষাতে রাখিয়া প্রণয়ে মনোল্লাসে বাস করি, কিন্তু তুমি রাজতনয়, দীর্ঘকাল প্রবাস বাসী হওয়া জ্ঞাতি, বন্ধুর মত নয়, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা—রাজনীতি অনুশীলন করা, তোমার সাধনীয় হইয়াছে। বৎস! তুমি অজ্ঞানী নও, অতএব আমি তোমাকে কি বুঝাইব, যাহা কর্ত্তব্য কর।

বুটানরাজ এবম্প্রকার কহিলে আমি অতিশয় লজ্জিত হইলাম, তৎ রাজ্যে দীর্ঘকাল বাস করা অবিধেয় স্থির করিলাম—আমাকে তৎকালে প্রেমে জলাঞ্জলি দিতে হইল—আমি অপ্রী-

ভান্তরে বুটান রাজ্য পরিবর্জন করিলাম—স্বদেশে আসিলাম। কিন্তু স্বদেশে আসিয়া আমার মন উচাটনে কেমন দগ্ধ হইতে লাগিল, প্রেম বিরহে দিন দিন ম্লান হইতে লাগিলাম। মন প্রবাস পথে ধাবমান হইল এবং আমি প্রেমোদ্দেশে দেশে দেশে ভ্রমণ-তৎপর হইয়া কামখ্যায় উত্তীর্ণ হইলাম। হিন্দু জাতি বিশেষের এই সংস্কার আছে, কামখ্যা অপূর্ব্ব রমণীনিকরের দ্বারায় পূরিতা। ঐ রমণীরা মায়া বিদ্যায় সুনিপুণা অবহেলে হাব ভাবে পুরুষের মন হরণ করে। তাহারা অতিরেক কামস্বতন্ত্রা। বিশেষতঃ কামখ্যায় পুরুষের সংখ্যা স্বল্প হইবাতে বিদেশী তদ্দেশে গমন করিলেই তাহারা তাহাকে মায়াবদ্ধ করিয়া রাখে এবং সাহার সঙ্গে প্রেমালাপে বাস করে, কিন্তু তাহাকে আর দেশে আসিতে দেয় না। কামখ্যায় কামরূপার এক যোনিযন্ত্র আছে, স্ত্রী যেমন সময়ে সময়ে রজস্বলা হয় কামখ্যাদেবী তদ্রূপ হইয়া থাকেন, লোক প্রমুখাৎ আমি ইত্যাদি প্রকার আশ্চর্য্য বিবরণ শুনিয়া কামখ্যায় তদন্বেষণ জন্য গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া আমি প্রথমে কামরূপার আকার দর্শন করিলাম, দেখিলাম, তিনি যথার্থ যোনিবৎ এবং তিনি সময়ে সময়ে যথার্থ ঋতুমতী হয়েন। পর্ব্ব-

তের নির্ঝর, সীতাকুণ্ডু, প্রভৃতি যেমন পৃথিবী মধ্যে আশ্চর্য্য বস্তু, কামরূপাও তদ্রূপ বলিতে হইবে। যাহা হউক, আমি তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া মহানন্দে ছিলাম, তথাকার কামিনীগণ অসামান্য লাবণ্যবতী বটে, অধিকাংশে ব্যভিচারিণীও বটে। দিন-কতিপয় তথায় থাকিলে এক ললনা পরিচর্য্যাকারিণীরূপে আমার নিকটে রহিল। ঐ ললনা দৈন্যা ছিল, কিন্তু তাহার রূপের কথা কি কহিব—পলকে মন হরণ করে—আমি সেই নবীনার প্রেমে পড়িলাম—সংসার মায়া ভুলিলাম—ধর্ম্ম কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলাম—তাহার সঙ্গে রসরঙ্গে দীর্ঘকাল রহিলাম। কামখ্যা যে কালে ব্যভিচারিণীরাজিতে পূরিতা তখন এক হ'তে প্রেমাশা "মেটে না"—প্রেম-ব্রতও উজ্জাপন হয় না, সুতরাং আরো দুই একটী রঙ্গিণী "জুটিল।" তা'রাই আমার সর্ব্বস্ব এই মনে করি—প্রেমালাপে কাল হরি। রঙ্গিণীরা কেবলমাত্র রঙ্গিণী নয়, ব'ল্‌লে প্রত্যয় যা'বে না, তাহারা আমার এমন শুশ্রূষা করিতে লাগিল যে, রূপ, দূরে থাকুক তাহাদিগের সেই শুশ্রূষা দেখিয়াই আমার মন ভুলিল। বুঝ ভাই মর্ম্ম বুঝ, নবীন যৌবনে অধিকারী হইয়া রম্যা রমণীকে দেখিলে কোন্ সাধু না মোহিত হন্?

তা'তে আবার সে রমণী সহাস্য-বিম্বোষ্ঠে বাক্যা-লাপ—শুশ্রূষা, করিলে কে না তাহার প্রেমে অনুরক্ত হয়—সুতরাং আমার পূর্ব্বোক্ত ভাব শুশ্রূষাকারিণী, পরিচর্য্যাকারিণীদিগের হইতে উদ্ভব হইল, শেষ কালে এমন হ'ল, যে দেশে আসা ভার হ'ল, কিন্তু "হাজার হ'ক্" জন্ম ভূমি—জনক জননী, পৌরজনের প্রতি কা'র "টান" নাই ? আর মনুষ্যের চিরকাল এক রূপ অবস্থা প্রিয় নয়, প্রেম বটে, কিন্তু প্রেমে কে চির-কাল শরীর "ঢালে" বল, অতএব আমি দীর্ঘ-কাল প্রেম ভোগে কেমন বিরক্ত হইলাম, প্রেম সচরাচর বস্তুর মধ্যে গণিলাম—প্রেমকে আর অলৌকিক, অপরূপ-রূপে জ্ঞান করিলাম না। কিন্তু কামিনীরা ছা'ড়বে কেন, তাহাদিগের যত্ন বাড়িল, কেহ "পা টেপে, কেহ গা টেপে, কেহ মাথা টেপে, কেহ গায়ে হাত বুলায়, দেখিয়া "অবাক্" হ'লাম" তাহাদিগের ভাব্‌টা বুঝি-লাম—আমারও দশাও বুঝিলাম—"ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" "দম সম" দিয়া কত "পাকে প্রকারে" কামখ্যায় একটী নমস্কার করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। দেশে আসিলাম—কিছু দিন থাকি—পিতা বিভ্রাট গণিলেন—আর ছাড়েন না—আমি যেন কোথায়ও না যাই-

তে পারি এরূপ উপায় করিলেন—কিন্তু উপায় করিলে কি হ'বে আমার মন কেমন ভ্রমণে ও প্রবাস বাসে রত নিতান্ত ইচ্ছা হইল প্রবাসে যাই। ইতিমধ্যে একদা পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া মৃগয়া করিতে এক বিপীনে গেলেন। পিতা মৃগয়া করিতেছেন, আমিও মৃগয়া করিতেছি, এমত সময়ে আমি এক স্থানে গিয়া দেখি, বিপীনে মানবের গমনাগমনের দ্বারায় এক পথ রহিয়াছে, আমি সেই পথ অবলম্বন করিয়া কিয়দ্দূর যাই, যাইতে যাইতে দেখি, বিপীন ক্রমে ক্রমে পরিক্ষীণ, নিবীড় বৃক্ষাকীর্ণ নয়—আরো গিয়া বোধ হইল, নিকটে এক গ্রাম আছে, আমি সেই গ্রামে উত্তীর্ণ হইলাম। পিতা আমাকে অবশ্য অন্বেষণ করিয়াছিলেন এবং আমার তত্ত্ব না পাইয়া অবশ্য মন সন্তাপে বাটী গিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আমি সে দিবস সে গ্রামে থাকিয়া পরদিবস অন্য গ্রামে গেলাম, এই রূপে কত গ্রাম—কত রাজ্য, ভ্রমণ করি, অবশেষে কুরঙ্গিণীর মায়াময় নিকুঞ্জে আসিলাম। কার্য্য সাধন যোগ্য হ'লেই লোক অপরের প্রিয় হয়, আমি তখন কুরঙ্গিণীর রস লীলা সাধনোপযোগ্য ছিলাম, সুতরাং কুরঙ্গিণীর প্রিয়পাত্র প্রেমভাজন হইয়া রসরঙ্গে তাহার সঙ্গে কত দিন

দ্বিতীয় রাসবিহার করি—কুরঙ্গিণী আমাকে বড় ভালবাসেন—আমার রসিক রঞ্জন, প্রাণনাথ, বলেন—আমার আহার না হইলে "জল গ্রহণ" করেন না। কতই মজা করি—কুরঙ্গিণীর সঙ্গে কৌতুকে, প্রেমালাপে, বঞ্চি, এমন সময়ে কি চিন্তা উপস্থিত হ'ল, ভগবান যেন দিব্য জ্ঞান দিলেন। তখন আমার পূর্ব্ব ভাব "ঘুরে" গেল, জানিলাম ধন, মান, পরিজন, বিসর্জ্জন দিয়া এক সামান্য ভ্রষ্টা কামিনীর কপট প্রণয়ে নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়—এক বিষয় দেখিয়া আরো মন "চ'ট্‌ল" দেখি না কুরঙ্গিণীর আর একটী নকল অর্দ্ধাঙ্গ জুটিয়াছে, কুরঙ্গিণী তাহাকে এক স্বতন্ত্র গৃহে গুপ্ত ভাবে রাখিয়াছেন, অধিক রাত্রে আমার পার্শ্ব হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার সঙ্গে প্রেম কেলী হয়। কিছু দিন গত হয়, আমি আর সেখানে থাকিব না, বাটী যাইব কুরঙ্গিণীকে বলি—কুরঙ্গিণী তাহাতে সম্মতা হন না, আমাকে তাঁহার অন্নদাস মত হইয়া থাকিতে বহুবিধ আকিঞ্চন করেন—আমি তাহা শুনি না এবং যত দিন বাড়ে তত অগ্রাহ্য করি। শান্ত কথায় জগদীশ্বরীর অনুমতি না পাইয়া, ক্রমে "সপ্তমে" উঠিলাম,—রাগ সম্বরণ কি হয়, রাগেতে তাঁহাকে "যা ইচ্ছা তাই" বলিলাম। তাহাতে তিনি

ক্রোধ-প্রজ্বলিতা হইয়া আমার নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইলেন, পুরাতন গুড়ে কি আর রস থাকে, আমার সঙ্গে তাঁহার বহুদিনের প্রেমালাপ, কিন্তু প্রেম পুরাতন হ'লে আর ভাল লাগে না, বিশেষ, নূতন প্রেমের মানুষ জু'টলে তা' চটেই! কুরঙ্গিণী তখন নূতন প্রেমের মানুষ পাইয়াছেন, আর কি আমায় চায়! প্রেম চ'টল, মন চ'টল—আমি কুরঙ্গিণীর অধীন, কুরঙ্গিণী আমার আধীনা নয়, তা'র তখন একাদশ বৃহস্পতি, অতএব সে আমাকে বিশেষ দণ্ড দিল, অবশেষে শৈলী কারাগারে রাখিল। আমি কত কাল কত যন্ত্রণা সহি, মর্ম্ম বেথায় অস্থি চর্ম্ম সার হয়—কুরঙ্গিণীর কত নট উপস্থিত হয়—কত নট যমালয় যায়—অবশেষে তোমাতে ঠেক্‌ল—তুমি কুরঙ্গিণীকে ফাঁকি দিয়া সাধুত্ব প্রকাশে আমাকে উদ্ধার কর। এই আমার প্রেমের ইতিহাস।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নলিনীকান্ত ও রসিক রঞ্জন হিমালয় পর্ব্বত পথ উপক্রমন করিয়া কাশ্মীর রাজ্যে উপস্থিত হন—সরোবর তটে তিনটী রাজ সহচরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ—মন্ত্রীর আলয়ে গমন—রাজার সহিত সাক্ষাৎ।

নলিনীকান্ত ও রসিক রঞ্জন পূর্ব্ব উল্লেখিত-রূপ বাক্যালাপ করিতে করিতে হিমালয় পর্ব্বতের এক ভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, অদূরে এক অপূর্ব্ব, বৃহৎ রাজ্য রহিয়াছে, হিমালয়ে তথায় গমনের এক বর্ত্ম আছে। ইহা প্রতীত হইলে তাঁহারা শৈল হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া তদভিমুখে চলিলেন।—ঐ রাজ্যে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু উহা কোন্ রাজ্য তাঁহারা জানেন না, ফলতঃ নলিনীকান্তের পক্ষে ঐ রাজ্য অভিনব রাজ্য নয়, উহার সহিত তাঁহার বহুকাল পরিচয় আছে, কিন্তু আতপ তাপে তাপিত ও পথ শ্রান্তে শ্রান্ত হইবাতে তাঁহার ভ্রম জন্মিয়াছিল। এই সময়ে বেলা অপরাহ্ণ-প্রায়—তীক্ষ্ণ মরীচিমালীর কীরণ ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতেছে। রাজতনয়েরা পথশ্রমে গতক্লম হইয়া শ্রান্তি শান্তি জন্য নির্ম্মল স্নিগ্ধ বারিপূর্ণ এক সরোবর কূলে সুখোপবেসন পূর্ব্বক ঐ রাজ্য কোন্ রাজ্য জা-

নিতে ইচ্ছুক হইলেন, ইত্যবসরে কক্ষে কলশ-ধারিণী তদ্দেশের রাজ্ঞীর তিনটী সহচরী কিয়ৎ অন্তরে দণ্ডায়মানা হইয়া পরস্পরে কথোপকথন করিতে লাগিল ;——

প্রথম সহচরী। "দেখ্, দেখ্, দেখ্, ঐটী ঠিক মহারাজের পুত্র।"

দ্বিতীয় সহচরী। "দূর লো! তা' হ'লে এমন দশা হ'বে—না না তা'ও তো বটে, কেমন আমার ভোলা মন তিনি যে নিউদ্দেশী, তা'তে এমন দশা হ'বার আশ্চর্য্য কি? আহা! তা'ই যেন হয়, বৌরাণী ঠাকুরাণী তো পাগলিনী প্রায়, হরি তাঁ'র ভাগ্যে কি এই ছিল!"

তৃতীয় সহচরী। "সত্য বোন! সেই মুখ, সেই নাক, সেই চক্ষু, ঠিক যেন তিনিই—অবাক্! কিছুই "তফাৎ" নাই—"মাইরি" লো তিনিই লো!—যদি বল এমন দশা কেন, তা' আমি ধরি না—এমন দশা না হ'লে সোণার সংসার ছা'ড়বেন কেন? ভাল, ভাল, ভাল, তাই যেন হ'ক্—বৌরাণী মার কি এমন ভাগ্য হ'বে! আহা! অভাগিণীর সোনার অঙ্গ কালি হ'ল!"

প্রথম সহচরী। "তা'ই বলি ও মানুষটী কে, কত চিন্তার পর জা'নলাম তিনিই হ'বেন—

হউন আর নাই হউন, "নিদেন" তাঁ'র মতন আকারটাও তো বটে—কামিনি! কি বলিস্?"

দ্বিতীয় সহচরী। "আমি'বেস ব'লতে পারি, তিনিই—অগো! তিনিই বটেন! ভাল, ভাল, "পাকে প্রকারে" জানাই যা'ক্ না?"

তৃতীয় সহচরী। "সুরেশের অনুমান ঠিক্ দিদি! ও বোন কি আশ্চর্য্য কিছুই "তফাৎ" নাই! হউক আর নাই হউক, পরিচয় নিলে তো সত্য, মিথ্যা, টের পাওয়া যায়, কিন্তু আমর কেমন ক'রে পরিচয় লই। সুরেশ! কি করা যায় বল্ দেখি?"

প্রথম সহচরী। "যদি ভাই আমার কথা শুনিস্, তা' হ'লে আমি ঠিক্ ব'ল্‌তে পারি ইনি আমাদের রাজপুত্র, বিলম্বে কায' নাই, চল, মন্ত্রী মহাশয়কে বলি গিয়া, "দেরী" ক'রলে হ'বে না, জানি কি দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি পলান। কেমন উন্মাদিনি! মন্দ বলি'ছি?"

তৃতীয় সহচরী। "না ভাই বেস পরামর্শ ব'লছিস্, চল্ ভাই, মন্ত্রীকে বলি গিয়া!"

[রাগিণী—ইমন কল্যান। তাল—আড়াখেমটা।]

চল যাই রাজ বাটীতে আমরা সবে সখী মিলে!
জল তুলে ভাই আয় না তোরা প্রেমালাপে যাই গো চল।

রাজপুত্র এসেছেন হেথা,
মরি! কি সুখের কথা,
বলি গিয়া মন্ত্রী যথা,
এ সমাচার কুতুহলে।

রাজ সহচরীরা তদনন্তর সরোবর হইতে জলানয়ন পুরঃসর রাজবাটীতে গমন করিল এবং মন্ত্রীকে তাবৎ বিবরণ জ্ঞাত করিল। মন্ত্রী জন কতিপয় রাজ সভাসদ সঙ্গে করিয়া সরোবর তটে আসিলেন।—নলিনীকান্তের দৃষ্টি তদভিমুখে পড়িল—তাহাতে নলিনীকান্ত তাঁহাকে পরিচিত জ্ঞান করিলেন, কিন্তু তিনি কে, অথবা তাঁহাকে কোথায় দেখিয়াছেন, নলিনীকান্ত কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন না। অনেক চিন্তার পর তাঁহার ভ্রম দূর হইল, তিনি জানিতে পারিলেন, ঐ পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার পিতার মন্ত্রী। ফলে ক্রমে তাঁহার ভ্রম একেবারে তিরোহিত হইলে তাঁহার নয়নাগ্রে কাশ্মীর রাজ্য বিরাজ করিতে লাগিল। তখন তিনি আহ্লাদে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া এবং মন্ত্রীর নিকটে গমনোদ্যত হইলেন। মন্ত্রী তাঁহার অন্তর্ভাব বুঝিয়া বিলম্ব ব্যতীত তাঁহার সমীপে গিয়া তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। উভয়ে সাতিশয় কুতুহলাক্রান্ত হইলেন, নানা বাক্যালাপের উদ্যোগ হইল, কিন্তু মন্ত্রী নলিনীকান্তকে

বাক্যালাপ হইতে ক্ষান্ত করিয়া তাঁহাকে এবং রসিক রঞ্জনকে স্ব নিলয়ে লইয়া গেলেন।

মন্ত্রী, রাজপুত্র ও রসিক রঞ্জনকে বাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের কুৎসিত বেশ মোচন করিয়া অপূর্ব্ব বেশ পরাইলেন, অনন্তর আহারীয় সকল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রাজপুত্রেরা আহার করিলে তিনি তাঁহাদিগের নিউদ্দেশের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজপুত্রেরা সংক্ষেপে তাহা বর্ণন করিলেন।—এমন সময়ে রজনী মলিন বেশে আগতা হইল—মন্ত্রী সে দিবস রাজতনয়দিগকে রাজালয়ে লইয়া গেলেন না।

পরে পর দিন প্রত্যূষে তিনি রাজার নিকটে শুভ সংবাদ দিলেন, নলিনীকান্ত সুস্থ শরীরে রাজ্যে আসিয়াছেন। লোকের মৃত স্ত্রী পুত্র পুনর্জীবিত হইলে সে যেমন সন্তোষ-বিহ্বল হয় রাজা অনুরূপ হইলেন,—একেবারে হর্ষে অবসন্ন হইলেন, তাঁহার বুক্ ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল, তাঁহার অন্তর্ভাব কি, বোঝা ভার—শোক, কি হর্ষ অনুভব করা দুষ্কর। যাহা হউক, তিনি পুত্রের সুভাগমন বার্ত্তা শ্রবণে পুলোকে মোহিত হইলেন এবং চতুরঙ্গিণী সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া বাদ্য কোলাহলে প্রিয় তনয়কে গ্রহণ করিতে

অগ্রসর হইলেন। মন্ত্রী অগ্রবর্ত্তি হইয়া, নলিনী-কান্তকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে রাজ সদনে উপস্থিত করিলেন। নলিনীকান্ত পিতৃ সন্দর্শনে আহ্লাদে গদ্গদ্ চিত্ত হইয়া রাজাকে প্রণিপাত করিলেন। রাজা পুত্র বিরহে সন্তাপিত ছিলেন, তাঁহাকে পাইয়া, আনন্দে মগ্ন হইয়া সস্নেহে আলিঙ্গণ করিলেন। আনন্দের সীমা নাই, উভয়ে এরূপ উল্লাসিত হইলেন যে ক্ষণকাল কাহারও মুখ হইতে বাক্য প্রকাশ পাইল না, অনেক ক্ষণের পর তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা দ্বারা প্রীত হইলেন। অনন্তর সকলে রাজবাটীতে গেলেন। রাজপুরে আনন্দ কল্লোল হইল—সকলের নিরানন্দ দূরে গেল—সকলের আস্যে হাস্য—সকলের মুখে আনন্দসূচক বাক্য। পরে রাজা পুত্রকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে গেলেন। অন্তঃপুরস্থিতা অঙ্গনাগণ নলিনীকান্তের আগমন সংবাদ শুনিয়া কুতূহলে একেবারে উন্মাদিনী হইয়া ছিলেন। নলিনীকান্ত পিতার সহিত অন্তঃপুরে গেলে, যিনি যে ভাবে ছিলেন, তিনি সেই ভাবে—সেই বস্ত্রাভরণে, তাঁহাকে ত্বরায় দেখিতে আসিলেন। সকলেই যেন আত্ম-বিস্মৃতা, কাহারও যেন "লজ্জা স্মরণ" নাই।—নলিনীকান্ত জননীকে

বিনম্রে প্রণাম করিলেন এবং চির বিরহিণী প্রেয়ষীকে মৃদু স্বরে সম্ভাসিলেন। আত্মীয়বর্গ ও পৌরেরা সকলে একত্রিত হইয়া নলিনীকান্তের প্রতি সস্নেহে অনিমেষ নেত্রে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—সকলের আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল, যেন পাষাণের মূর্ত্তি তাঁহারা এরূপ স্থির ভাবে রহিলেন। অনেক ক্ষণের পরে সুখ, দুঃখ-সূচক বাক্যালাপ হইতে লাগিল। এই উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া কারুণিক ভাবের আবির্ভাব হয়, উপস্থিত রঙ্গ ভুমি যেন করুণাময়। আহা! সেই বিমল রূপ-প্রতিভায় সজ্জিতা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কামিনীগণের করুণাভাবে তাঁহারা আরো মাধুর্য্য-বতী হইয়াছেন—অশ্রুনয়না হইবাতে তাঁহাদিগের রূপ যেন আরো উজ্বল দেখাইতেছে! কি শোভা!—কি মনোহর দৃশ্য! পৃথিবীর যেন সহস্র সহস্র সুখ, সহস্র সহস্র আনন্দ বিরাজমানা!

সে যাহা হউক, নলিনীকান্ত একে একে সকল গুরুজনকে প্রণাম করিয়া—তাঁহাদিগকে যথা বিহিত সম্ভাষিয়া, পিতার সঙ্গে রাজ সভায় আসিলেন। রাজ নিকেতন হর্ষে পরিপূর্ণ, যেন মহা মাঙ্গলিক ঘটনা ঘটিয়াছে—যেন কোন মহোৎসব উপস্থিত—বদান্য চন্দ্রভীম রাজার কোষাগার এখন মুক্ত হইয়াছে—রাজা প্রিত

কিয়ৎ কাল এই রূপে সুখেতে যায়—নলিনীকান্তের নিউদ্দেশ বিবরণ সকলে ক্রমে ক্রমে অবগত হন। নলিনীকান্ত যে দিবসে রাজবাটীতে আসেন রসিক রঞ্জন সে দিবস মন্ত্রীর আলয়ে ছিলেন, রাজার সহিত সে দিবস সাক্ষাৎ অবিধেয় জ্ঞানে তিনি রাজবাটীতে যান নাই। পর দিন নলিনীকান্ত তাঁহাকে রাজ গোচর করিয়া তাঁহার নিকটে হৃদয় বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন—রাজা পরম প্রিত হইয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে রাজবাটীতে কিয়ৎ দিন রাখিতে যত্ন করেন—রসিক রঞ্জন কাশ্মীর রাজালয়ে কিয়ৎকাল থাকেন।

একাদশ অধ্যায়।

সুশীলা—রাজবাটীতে নৃত্য গীত—রসিক রঞ্জন স্বদেশে গমন করেন।

এক্ষণে আমরা নলিনীকান্তের প্রণয়িণী সুশীলার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখি।

নলিনীকান্ত যে দিবস রাজবাটীতে আসেন, সে দিবস রজনীতে তাঁহার শয়নাগারে প্রণয় সম্বন্ধীয় এক কারুণীক ঘটনা ঘটে। তিনি শয়নাগারে উপস্থিত হইয়া খট্টার উপর এক অপরূপ ভাবাপন্ন পদার্থ দেখেন। গৃহে প্র-

বেশ করিবামাত্র এক বিষণ্ণা, অশ্রুপূর্ণা রমণী তাঁহার নেত্রাধিনী হন। বিষণ্ণা হইয়াও ঐ রমণী সুবেশা এবং অঙ্গাভরণে বিভূষিতা, তদ্দ্বারায় প্রতীয়মান হয় তাঁহার অন্তরে কেবল পরিতাপোপাখ্যান বিরাজ করিতেছে না—হর্ষও আছে। সুদ্ধ পরিতাপিনী হইলে তাঁহার বেশ এরূপ হইত না, অবশ্য মলিন হইত, যৎ কালে হর্ষ আছে, তখন তাহার এক চিহ্ন অবশ্য থাকিবে, অতএব বসন-সুচারু ও অঙ্গাভরণ তাহার চিহ্ন। ঐ কামিনী পূর্ণ-যৌবনা, কিন্তু দুঃখেতে কৃষাঙ্গী, তথাপি রূপের ছটা এরূপ মনোহারিণী, যে তাহা অনায়াসে মন হরণ করে। নিশিথিনী শ্যামল মেঘপুঞ্জে মলিনা হইলে—মেঘ হইতে বারি ধারা পতিত হইলে—তৎকালে সুধাংশু বিমল রূপ-প্রতিভায় প্রকাশিলে তিনি যেমন রম্য হয়েন—সজল জলদ যেমন তাঁহার দুঃখের চিহ্ন হয়—রশ্মি হর্ষের চিহ্ন হয়, ঐ ললনা অশ্রু-নয়না হইয়া, অন্তরে বিশেষ ভাবোদয় জন্য মধ্যে মধ্যে হাস্য করাতে, তিনিও তদ্রূপ রম্যা হইয়াছিলেন। নলিনীকান্ত গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার "ভ্রুক্ষেপও" হইল না, তিনি যেন আপন আন্তরিক ভাবেই বিহ্বলা—অন্যত্রে যেন মনোযোগ নাই।

ঐ রমণীর নাম সুশীলা, স্বভাবতঃ তিনি সু-শীলাও বটেন, কিন্তু তিনি দুঃখ-বিহ্বলা; ফলে তি-নি প্রেম-বিহ্বলা হইয়া দুঃখ-বিহ্বলা হইয়াছেন। নলিনীকান্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া সহর্ষ-বিষাদিনী সুশীলাকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন—এক দৃষ্টে তাঁহার ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন —তাঁহার চরণ আর চলে না—তিনি যেন কত দোষাপন্ন বশতঃ সভীত। চরণের ইচ্ছা চলে, কিন্তু মন তাহাকে নিবারণ করে। অনেক ক্ষণের পর তিনি সুশীলার নয়ন গোচার হইলেন—সা-ধ্যা রমণীর আর কি সে ভাব থাকে, তিনি অ-মনি সহর্ষে, অশ্রু নয়নে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করি-তে উঠিলেন।—তাঁহাকে প্রণাম করিলেন— প্রণাম করিয়াই তাঁহার গলে কোমল হস্ত সংলগ্ন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গণ করিলেন।

উভয়ের বদন মলিন—নয়নে অশ্রু ধারা, কিন্তু অন্তরে কি পর্য্যন্ত স্বাচ্ছন্দ বলিতে পারি না। আহা! সেই আলুলায়িত-কেশা, সজল লোচনা, ললনা প্রবাস সমাগত কান্তের গলদেশ জড়িয়া আলিঙ্গণ করাতে কি বিচিত্র শোভা প্রকাশিল!

পতি-পরায়ণা প্রণয়িণীর এ রূপ ভাব দেখিয়া নলিনীকান্ত করুণার্দ্র হইলেন এবং সস্নেহে

চুম্বনালিঙ্গণ করিলেন—তাঁহার নয়নাশ্রু মোচন করিলেন। অতঃপর সুশীলা করুণা-বিমোহিত বচনে কহিলেন;—

"নাথ! অভাগিণীকে নিরাশ্রিণী করিয়া এত দিন কোথায় ছিলে? প্রিয়! তোমার বিরহে আমি নিরন্তর অশ্রু জলে ভাসিতাম—হা হুতাষে প্রাণ দগ্ধ হইয়াছিল—জগৎ শূন্যময় দেখিতাম—জগতে কিছুই সুখ নাই অনুভব করিতাম। দিবসে আত্মীয় জনের সহিত বাক্যালাপ করিয়া যদিও যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ মোচন হইত, রাত্রে সে দিগুণ বাড়িত। প্রাণ কান্ত! মর্ম্ম ব্যথার কথা আর কি কব, যে যাতনায় যামিনী যাপন করিতাম তাহার স্পষ্ট চিহ্ন শরীরে বর্ত্তমান আছে। লতা যেমন তরুর আশ্রয় ভিন্ন স্বচ্ছন্দে থাকে না—পুষ্টাঙ্গিণী হয় না, অনাথার গতিও তেমন। প্রাণ! তুমিই কি সুখে ছিলে, আমার তো কোন মতে বিশ্বাস হয় না, আমার না হউক এই বৃদ্ধ পিতা মাতা—এই অতুল ঐস্বর্য্য—গৃহ বাসের বিপুল সুখ সম্ভোগ না করিয়া (শুনিলাম) মলিন বেশে অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়া কি তোমার আহ্লাদ হইয়াছিল? আহা! যিনি বিমল শয্যায় শয়ন করেন—কত উপাদেয় আহার করেন—রথে গমন করেন—প্রিয়তমার পবিত্র

আলিঙ্গণে বঞ্চেন, তিনি প্রবাসী হইয়া পথ ভ্রমণ করিয়া—ধরাসনে শুইয়া কত কষ্টই পাইয়াছেন! না জানি তোমার কত ক্লেশ হইত—পথশ্রমে কত ব্যথা পাইতে—ঐ কোমল চরণ চলনে কত যাতনা পাইয়াছে—আহা! যখন তুমি ম্রিয়-মানা হইতে তখন তোমায় কে মিষ্ট সম্ভাষণে শান্ত করিত! কিন্তু নাথ! সামান্য, অপবিত্র, প্রেমে পড়িয়া তুমি এত যন্ত্রণা সহিয়াছিলে এ চির স্মরণীয় থাকিবে এবং এই আমার প্রধান মর্ম্ম ব্যথা। তুমি যা' কর তা'তে আমি বাধা দিতে পারি না, কেন না আমি তোমার অধীনা, কিন্তু এ মনে জানিও কু দিকে গেলেই মন্দ ঘ'টবে।”

এই অকপট, সস্নেহ বচন শুনিয়া নলিনীকান্ত আত্ম দোষ স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়া প্রেয়সীর করে ধরিয়া বিনম্র স্বরে কহিলেন;—

“প্রিয়ে! এমন সাধ্যা স্ত্রী তোমাকে ফেলিয়া যখন আমি গিয়াছি তখন পদে পদে যন্ত্রণা ঘটিবে সন্দেহ কি? আমার পদে পদে দোষও হইয়াছে, সে জন্য আমি অত্যন্ত খুন্ন আছি। আমার অনুরোধে তুমি এ সকল বিস্মরণ কর। আমি তোমার যোগ্য পতি নই, তুমি আমার আরাধ্যা রমণী বট।”

"সে কি নাথ! এমন কথা কহিও না, আমার কি গুণ আছে। তুমি আমার নয়নে সেই মহা গুরু, আমার কাছে তোমার কি অপরাধ আছে, তোমার দোষ থাকিলেও কি তুমি আমার কাছে নির্দোষী, আমার নয়নে তুমি সেই পবিত্র ধ্যেয় বস্তু।"

প্রিয়ে! তুমি সাধ্বী স্ত্রী, তোমার বচন কখনও অন্যায় ও অযোগ্য নয়, তাহা শুনিয়া আমার অন্তর্দাহ শীতল হয়। আমার কত অধর্ম্ম ছিল, যে তোমাকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে গিয়া ছিলাম, তাহা অমনোযোগ কর। প্রেয়সি! আমার দোষ অগ্রাহ্য কর।"

ইত্যাদি রূপ কথোপথনে তাঁহারা আমোদ প্রমোদে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

নলিনীকান্ত পর দিন রাজ সভাতে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে রসিক রঞ্জন রাজার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে ছিলেন—রাজা পুত্রকে স-স্নেহে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া রাজ্যের নানা সম্বাদ শ্রবণে কুতূহলাক্রান্ত হইতে লাগিলেন এবং পারিষদ্ মন্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, "নলিনী-কান্তের শুভা গমনে রাজ্যের সম্বাদ সুখজনক, প্রজারা কুশলে স্বাচ্ছন্দ ভোগ করিতেছে! আ-হা! এতদপেক্ষা আর কি সুখ আছে। বিশেষতঃ

অদ্য পূর্ণিমা, আজ্জি কি আনন্দের দিন। আহা! আজ্জি যেন সকলে আনন্দে থাকে। রাজবাটীতে এই রজনীতে আমি নৃত্য গীত দিব তুমি তা'র উদ্যোগ কর।”

মন্ত্রী বিনীতে তাহাতে স্বীকার প্রদানে গমন করিলেন। এদিকে ক্রমে ক্রমে যেমন দিবাবসান হইতে লাগিল, মন্ত্রী তেমন রাজবাটী সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। দিবাবসান হ'ল——ইন্দু-কান্ত প্রকাশিল—সুধাকর উঠিলেন—জ্যোতি-রূপে, নক্ষত্র-আভরণে সাজিলেন। রাজবাটীতে দীপরাজি সারি সারি সাজিয়া আপনাপন রূপ-কান্তি বিস্তার করিল, রাজবাটীতে সকলি যেন মাঙ্গলিক চিহ্ন—হর্ষের চিহ্ন। চন্দ্র হাসিতে-ছেন—যামিনী বাড়িতেছে, এমন সময়ে নয়ন কেমন সচঞ্চল হইল—নাট্য শালায় কিসের উজ্বল প্রতিভা—নাট্য শালা হঠাৎ রমণীয়। “ঐ দিকে কাহারা সাজিয়া সকলি আলোক-ময়—সকলি পুলকময় করিতেছে! অগো বিদ্যা-ধরিগণ! না তোমাদিগকে কি বলিতা সম্বোধন করিব—তোমাদিগের রূপেতেই মোহিত হই-লাম—যে রূপের প্রভা আমার নয়ন, সুস্থিরে দেখিতে পারে না—তথাপি অনুক্ষণ দেখিতে ক্ষান্ত হয় না! তোমাদিগের রূপ আমার এই

সতৃষ্ণ নয়নে এরূপ অলৌকিকরূপে বর্ত্তমান যে তাহা লৌকিকে স্থান পায় না—সুতরাং আমি তোমাদিগকে স্বর্গণিকা স্বরূপা দেখি! অলো রঙ্গিণিগণ! তোমরা কি আমার মন হরণ করিলে—হরণ করিয়া বড় সুখে আছ—বিম্বোষ্ঠে মৃদু মৃদু হাসিতেছ—ভাল ভাল এ রঙ্গ ভাল! তোমাদিগের সুখের সময় হ'ল, আমার নেত্র যে চঞ্চল হ'ল—মন যে কাতর হ'ল।—কি রঙ্গই শিখিয়াছ—এত নাট কিসের জন্যে!" সেই নাট্যশালায় লাবণ্যবতী নর্ত্তকীগণ প্রবেশ করিলে কোন কোন প্রেমিক ব্যক্তির মুখাগ্র হইতে এরূপ বচন প্রকাশ হইল। নর্ত্তকীগণ উপনীতা হইয়া নর্ত্তনারম্ভ করিলে কিয়ৎ বিলম্বে কাশ্মীরাধিপতি নলিনীকান্ত, রসিক রঞ্জন ও পারিষদগণ সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলেন। নাট্যশালার শোভা কেমন! পুষ্প মালা—পুষ্প হারে—পুষ্পচন্দ্রাতপে সজ্জিত হইবায় তাহার শ্রী কি মোহনীয়! হীরকে খচিত, ময়ূর পুচ্ছে শোভিত, রৌপ্যে মণ্ডিত রাজ সিংহাসন কি দৃশ্যমনোহর।

মরি মরি সেই নর্ত্তকীগণ ঠমকে ঠমকে, হেলিয়া দুলিয়া কি নাচন নাচিল! কি বাহার! নিতম্বের কি প্রীতিকর ঢল ঢল গতি! আহা!

তাহাদিগের নেত্রাপাঙ্গের ভঙ্গিই বা কি মনো-হারী। সেই রাজারই বা আনন্দ কত! পুত্র বিচ্ছেদে তিনি এত দিন সন্তাপী ছিলেন, সেই পুত্রের আগমনে, বিশেষতঃ সেই উপলক্ষে নৃত্য গীত হইবাতে তাঁহার অসীম আনন্দ অবাধে আবির্ভূত হইল এবং তিনি সহাস্য বদনে সভায় দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন;—

"এই রজনী কি অনির্ব্বচনীয় সুখময়ী! আহা! জ্যোতি-শুক্লাম্বরে বিভুষিত পূর্ণ যৌবনসংযুত শশী এই নিশিকে কি বিমলা করিয়াছেন! চতুর্দ্দিকে সকলি নেত্রানন্দময়! আজি যেন সকলের আনন্দ জন্মায়—যাহার যে দুঃখ আছে তাহা যেন মোচন হয়।"

রাজার এবম্প্রকার উক্তি শুনিয়া সকলেই তাহার পোষকতা করিলেন এবং আনন্দ ধ্বনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নর্ত্তকীরা কুতূহলে নাচিতে আরম্ভ করিল এবং তান, লয়, বিশুদ্ধ সুললিত রাগিণী ভাঁজিতে লাগিল। ক্রিড়া-প্রিয় হংসরাজি সরোবর জলে কেলী করিলে তাহাদিগের গতি যেমন সুন্দর দেখায় ঐ পন্যাঙ্গনাগণ মৃদু মৃদু চরণ চালনে নৃত্য করাতে তাহাদিগের গতিও অবিকল সুন্দর হইয়াছিল। তাহাদিগের নর্ত্তনে সকলেই মোহিত হইয়া

ছিলেন এবং অনিমেষ নয়নে তাহাদিগকে দেখিতে ছিলেন, ইতিমধ্যে তন্মধ্যে এক সুন্দরী সুমধুর স্বরে এই চিত্ত-বিনোদী "সারি গামা" ইত্যাদি স্বর সমন্বিত গানে সকলকে শৃঙ্গার রসে আর্দ্র করিলেন ;——

[রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া খেমটা।]

কোথা গেলে প্রাণনাথ করে পাগলিনী,
গেল গেল গেল হেন সুখের যামিনী !
এস এস প্রাণধন,
বাঁচে তবে এ জীবন,
মিছে কেন অকারণ
কর অনাথিনী !

এই সুললিত গানে সকলেই মোহিত হইলেন—রঙ্গিণীগণের ভাব ভঙ্গীতে সকলেই ভুলিয়া গেলেন। বিশেষতঃ প্রেমিক জনেরা প্রেম-বিহ্বল হইলেন, কিন্তু নলিনীকান্তের বিহ্বলতা সকলের অপেক্ষা প্রগাঢ়, তিনি যে কি ভাবে আছেন, কি সুখ অনুভব করিতেছেন বোঝা দুষ্কর। তাঁহার চক্ষের পাতা পড়ে না, স্বৈরিণীগণকে তিনি যেন সোনার প্রতিমা দে'খ্‌ছেন। মনে মনে সব ক'রছেন, যেন কত অলৌকিক আনন্দে আছেন। তাহাদিগের

নেত্রাপাঙ্গের ভঙ্গী এবং দোদুল্যমান নিতম্বের গতি দেখিয়া তাঁহার অঙ্গ শীহরিতেছে, তাঁহার প্রায় স্মরদশা উপস্থিত। যা হ'ক, তিনি এক প্রকার মজায় আছেন, কিন্তু সে মজায় কি করে "আসল" কায না পাইলে তো হয় না, এজন্য তাঁহার মন বিহারাভিলাষে উদ্বিগ্ন আছে। রঙ্গের রঙ্গিণী হ'লে রঙ্গ বোঝে, অতএব নর্ত্তকী-গণ তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার অন্তর্ভাব জানিতে পারিয়াছে এবং জা-নিয়া তাঁহার দিকে নয়নাপাঙ্গে দেখিতেছে। সাবাস লো স্ত্রী জাতি! তোমরা আবার অবলা! যাহারদিগের নয়নেতে বিষ আছে—যাহাদিগের ভ্রূভঙ্গী সাধুকে "খুন" করে, তা'রা আবার অবলা—সরলা! বেস বিচার বটে! হায় লো! তোমরা যে কি রূপ মায়ারূপিনী—যাদুরা কত যাদুই জান আমার মন নিদর্শন পায় না। মানুষ তো এক "রোগে" মরে, আর এক অস্ত্রে মরে, কিন্তু তোমরা যে কি কৌশলে বিনা অস্ত্রে মার ভাবিয়া ইহার তত্ত্ব পাই না। যখন লোকে বলে যাদু বিদ্যা আছে, মন্ত্র আছে, তখন আমরা উপহাস করিয়া তাহাকে লজ্জিত করি, কিন্তু তোমাদিগের সময়ে আমরা হতজ্ঞান হই। পৃথিবীর মধ্যে তান, লয়, মান, রাগ, রাগিণীর ক্ষমতা তো

অসীম দেখি, কিন্তু সেই রাগিণী প্রভৃতি তোমা-দিগের আশ্রয় ভিন্ন কমনীয় হয় না, অতএব তোমাদিগের ক্ষমতা যে কত বড় তা' ভাবিতে গেলে তো আর জ্ঞান থাকে না। তোমরা যে স্বাভাবিক কি মোহিনী বিদ্যাই জান বলিতে পারি না, অধিক কি বলিব তোমাদিগের পদস্থ মলের ধ্বনি শুনিলে কোন্ তপস্বীর না যোগ ভঙ্গ হয়?

রঙ্গিণীগণকে দেখিয়া নলিনীকান্তের তো মন অধৈর্য্য, তিনি কুরঙ্গিণীর অত্যাচার দেখিয়া-ছেন, রসিক রঞ্জন নিকটে শুনিয়াছেন, রসিক রঞ্জনেরও অবস্থা দেখিয়াছেন, কিন্তু শুনিলে কি হয়—দেখিলে কি হয়—"অবলা সরলা" স্ত্রীর কাছে মন স্থির ক'রতে পা'রলে হয়—তাকি হ'বার যো আছে! সেই কুরঙ্গিণীই এখন মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিন্তাধিকারিণী হইয়াছেন। স্ত্রী জাতির এমন ক্ষমতাই বটে!

নলিনীকান্ত এখন এই ভাবের ভাবী, ইতি-মধ্যে, মধ্যে মধ্যে অন্য ব্যাপারও হইতেছে, কেহ ব্যক্তি-প্রত্যেককে তাম্বুল দিতেছে, কেহ মনের সাধে "বাহবা বাহবা" ধ্বনি করিতেছে, কেহ শ্রোতাদিগের কুসুম মালা দিতেছে, কাহার মনে অধিক ভাবোদয় হওয়াতে গালে

হস্ত দিয়া বসিয়া আছে, কেহ হয় তো আমোদ প্রমোদে সহাস্যে বাক্যালাপ করিতেছে, নারী-গণের তান ধ্বনি স্থলান্তরে প্রতিধ্বনি রূপে অধিষ্ঠান করিয়া লয় পাইতেছে। সকলে বড়ই আমোদে আছেন, কাহারো বিরষ বদন নয়, তবে প্রেমাশে বা' কুতুহল-ম্রিয়মানা মন। এ দিগে রজনী বাড়িতেছে, চন্দ্র ষোড়শ কলায় জাজ্বল্যমান হইয়া রূপের ছটা সম্পূর্ণরূপে বিস্তীর্ণ করিতেছেন এবং বিস্তীর্ণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে স্থলান্তরে পলায়নের পন্থা দেখিতে-ছেন। যামিনী প্রায় আপন উপস্থিত অধিকার পরিবর্জ্জনে তৎপরা হইয়াছে, এমত সময়ে রাজ সভা ভঙ্গ হইল এবং রাজা রাজপুত্রগণ এবং রাজ পারিষদবর্গ ক্রমে ক্রমে আপন আ-পন স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। নর্ত্তকীরা নানা পুরস্কার পাইয়া মনোল্লাসে বিদায় হইল।

পরদিন রাজ সভায় রাজার অধিষ্ঠান হইলে রসিক রঞ্জন রাজার সম্মুখীন্ হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বিনম্রে নিবেদন করিলেন ;—

“রাজন্ ! বহুকাল হইল আমি স্ব দেশ-ত্যাগী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিতেছি, ইহাতে আমার পিতা মাতা কত দূর পর্য্যন্ত

ভাবাপন্ন আছেন বলিতে পারি না, প্রত্যুত তাঁহারা কি অবস্থায় আছেন জানি না, অতএব আমার আর অধিক দিন প্রবাসে থাকা কোন প্রকারে উচিত নয় এ নিমিত্ত মিনতি করি সানুগ্রহ প্রকাশে আমাকে অদ্য বিদায় করুণ।"

রাজা এতচ্ছ্রবণে তাঁহার মতে সম্মত হইয়া অশ্বচতুষ্টয়সংযুত এক অপূর্ব্ব রথ সজ্জা করাইয়া নেপাল রাজকে নানা দ্রব্যের উপহার দিয়া রসিক রঞ্জনকে বিদায় করিলেন। রসিক রঞ্জন রাজাকে প্রণাম করতঃ পূর্ব্ব হিতৈষী বন্ধু নলিনীকান্তের নিকটে ভূয়ঃ ভূয়ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া মিষ্টালাপে তাঁহার নিকটে বিদায় হইয়া স্ব দেশে যাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নলিনীকান্তের উদ্বিগ্ন এবং দ্বিতীয় বার পলায়নোদ্যোগ—কুরঙ্গিণীর উপবনে পুনঃ পলায়ন—এক ভীষণ রজনী এবং এক শোকপূর্ণ উপাখ্যান—মরণ।

রসিক রঞ্জন স্ব দেশে যাত্রা করিলে নলিনীকান্ত সাতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইলেন, সেই উদ্বিগ্ন

নিতান্ত রসিক রঞ্জনের গমনে হয় নাই, ইহার ভাব ভিন্ন রূপ। তাহা প্রেমোদ্ভব,—সেই নর্ত্তকীগণকে দেখিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদিগের নর্ত্তন দর্শনে—মধুময় সংগীত শ্রবণে, তাঁহার পূর্ব্ব প্রেম নবীন নবীন উল্লাস—নবীন নবীন আশ্বাস প্রদানে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে। কুরঙ্গিণীর প্রতিমূর্ত্তি এক্ষণে তাঁহার মনোমধ্যে অঙ্কিত হইতেছে, তিনি সেই ললনার রূপ-মাধুরী ও প্রেমালিঙ্গণ স্মরণ করিতেছেন, কুরঙ্গিণীর সহিত সহবাস, তাঁহার নিকুঞ্জে ও শৈলে ভ্রমণ—বায়ু সেবন, প্রেমালাপ, কৌতুক, নৃত্য, গীত, তাঁহার অন্তরে ইত্যাদি মনোজ্ঞ বিষয় উপস্থিত হইতেছে। হয় তো আত্ম-বিস্মৃত হইয়া অনুমান করিতেছেন, কুরঙ্গিণী যেন তাঁহার পার্শ্বে বর্ত্তমানা আছেন—তিনি যেন তাঁহার সঙ্গে রসরঙ্গে কেলী করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার বদনের ভাব দেখিলে প্রতীত হয় তিনি যেন কত শোক-তরঙ্গিণীতে ভাসমান হইয়াছেন, প্রত্যুত তাঁহার মনে এরূপ উদ্বিগ্ন বটে, তাঁহার অন্তর প্রেমানলে দহিতেছে না, প্রমাশানলে দহিতেছে, কিন্তু প্রকৃতরূপে চিন্তানলে দহিতেছে, সেই চিন্তা প্রেমাশা হইতে উৎপন্ন। সাগরে পতিত অনাশ্রিত লোক

আশ্রয় পাইয়া, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইলে সে যেমন বিকলেন্দ্রিয়—ছুতাষ-পরতন্ত্র হয়, তিনি তন্মত হইলেন। কুরঙ্গিণীর যে এত দোষ তাহা তিনি বিস্মৃত হইলেন, তিনি এখন মনে মনে "আমার কুরঙ্গিণী" বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

নলিনীকান্ত প্রেমাভিলাষী হইয়া দিন দিন কেবল প্রেম তত্ত্বই করেন, কেহ প্রেমের পরিচয় দিলে প্রফুল্ল হন, তাঁহার আর কিছুতে সুখ নাই, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। দিন যামিনী প্রেমের ধ্যান করেন, শেষে চিন্তায় তাঁহাকে এরূপ অভিভুত করিল যে তিনি যামিনী যোগের সুখময়ী নিদ্রা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

এই ভাবনা-তৎপর প্রযুক্ত তাঁহার কলেবর ক্রমে ক্রমে বিকল হইতে লাগিল—প্রতিমূর্ত্তি শ্রীহীন হইতে লাগিল। এমন যে কাঞ্চন-রূপ রূপ ক্রমে তাহা বিরূপ ধারণ করিল।

পুরজনেরা তাঁহার ঈদৃশী ভাব দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন, তাঁহারা তাঁহার উচাটনের কারণ অনুভব করিলেন। কাশ্মীরাধিপতি পুত্রের প্রেমোন্মনা বশতঃ শারীরিক জীর্ণতা দেখিয়া মনস্তাপে কাতর হইলেন—এ রোগের ঔষধ বিষম, অতএব রাজা পুত্রের প্রেম জ্বর কি প্র-

কারে উপশম করিবেন স্থির করিতে পারেন না। রাজা নলিনীকান্তকে সতত নিকটে রাখেন, সতত ধর্ম্মের চর্চ্চা করেন—শাস্ত্রালাপ করেন, নলিনীকান্তের যাহাতে চিত্ত বিনোদন হয় তাহার চেষ্টা করেন, কিন্তু করিলে কি হইবে অবশেষে সকলি নিস্ফল হয়।

কিয়ৎ কাল ঈদৃশী ভাবে বিগত হয়, নলিনীকান্ত উত্তরোত্তর ম্রিয়মানা হন—তাঁহার চিন্তা ক্রমে এরূপ বর্দ্ধিত হইল, যে তিনি বাতুল-প্রায় হইলেন। তাঁহার প্রেমাস্পদা রমণী তাঁহার কুপ্রবৃত্তি দেখিয়া সাতিশয় খিন্নমানা হইলেন এবং বিনয় বাক্যে তাঁহাকে অহরহ বুঝাইলেন, নলিনীকান্ত কেবল তাঁহার অনুরোধে এবং তাঁহার নিতান্ত সরল স্বভাব ও স্বামী পরায়ণতা জন্য উপস্থিত সময়ে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইতেন, পরক্ষণে কুরঙ্গিণীকে ভাবিতেন, কিন্তু সেই ভাবনা কালে সুশীলাকে বিস্মৃত হইতেন না, হইবেনই বা কেন? আহা! এমন প্রণয়িনীর গুণ্ কোন্ নরাধম বিস্মরণ করিতে পারে! যাহার পত্নী এরূপ ধর্ম্ম পরায়ণ জগতে সেই মনুষ্যই সুখী! নলিনীকান্তও ইহা জানিতেন, ফলতঃ জানিলে কি হয় তাঁহার কার্য্য তো তদুপযুক্ত নয়, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমের জয়; যাহাকে

এ রোগ ধরে তাহার কি সুমতি হয়, না তাহার নিস্তার আছে, এহেতু নলিনীকান্ত মহা প্রমাদে পড়িলেন।

নলিনীকান্ত প্রেম চিন্তায় কিছু দিন কাতর হন ইতিমধ্যে একদা তিনি রাজবাটীর অদূরবর্ত্তি এক উদ্যানে বায়ু সম্ভোগে গেলেন। তিনি এই উদ্যানে মধ্যে মধ্যে আসিতেন, কিন্তু তাঁ-হার পলায়ন চেষ্টা প্রতিরোধ করিবার জন রাজা উদ্যান রক্ষকদিগকে সতর্ক করিয়াছিলে, অধিকন্তু তাঁহার গমন কালে অমাত্য বিশেষকে তাঁহার পশ্চাতে পাঠাইতেন, ইহাতে দুর্ঘট হইবার সহজেই সম্ভাবনা ছিল না। উপস্থিত দিনে সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে, নলিনীকান্ত উদ্যানে গিয়া অন্য দিনের ন্যায় ইতস্ততঃ পরি-ভ্রমণ করিতেছেন, তখন বেলা অবসান হইয়া-ছে—রজনী উপস্থিতা হইয়াছে, আকাশ মেঘা-চ্ছন্ন হইবাতে দিকসকল অন্ধকারাকীর্ণ হইয়াছে। নলিনীকান্ত বাগানে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক দুর গিয়াছেন, সেই বাগান অনেক বৃহৎ ছিল এবং অনেক তরুতে সমাকীর্ণ থাকিবাতে অদূরস্থ মনুষ্য দৃশ্যগম্য হইত না; নলিনীকান্তের “পশ্চাৎ চরেরা” সতত সতর্ক থাকিত, তাঁহার গতি, দুর হইতে অনুসন্ধান করিত, তিনি যে-

খানে যাইতেন তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিত, কিন্তু নিকটাবর্ত্তী থাকিত না, এমন কি শতাধিক হস্ত পরিমাণ দূরে থাকিত। নলিনী-কান্ত ক্রমশঃ যাইতেছেন, যাইতে যাইতে পশ্চা-তে দেখিতেছেন, পাছে কেহ তাঁহাকে তাড়না করে তাঁহার এ ভয় আছে। নলিনীকান্ত যে এত দূর গিয়াছেন তাঁহার রক্ষকেরা তাহা জানে না, তাহারা তৎকালে গল্প প্রসঙ্গে মত্ত হইয়া আপনাপন কর্ম্মে বিস্মৃত হইয়াছে। নলিনী-কান্ত উদ্যান অতিক্রমণ করিয়া রাজ মার্গে পড়ি-লেন এবং যাইতে২ রাজ বেশ খুলিয়া ফেলি-লেন, না ফেলিলে নয়, কারণ তাহা চিহ্নের স্বরূপ এবং শীঘ্র ধৃত হওনের উপায়। তিনি রাজ বেশ ফেলিয়া প্রায় দৌড়িতে লাগি-লেন, অনেক দূর অনেক ক্ষণ যাইতে যাইতে হিমালয়ের পূর্ব্ব পলায়নের পথ পাইলেন, সেই পথ দিয়া কুরঙ্গিণীর উপবনে ত্বরায় যাওয়া যায়। নলিনীকান্ত অনেক দূর গেলে আকাশ মার্গে অম্বরে অম্বরে ঘোর বিবাদ আরম্ভিল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল—গগণের স্বর্ণলতা সৌদামিনী প্রকাশিল—তৎপরে বর্ষণারম্ভ হইল।

মলিনা যামিনীতে এ সকল উৎপাত ঘটাতে চরাচর ভয়ে তটস্থ হইল, কোন দিকে কোন

প্রাণীর শব্দ নাই, শব্দের মধ্যে ঝড়ে পরিত্যক্ত বিহঙ্গীগণের কাতরোক্তি এবং ছিন্নভিন্ন অ-নর্গল দোলায়মান মহীরুহের মড়্ মড়্ শব্দ এবং ঝড়ের হুহু শব্দ। চারিদিকে ভীষণ মুর্ত্তি বর্ত্তমান, সকলই মলিন বেশী, বোধ হয় যেন সকলে গ্রাসোন্মুখ। বিশেষতঃ বজ্র, অবিশ্রান্ত পতিত হইবাতে তাহার হৃদয়ভেদী ভীষণ রব সকলকে ত্রস্ত করিল। একেবারে এই সকল মহা মহা উপদ্রব উপস্থিতে নিরাশ্রয়ী পথিক সহজেই প্রলয় জ্ঞান করেন। এই কালে কোন দিকে একটী মনুষ্যের সমাগম নাই তাহাতে প্রকৃতি ও পৃথিবীকে জনশূন্যা বোধ হয়। এখন মেদিনীর সেই রূপ কান্তি, সেই হৃদয়গ্রাহিণী লাবণ্য কোথায়! সকল সুখই বিগত, উদ্যানের মোহন মাধুরীও এমন সময়ে লোচনাপ্রিয়রূপে বর্ত্তমান। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এমন বিপন্ন কালে গৃহশূন্য, নিরাশ্রয়ী, শীতল জলে থরথর কম্প-মান-অঙ্গ এক পান্থ দুই সারি বৃক্ষাকীর্ণ নির্জ্জন স্থান দিয়া নিঃশঙ্কায় যাইতেছে। সেই পান্থের দুরবস্থা বিলোকনে মন ম্রিয়মানা হয়, সজল-নয়ন হইতে হয়। যেন কত গৃহ বিপাকে পড়িয়া তন্মোচনে তৎপর হইয়া অজ্ঞান-বিহ্বলে ভ্রমণ করিতেছেন, অথবা মহা দোষিত কর্ম্ম করিয়া

দণ্ড ভয়ে পলায়ন করিতেছেন, কিম্বা কোন অসাধারণ ঘৃণাবহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া লজ্জাপমান ভয়ে ধর্ম্ম গ্রাম ও সভ্যতার আগার পরিত্যাগ করিয়া অপবিত্র দেহ, লোকের গোচর হইতে লুকাইবার জন্য কোন লোক-বিরল স্থলে যাইতেছেন। ফলতঃ ইহাঁর কার্য্য, শারীরিক ও চরণ চালনের গতি দেখিয়া ইহাঁকে ক্ষিপ্তপ্রায় সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু তাঁহার ক্ষিপ্ততা বিমর্ষমূলক, না দৈব বিপাকে পতিত বশতঃ বিড়ম্বনামূলক, এখনও বলা কঠিন। ঝড় বহিতেছে, বৃষ্টি বাড়িতেছে, মেঘ গর্জ্জিতেছে, সকলেই ত্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু পথিক নিঃশঙ্কায় চলিতেছেন। অনেক দূর যান, অনেক বিজন স্থান অতিক্রমণ করেন, কতই যাতনা, কতই পথ কষ্ট পান—এই ঘোর নিশি, এই ভীষণ প্রতিমূর্ত্তিসমূহ, পথিক তবুও চলিতেছেন, চলিতে চলিতে রজনী মধ্য সীমা পশ্চাৎ করিতেছে এমন সময়ে এক স্থান দর্শন পথে দেদীপ্যমান। ঐ স্থান বিজন কানন, না রম্য উপবন, ঈদৃশী মলিনা নিশিতে কে সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু পথিকের অনুভব থাকিবে উহা লোক দ্বারায় বাসিত, সুতরাং ঐ স্থান তাঁহার পরিচিত স্থান, নহিলে তিনি তথায় প্রবেশ করিবেন কেন!

পথিক তথায় গেলেন, এ বড় আশ্চর্য্য যে যাইবা মাত্র তাঁহার বদন হইতে অনর্গল হাস্য প্রকাশ পাইল, তাঁহার যে কত আনন্দ উপস্থিত বর্ণনাসাধ্য। তিনি যাইতেছেন, যাইতে যাইতে দেখিলেন, নৈকট্য এক পর্ণকুটীর দ্বারে অনেক প্রহরী সঅস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই, প্রহরীরও ভ্রূক্ষেপ নাই, ইহাতে বোধ হয় ঐ স্থান নিশ্চয় তাঁহার পরিচিত স্থান, অথবা বাস স্থান। বৃষ্টি ঝম্ ঝম্ শব্দে পড়িতেছে এবং বৃক্ষের পল্লবে ছর্ ছর্ ধ্বনি করিতেছে—সম্মুখে বোধ হয় একটী সুরম্য অট্টালিকা রহিয়াছে, সেই অপরিচিত পান্থ ঐ অট্টালিকা নিরীক্ষণে কি পর্য্যন্ত কুতূহলাক্রান্ত হইলেন সামান্য রচনায় ব্যক্ত হয় না। সতৃষ্ণ চাতক বারি বর্ষণে কি আহ্লাদিত হয়, সাগরে পতিত নিরাশ্রয়ী আশ্রয় অবলম্বনে তাহার হর্ষই বা কত! পান্থের হর্ষ অসাধারণ, বর্ণনাতীত এবং অলৌকিক। মেঘদূত কাব্যের প্রেম-বিহ্বল ব্যক্তি জলধরকে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রেয়সীর তত্ত্ব বার্ত্তা বলিয়া যত সুখ পাইয়া ছিল, এই পান্থের সুখ সর্ব্ব প্রকারে ততোধিক। সেই প্রেমাস্পদ অট্টালিকা দর্শনে আহা! সে ব্যক্তি কত স্বাচ্ছন্দ

পাইলেন, কতই বা নিরাপদ অনুভব করিলেন, বোধ হয় সে সময়ে তাঁহার অন্তঃকরণ পুলোকে মোহিত হইয়া নৃত্য করিয়াছিল। তাঁহার আর কোন আশংকা নাই, কোন দিকে কোন মতে বিপদ হইবার আশংসা নাই, তিনি এতাধিক পথ কষ্ট বিস্মরণ করিয়াছেন। কিন্তু হে বিভ্রমি! তোমার এই পর্য্যন্ত দেখিতেছি, তোমার আশা বৃথা দেখি, না বলিলেও নয় আজি তোমার কি অবস্থা, ক্ষণ পরে আবার কি অবস্থা হইবে। আহা দুঃখিনি সুতঃ! এই যে তুমি আছ, আবার তুমি কোথায় যাইবে! আমরা ইত্যাদি যত ক্ষণ বলিতেছি ইহারও অল্প ক্ষণের মধ্যে ঐ মতি-ভ্রমী পান্থ পুলকে এরূপ মগ্ন হইলেন অথবা মোহে মুগ্ধ হইলেন, যে তাঁহার সতর্কতা-প্রদায়ক জ্ঞান তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। জ্ঞানবিহীন হইলে বিপদ নিকটাগত,—তিনি আহ্লাদে গদ্গদ চিত্তে অট্টালিকাভিমুখে যেমন দ্রুত যাই-বেন অমনি ভূমি তলে শায়িত লতায় তাঁহার পদাকীর্ণ হইল, তাহাতে তিনি একেবারে অবসন্ন হইয়া পতিত হইলেন—পতনও অগ্রবর্ত্তী;—পড়িয়া চেতনরহিত—মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত—গলদ ঘর্ম্মে একেবারে দ্রবিভূত। অঙ্গ অবশ, সর্ব্ব শরীর নিস্পন্দ, বাক্‌রোধ। কিন্তু রূপের প্রভা কি

সমুজ্জ্বল, বোধ হয় যেন বিপাকে মগ্ন হইয়া তাহা নবীন কান্তি আকর্ষণ করিয়াছে। কিবা মোহন অঙ্গ সৌষ্টব! সেই পূর্ণযৌবন তরুণকে দেখিয়া অনুমান হয় যেন গগণ চাঁদ গগণ হইতে খসিয়া ভুতলে পড়িয়াছেন। সেই বিমল রূপী যুবাকে এ অবস্থায় দেখিলেও কোন্ যুবতী ললনার মন টলে না?

নলিনীকান্ত এমন যৌবন প্রেমানুরাগে নিরর্থক হারা'লেন। কিন্তু পবিত্র প্রেমে সমর্পিলে তাহা কত কাল সুখে সম্ভোগ করিতেন।

যাহা হউক, তিনি মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া অচেতনে অনেক ক্ষণ পড়িয়া রহিলেন, ভুতলস্থ এক খানা শীলায় তাঁহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া ছিল এবং রক্তে প্লাবিত হইতে ছিল। তাহার যাতনা অন্তরস্থ হইলে তাঁহার তদ্বিষয়ে-যা যৎ কিঞ্চিৎ চিন্তা ছিল। সেই চিন্তা অনেক পরে তাঁহার ঈষৎ জ্ঞান আনয়ন করিল। কিন্তু জ্ঞানালোকে তাঁহার অন্তর্বৃত্তি স্বচ্ছ হইলে তাঁহার কোন উৎকৃষ্ট বিষয় স্মরণ হইল না, এমন সময়েও তাঁহার প্রেম ভাব আবির্ভাব হইল, তাঁহার বদন হইতে প্রেম বিষয়িক দুই এক উক্তি প্রকাশ পাইল, তন্মধ্যে পশ্চাৎ রূপ উক্তি অপরূপ ও হৃদয়ভেদী;—

[রাগিণী সিন্ধুরা। তাল মধ্যমান।]

কোথা আছ প্রিয়তমা কুরঙ্গিণী সুবদনে!
অনঙ্গ নিদয়ে অঙ্গ ভঙ্গ করে অকারণে।
করাল কালেতে পাশে
বন্ধন করে লো কেশে,
রক্ষা কর মরি ত্রাশে
আসিয়া এ উপবনে।

এই গীত আলাপ করিলে সন্নিহিত পূর্ব্ব-কথিত রম্য অট্টালিকা হইতে ত্রৈলক্য-মোহিনী-রূপ এক কামিনী বাহির হইয়া ঐ হতাশ-প্রাণ ব্যক্তির সমীপে এই গান করিতে করিতে উপস্থিতা হইলেন ;—

[রাগিণী সিন্ধুরা। তাল মধ্যমান।]

কেন নাথ ডাকিতেছ এ ঘোর রজনী কালে?
কি করিবে কালে তব নিদয় করাল জালে।
আমি থাকিতে হে প্রাণ
নিষ্ফল কুসুম বান!
অনঙ্গকে অপমান
করি আমি অবহেলে।

এই কামিনীর কমনীয় নাম কুরঙ্গিণী প্রথম গীতে প্রকাশ হইয়াছে, বস্তুতঃ ইনি আমা-দিগের সেই পরম প্রেমাস্পদা নটী বটেন এবং উ-পস্থিত রঙ্গভুমি তাঁহার সেই সুরম্য উপবন।—

বিপন্ন ব্যক্তির ভাব ভঙ্গী বুঝিয়া কে না তাঁ-হাকে নলিনীকান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন? কুরঙ্গিণী ও নলিনীকান্ত এই দুইটী কি প্রিয় নাম ছিল, ইহা শুনিলে ইহাঁদিগের ক্রীড়া কৌ-তুক দেখিলে কাহার না মন জুড়াত? কে না রসে বিগলিত হইতেন? কিন্তু আহা! সেই কুরঙ্গিণী, সেই নলিনীকান্তের উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া, কারুণিক উক্তি শুনিয়া, অন্তর যে কেমন সন্তাপিত হয়! আহা নলিনীকান্ত! হে প্রেমিক! অবশেষে তোমার এই দশা হ'ল! আহা! তুমি যখন কুরঙ্গিণীর সঙ্গে রঙ্গে নৃত্য করিতে—নব নব বেশ পরিতে—কুরঙ্গিণীকে চুম্বনালিঙ্গণ করিতে—বায়ু সেবনে উপবনে ভ্রমণ করিতে, তখন আমরা আহ্লাদে কি পর্য্যন্ত আর্দ্র হই-তাম। আহা! যে দিন তুমি স্ত্রী বেশ ধরিয়া কুরঙ্গিণীর সঙ্গে শৈল বিহার কর, সে দিনে আ-মরা কি পর্য্যন্ত না আপ্যায়িত হইয়া ছিলাম! এক্ষণে তোমাকে যে ভিন্ন ব্যক্তি দেখি, "তো-মাতে তুমি নাই" সেই রূপ তুমি; তোমার পূর্ব্ব ভাব একেবারে কি হৃদয়ভেদী ভাবে পরিবর্ত্তন হইল!

যখন কুরঙ্গিণী গান করিতে করিতে নলিনী-কান্তের সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন, তখন সেই রাজ-

পুত্রের বদন কি ভীষণ ভঙ্গী গ্রহণ করিল! অনুমানে বোধ হয় কুরঙ্গিণীকে দেখিয়া তাঁহার ঘৃণা জন্মিয়াছে, ভাবিতেছেন, হে নিষ্ঠুরা কুহকিনি! মোহিনী বিদ্যায় ভুলাইয়া অবশেষে প্রাণ বিনাশের উপায় করিলি! আহা! সেই নয়নের বিকৃত গতি দেখিয়া বিষাদ-মগ্ন হইতে হয়। যখন সেই মরণোন্মুখ রাজতনয় বিচলিত সজল নয়নে কুরঙ্গিণীর প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টি ক্ষেপণ করিলেন আহা! তখন তাঁহার মনে কত শত ভাবোদয় হইল। প্রধাণত্ব তাঁহার কারুণিক ভাবই উপস্থিত, কিন্তু তাহা ঘৃণা ও ক্রোধ মিশ্রিত। নলিনীকান্ত অশৎ পথে যাইয়া তৎ প্রতিফলরূপ ত্রিভুবনের উৎকট দুঃখ মরণ কবলে পড়িলে তিনি আপন কুকর্ম্ম জন্য অনীর্ব্বচনীয় খিদ্যমান হইলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রেম ভাব বিলয় হইল এবং শান্তি ভাব উদয় হইল।—প্রবল পবন হুহুঃ শব্দ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই, ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টিও পড়িতেছে, মেঘও ডাকিতেছে, বিদ্যুৎ প্রকাশিছে, অন্ধকার বশতঃ চারি দিকে সেই রূপ ভীরু দৃশ্য, এমন সময়ে —কুরঙ্গিণীর উক্তি শেষ না হইতে হইতে আরো ভীরু দৃশ্য দর্শন গোচর হইল, দেখিতে দেখিতে নলিনীকান্ত অচেতন, সেই চক্ষু আর

ঘুরিতেছে না, নিশ্বাস বহিতেছে না, অঙ্গ নড়িতেছে না। তিনি মৃত মধ্যে এক্ষণে পরিগণিত, মলিন নিশিতে গগণ হইতে সমুজ্জ্বল নক্ষত্র ভুতলে খসিয়া পড়িলে তাহা যেরূপ দেখায় নলিনীকান্তকে তদ্রূপ দেখাইতেছে। পদ্মকলি, অথবা তরুণ অঙ্কুর, কোন নিষ্ঠুর ব্যক্তি ছেদন করিলে তাহা যেমন মলিন হইয়াও রম্য হয় রাজকুমারের পতনে তিনি তদ্বৎ হইয়াছেন। আহা কি অনুতাপ! কি লোচন-নিপীড়ক ঘটনা! কিন্তু তথাপি কোন দিকে আক্ষেপ নাই, এই ঘটনা দেখিয়া কাহারও কারোক্তি নাই, কেই বা শোকার্পিত হইবে, সকলেই নিস্তব্ধ, সে স্থান জনশূন্য বলিলে হয়। কুরঙ্গিণী এই আকস্মিক্ দুর্দৈব ব্যাপার সন্দর্শনে বুদ্ধিহতা হইয়া নিষ্পন্দ শরীরে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁহার যে সন্তাপ হইবে আশ্চর্য্য নয়, এই ব্যাপার দেখিয়া পাষাণান্তঃকরণও আর্দ্র হয়। এক নবীন সর্ব্বাঙ্গস্সুন্দর রাজতনয় আপন নিবুর্দ্ধিতে চিরকালের মতন ধরা শয্যায় শায়িত, এই দৃশ্য কি স্বল্প পীড়াদায়ক!

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সমাপ্তি।

কত হাস্য কৌতুক; কত সন্তোষ-হারাবলি কত নৃত্য গীত বিষয়ক; বিলাস-সুধাধার; কত লাবণ্য মনোমোহন; কত প্রাণতোষিণী রঙ্গিণী উপাখ্যান; শোক তরঙ্গিণী প্রভৃতি, যথা সাধ্য প্রকারে বর্ণনা করিয়া, পাঠকবৃন্দের সহিত কখন সানন্দ-সলিলে, কখন সন্তাপ-সাগরে ভাসিয়া আমরা এক্ষণে সমাপ্তি-তটিনী তটে উত্তীর্ণ হইলাম। নলিনীকান্তের মরণাভিনয় সাঙ্গ হইলে পাঠকপুঞ্জ কেবল নয়ন জলে ভাসিয়া রহিলেন, কুরঙ্গিণী, কাশ্মীররাজ, ভুপালরাজ, প্রভৃতির রঙ্গ ভুমিতে কি কার্য্য হইল এতৎ বিবরণ বিরহে তাঁহারা সন্দিহান প্রযুক্ত তৃপ্তিরসে সম্পূর্ণ আপ্যায়িত হইবেন না, তাঁহাদিগের এ সন্দেহ দুরিকরণ করি।

নলিনীকান্ত কাশ্মীর রাজের উদ্যান হইতে পলায়ন করিলে তাঁহার রক্ষকেরা অনেক ক্ষণ অনেক দুর পর্য্যন্ত তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছিল,

কিন্তু কোন প্রকারে তাঁহার কোন উদ্দেশ না পাইলে তাহারা সভয়ে, সবিনয়ে ও সকপটে চন্দ্রভীমকে জানায়, নলিনীকান্ত আমাদিগের হস্ত হইতে কোথায় গেলেন আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও কোন তত্ত্ব পাইলাম না। রাজা এই সাঙ্ঘাতিক বার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় বিমর্ষ হন এবং রক্ষকদিগকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে অনেক অনুচরকে তত্ত্বানু-সন্ধান জন্য চারি দিকে পাঠান। ঐ লোকেরা প্রায় সমস্ত রাত্রি যথা তথা স্থান বিপুল শ্রমে অনুসন্ধান করিয়াও নলিনীকান্তের কোন নিদর্শন না পাইয়া রাজাকে পুনশ্চ অবগতি করে। বৃদ্ধ রাজা তাহাতে সাতিশয় ক্ষুন্নান্তর হয়েন, কিন্তু নলিনীকান্তের পলায়নের স্থান পরিচিত থাকায় তিনি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তথায় যাইতে প্রস্তুত হয়েন, ইতিমধ্যে ভূপালরাজের আগমনে তাঁহার তৎকালীন যাত্রার প্রতিবন্ধক হইল। ভুপালরাজ পুত্র বিরহে অতিরেক কাতর হইয়া তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে ছিলেন, তিনি যে কুরঙ্গিণীর নিকুঞ্জে গিয়াছিলেন তাহা তিনি জানিতেন না, নলিনীকান্ত বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া কাহারও নিকটে তদ্বিষয় উল্লেখ করেন নাই। ভুপালরাজ কেবল নলিনীকান্তের শুভা-

গমন বার্ত্তা শুনিয়া ছিলেন মাত্র, তিনি কোথায় গিয়াছিলেন তাহা শুনেন নাই। শোকার্ত্ত ব্যক্তি আবার নূতন শোক প্রাপ্ত হইলে তাহার বিপন্নাবস্থা হয়, ভুপালরাজ একে তনয়ের বিরহে কাতর হইতে ছিলেন তাহাতে জামাতার পলায়ন বৃত্তান্ত শুনিয়া কিরূপ বিষণ্ন হইলেন অনুভব কর। যাহা হউক, তাঁহারা বিলম্ব না করিয়া সৈন্য দল সঙ্গে নলিনীকান্ত ও হিমসাগরের অন্বেষণে চলিলেন। অনেক দূর যান, অনেক স্থল অন্বেষণ করেন, অনেককে জিজ্ঞাসা করেন, নলিনীকান্তের কোন তত্ত্ব পান না। তাঁহারা কুরঙ্গিণীর নিকুঞ্জ অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু কুরঙ্গিণীর নিকুঞ্জ হিমালয় গহ্বরে তাঁহারা এই মাত্র জানেন—কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থলে জানেন না। তাঁহারা হিমালয়ে উত্তীর্ণ হইয়া ইতঃস্তত তত্ত্ব করেন—নলিনীকান্তকে বা হিমসাগরকে কোন স্থলেই দেখেন না। কত স্থল ভ্রমণ করিয়াও কুরঙ্গিণীর উপবনের পথ প্রাপ্ত হয়েন না। অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহারা কুরঙ্গিণীর উপবনের প্রায় নিকটাবর্ত্তি হইলেন, কিন্তু তাঁহারা যে কুরঙ্গিণীর উপবনের নিকটাবর্ত্তি তাহা তাঁহারা জানেন না, এমন কালে দিবস কাল বিলয় হইয়া রাত্রিকাল উপস্থিত করিল। তাঁ-

হারা এক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া সে যামিনী অতিপাত করিতে লাগিলেন। পরে যামিনী স্থলান্তর গামিনী হইলে দিনমনী দিবসমানে পূর্ব্ব ভাগে কার্য্যারম্ভ করিলেন। বিহঙ্গিণীগণের রবে সকলে সচেতন হইল, কাশ্মীররাজ, ভূপালরাজ অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অন্বেষণ পথবর্ত্তি হইলেন—কিয়দ্দূর যান, অদূরে এক সুন্দর উপবন তাঁহাদিগের লোচনাধীন হইল, ঐ উপবন কুরঙ্গিণীর, তাঁহারা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের মনে হর্ষের সঞ্চার হইল, তাঁহারা উপবনে যাইলেন। কিন্তু প্রহরীরা তাঁহাদিগকে কিছু বলিল না, বরঞ্চ সভীতের ন্যায় ত্রস্ত হইল। তাহাদিগের বদন ম্লান হইয়াছে, তাহারা অত্যন্ত বিষণ্ণে আছে; সকলি নিরব, বোধ হয় যেন কোন করুণ রসাশ্রিত নাট্য ক্রীড়া শেষ হইয়াছে। নৃপতি দ্বয় সেই উপবনে অপ্রতিরোধে যাইতে যাইতে এক স্থানে এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলেন; দেখেন, অসীম লাবণ্যবতী, পূর্ণযৌবনা এক ললনা কাল সর্পের দ্বারায় আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত জড়িভূতা হইয়া জীবন লীলা সম্বরণ করতঃ ধরাশায়িনী হইয়াছেন। ত্রিভুবন মোহিনী ঐ কন্যার ঈদৃশী নয়ননিপীড়ক বিপন্নাবস্থা দর্শনে সকলেই চি-

ত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া রহিলেন এবং অসীম মনঃ পীড়া পাইলেন। তাঁহাকে এরূপ দেখিয়া সকলে কারুণিক ভাবে গলিত হইলেন, তাঁহা-দিগের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, কিন্তু ঐ কা-মিনী কে, কি কর্ম্ম করিয়াছে, এতদ্বিষয়িক পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা তৎ দণ্ডে ক্রোধ-প্রজ্বলিত হইতেন এবং তাহার কর্ম্মোপযোগ্য শাস্তি হইয়াছে সরোষে প্রকাশ করিতেন। কারণ ঐ কামিনী সেই দুঃশীলা, অশৎ চরিত্রা কুরঙ্গিণী। তাঁহারা এই ঘটনা দেখিয়া স্থলান্তরে এক ভীরু দৃশ্য দেখিলেন।—নলিনীকান্ত যাবজ্জীবনের মত ধরাশায়ী হইয়া আছেন। কাশ্মীররাজ আর মনুষ্যের মধ্যে গণ্য নয়। তিনি শোকার্পিত বশতঃ হতবুদ্ধি না বাতুল, কিছুই স্থির করা যায় না। তাঁহার অবয়ব বিকৃত মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। তিগ্মালোক-পূর্ণা বিদ্যুল্লতা অনুচর বজ্র সমেত সমীপবর্ত্তি হইলে লোক যাদৃশী ত্রস্ত হইয়া মূর্চ্ছাগতঃ হয়, চন্দ্রভীম, তন-য়ের অন্তিমাবস্থা দেখিয়া তম্মত হইলেন। তিনি একেবারে ধরাশায়ী, চেতনহীন, মৃতকল্প-প্রায়—মৃতই কি না তাহাও ধার্য্য নাই। ভু-পাল রাজও স্বল্প শোকার্ত্ত হয়েন নাই; তিনিও হৃতজ্ঞান, বিকলেন্দ্রিয়। আহা! তাঁহার পরম

প্রিয় দুহিতার কি দশা হইবে তিনি স্মরণ করিয়া সন্তাপে কি পর্য্যন্ত না ম্রিয়মান হইতে-ছেন; চন্দ্রভীম তা'তে মূর্চ্ছাগতঃ হইবেন বিচিত্র কি! এই ঘটনা কি পর্য্যন্ত পীড়াদায়ক বিবেচনা কর, উপবনস্থ প্রতিহারীরা এই কারুণিক ঘটনা দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া ইহার তত্ত্ব জানিবার জন্য অভিলাষী হইল, কিন্তু তাহারা সৈন্যগণকে দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইয়া ছিল—ভাবিতে ছিল, ঐ রাজারা নলিনীকান্তের আত্মীয়বর্গ, নলি-নীকান্তের মরণ বিবরণ প্রকারান্তরে শুনিয়া কুর-ঙ্গিণীকে এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য সৈন্য সমভ্যারে আসিয়াছেন। তাহারা এই স্থির করতঃ পলায়নে উদ্যত হইয়া ছিল, কিন্তু পলায়নের কোন উপায় নাই, সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান। প্রাণতো রাজ দণ্ডে নিতান্ত সমর্পিত হইবে, এবং যৎকালে কোন প্রকারে পরিত্রাণোপায় নাই তখন রাজাদিগের নিকটে মিনতি দ্বারা উদ্ধার উপায় করা শ্রেয়ঃ, এই যুক্তি ন্যায্য ধার্য্য করিয়া প্রতিহারীরা রাজা-দিগের সমুখে বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। অনেক ক্ষণের পর তাঁহাদিগের চেতনোদয় হইলে তাঁহারা সেই নপুংসক প্রহরীদিগকে

দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, নলিনীকান্তের দশা কি রূপে এরূপ হইল, সর্পাঘাতে মৃত রমণীই বা কে, উপবনই বা কাহার? প্রহরীগণ হইতে ইহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া, রাজারা সাতি-শয় উদ্বিগ্ন হন—কুরঙ্গিণীর উপরে সাতিশয় বিরক্ত হন—প্রহরীদিগকে নষ্ট করিতে প্রস্তুত হন—তাহারা অনেক কাতরোক্তি ও আপনাপন নির্দ্দোষিতা প্রকাশ করিলে তাঁহারা ক্ষান্ত হন। কিন্তু সুলোচনা প্রভৃতি সহচরীগণকে বিলম্ব ব্যতীত শমন ভবনে পাঠান। কথোপকথন দ্বারায় ভূপালরাজ হীমসাগরের মৃত্যু বিবরণ শুনেন—শুনিয়া যৎপরোনাস্তি অশান্ত হন ও বহুরূপ বিলাপ করেন। তাঁহারা উপবন অধিকার করিয়া তথায় কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া আপনাপন রাজ্যে বিমর্ষান্তরে গমন করেন।

আমরা এস্থলে রঙ্গভূমি অঙ্গকার করি—নাট্য-ক্রীড়া সমাপ্তি করি।

সমাপ্তি।

নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়। পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নির্ঘণ্ট।